হামজুল্লি

শ্রীকেশবচন্দ্র

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

সন ১৩৫৬ সাল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

হামজুল্লি

এক

অস্ত্র-চিকিৎসক কমলাপতি সেনের জন্ম-লগ্নের একাদশে ছিল বৃহস্পতি। চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির সাহ প্রভৃতি অতীত কালের অতিমানবদের কথা স্বতন্ত্র। একালের কোনো বীর ডাঃ কমলাপতির অগ্রগতি অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ নিত্যই সে বহু নর-নারীর দেহে ইস্পাতের ছুরি চালাত। দশ বছরের ভিতর সে পাঁচজন স্ত্রীলোকের পেট কেটে পাঁচটি শিশুকে সূর্য্যা-লোক দেখিয়েছিল। সিরাজদ্দৌলার অতি বড় শত্রুর কল্পনাও নবাব বাহাদুরকে এতখানি বাহাদুরি-মণ্ডিত কর্ত্তে পারেনি।

ডাক্তার প্রগতি মিত্রের ডাক্তারি উপাধি পাণ্ডিত্যের জন্য। প্রগতি অধ্যাপক। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে ডাঃ মিত্র জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ কর্ত্ত।

ডাক্তার প্রগতি মিত্র এম্-এ, ডি-লিট্ প্রভৃতি, একদিন টেলিফোনে ডাঃ কমলাপতির অনুমতি প্রার্থনা করলে, বৈধব্য-দমন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য শ্রেণীতে তার নাম তালিকাভুক্ত কর্ব্বার।

তুষ্ট হয়ে ডাঃ সেন বল্লে—হ্যালো! প্রগতি! বেশ! বেশ!

বৈধব্য-দমন সমিতির কর্ম্মক্ষেত্রের চতুঃসীমা সম্বন্ধে তখন কমলাপতির প্রকৃত জ্ঞান ছিলনা। আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে দিনের পর দিন তাকে বিবাহিত পুরুষের দেহে অস্ত্রোপচার কর্ত্তে হত। কাজেই বৈধব্য-দমনের প্রচেষ্টা তার দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভূক্ত। আজ মিত্র প্রগতির পর-সেবা-ব্রতে সে যে সহব্রতী হল—এ চিন্তার মাঝে চিকিৎসক একটু আধ্যাত্মিক তৃপ্তির আস্বাদন পেলে। অর্থাগম ব্যাপারটা একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছিল। শিক্ষিত মানুষ যদি দশের সেবায়, দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ না করে তো ধিক্ ইত্যাদি—ভাবলে ডাঃ কে পি সেন এম্, বি, এফ আর, সি এস্ (এডিন)।

দিনের কর্ত্তব্য-পালনের পর দু'চার দিন অন্তর দুই বন্ধুর মিলন হ'ত রজনীর প্রথম প্রহরে। উপরোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার তিনদিন পরে অতীত সন্ধ্যায় প্রগতি এলো কমলাপতি সন্দর্শনে। তার সাজানো ঘরে বসে তারা বৈধব্য দমন সমিতির কথা কহিল। সমিতির স্বরূপ সমাচার পেয়ে চিকিৎসক সেন তার বিজ্ঞান-পুষ্ট মনে এক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অনৈক্য-তান বাজনা শুনতে পেলে।

আগ্রহের সাথে বল্লে সাহিত্যিক প্রগতি—সমাজ এক পা এগুতে পারেনা বিদ্যাসাগর, আশুতোষের আসল বাণী কান পেতে যদি না শুনে বাঙ্গালী। বিধবার বিবাহ না দিলে হিন্দু-সমাজের শুক্‌নো মুখে অমল আনন্দের হাসি ফুটবেনা।

বিধবার একবার কেন বার বার বিশ বার বিবাহ হলেও কমলাপতির কিছু আসে যায়না। কিন্তু সে যখন অতি শিশু, তখন তার পিতামহ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত চন্দ্রমোহন সেন কবিকণ্ঠাভরণ মহাশয় বিধবা-বিবাহের প্রতিকূলে, 'আর্য্য-ধ্বজা' পত্রিকায় গরম গরম প্রবন্ধ লিখতেন। এমন কি

বিধবা-বিবাহ শব্দটা তিনি অবৈধ ভাবতেন। তাই প্রজাপতির দ্বিতীয় নির্ব্বন্ধকে তিনি বিধবা নারীর পুরুষান্তর গ্রহণ বলে বর্ণনা করতেন। তাঁর যুক্তি-তর্ক, শাস্ত্রীয় বচন, গম্ভীর ও সরস ভাষা, দল বেঁধে কমলাপতির স্মৃতিপটে, চলচ্চিত্রের মত ভেসে বেড়াতে লাগলো। আজ কবিকণ্ঠাভরণ মহাশয়ের কৃতী পৌত্র কমলাপতি যদি রাজ্যের বিধবা ধরে বিয়ে দেবার আয়োজন করে তো লোকে বলবে কি? সেকালের মানুষ এখনতো বিদ্যমান থাকা সম্ভব—অন্ততঃ সেকালের পুণ্য স্মৃতি।

প্রগতি পরিচ্ছদে বা চলা-ফেরায় রেল অফিসের কেরাণীর অনুরূপ হলেও, বিদ্যায় সে অক্সফোর্ড ও প্যারিসকে তাক্ লাগিয়ে একরাশ সম্মান নিয়ে দেশে ফিরেছিল। যে কোনো তর্কে সে সার্জ্জেন সেনকে অচিরে কোণ্-ঠাসা কর্ত্তে পার্ত্ত। সুতরাং যখন সেন স্মৃতিপট থেকে ঠাকুরদাদার দু'চারটা মূল-যুক্তি বন্ধু প্রগতির বুদ্ধিগোচর করলে, শেষোক্ত ব্যক্তির সংগ্রাম-তৃষা বলবতী হ'ল।

সে বল্‌লে—তোর একটি উপ-ঠাকুমা ছিলেন। তোর উপ-ওর-নাম কি আছে কি?

—চুপ। চুপ। পাশের ঘরে হাস্না আছে। সেটা কি জানিস—যুগ ধর্ম্ম।

হারার অস্তিত্বে অমনোযোগী হয়ে ডাঃ প্রগতি বল্‌লে—ঠিক্ কথা। যুগ-ধর্ম্ম। সেকালের লোক বিধবার বিবাহে বীতশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু পুরুষান্তর গ্রহণকে বরদাস্ত করত যদি সে পুরুষ হত সে নিজে। এটাও যুগ ধর্ম্ম। এ যুগ চায় খোলাখুলি পবিত্রতা—পবিত্রতার মুখোস-পরা অনাচার চায় না এ যুগ।

এবার কমলা-পতি তর্কের অকাট্য যুক্তি পেলে। সে বল্‌লে—যেমন

খোলাখুলি পবিত্রতা চায়—তেমনি ষোলো আনা অনাচারেও এ যুগ লজ্জিত হয়না।

—সত্য কথা। আচার অনাচার সম্পর্ক বাচক। তারা দেশকাল পাত্র সাপেক্ষ। এক যুগের নীতি ভিন্ন যুগের দুর্নীতি হতে পারে।

কমলাপতি বল্‌লে—কিন্তু কতকগুলা নীতি সনাতন। তারা সত্য-ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—

বাধা দিয়ে বল্‌লে প্রগতি—বৈধব্য ব্রত সনাতন হ'তে পারেনা কারণ ভারতের বাহিরে তার প্রচলন নাই। যে বিধবা পরলোকগত স্বামীর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে স্বেচ্ছায় বৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে—সে সকল দেশে প্রতিদিন প্রণম্য। কিন্তু সমাজের অনুশাসনে যে মনের আগুনকে—

—ননসেন্স সে পালিয়ে যায়।

—হ্যাঁ। পালিয়ে যায়। সমাজের বিধি নিয়মের বাহিরে। সমাজের মনোরম ত্রিসীমার বহিরে তাকে একটা বিভিন্ন পৃথিবীতে বাস করতে হয়—চির অবজ্ঞাত চির-অবমানিত।

তর্ক নানা প্রকার ঘোরপাক খেয়ে, ন্যায় ও অন্যায় শাস্ত্রর ঘূর্ণীপাক এড়িয়ে আবার দেশাচারকে অবলম্বন করলে। ডাঃ প্রগতি মিত্র তর্কের সময় সদাই, ন্যায়শাস্ত্রের সুষ্ঠু বিধি নিয়ম অবলম্বন কর্ত্তনা। ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করা তার একটা বদ্‌-স্বভাব ছিল।

সে বল্‌লে—ঠিক্‌ কথা! যুগ-ধর্ম্ম। এটাও যুগ-ধর্ম্ম। শুনেছি তোমার পিতামহ মরা মানুষকে বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তোমার মত কি তাঁর বত্রিশ টাকা ভিজিট ছিল? তুমি পাষণ্ড। লোকের কাছে নগদ টাকাও নিচ্চ আর অবাধে তাদের দেহে অস্ত্র চালিয়ে যাচ্চ।

শেষ কথাগুলা অগ্রাহ্য ক'রে চিকিৎসক বল্‌লে—না তাঁর ফি ছিলনা

বটে কিন্তু রাজা-রাজড়া জমিদার-মহাজনেরা তাঁকে রাশি রাশি অর্থ দিতেন। একা নবাব বাহাদুর—

—হুঁ। আর মধ্য-বিত্ত গৃহস্থ।

—ব্রাহ্মণ হ'লে আশীর্ব্বাদ কর্ত্ত। আর অন্যে পায়ের ধূলা নিত।

—হুঁ। তুমি কেন সেই রীতিতে রোগের চিকিৎসা করনা? আর শুনেছি সেকালে বদ্দিরা রোগীকে বাপ তুলে গালাগালি দিত। তোমরা চেষ্টা কর্‌লে লোকে তুলে আছাড় দেবে।

বেচারা কমলাপতি! সে একেবারে নদীর কূলে এসে পড়েছিল। আর এক ধাক্কায় ঘাড় গুঁজে পড়তো অতল জলে। এই মক্ষম সময় তার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী হাস্নাহেনা দেবী ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করলে।

যখন তার পিতা নাগাসাকীতে দেশলায়ের কারখানায় কাজ শিখ্‌তো, তখন হাস্না জন্মেছিল—অবশ্য খানাকুল কৃষ্ণনগরে। সে সময় জাপান হাস্নাহানা ফুলের গন্ধে ভরপুর। তাই পিতা তার নাম রেখেছিল হাস্না-হানা। হাস্নাহানা-উৎসবের দিন, চারিদিকে প্রফুল্ল জাপানী শিশু, নবীন বস্ত্রালঙ্কারে দেহসজ্জা করে, আনন্দে হেসে হেসে দেশে সুখের লহর তুলছিল। সেদিন যে পিতা নিজের শিশু-কন্যার ভূমিষ্ট হওয়ার সংবাদ পায়—তার পক্ষে তনয়ার অন্য নাম-করণ অসমীচীন। হাস্নার সঙ্গে আবার হাসির সঙ্গে শব্দ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর হেনা তো খাঁটি স্বদেশী প্রসাধনের সামগ্রী।

পিতার নিকট জাপানী সংসারের বর্ণনা শুনে জাপানী পদ্ধতিতে ঘর সাজাবার বাসনা কুমারী হাস্নার নিভৃত মনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু পিতার পাঁচজনের যৌথ-সংসারে সে বাসনা কার্য্যকরী হয়নি। শ্বশুর গৃহেও প্রথম কয়েক বৎসর পরাধীনতার চাপে আর বাঙলা দেশের আবহাওয়ায় স্ফূর্ত্তি পায়নি হাস্নার ভাব-পুষ্ট সুন্দরের পূজা।

কলিকাতার গৃহ রাজ্যে হাস্না এখন রাণী। স্বামী সারাদিন অস্ত্র চালিয়ে যখন গৃহে ফেরে, শান্ত সৌন্দর্য্য তাকে তুষ্ট করে। প্রতিদিন হাস্না সরঞ্জাম বদলায়। একখানা ছবি ঘরে রাখে। তাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য যে পরিবেশ সমীচীন, সেই আব-হাওয়া সৃষ্টি করে তার রচনানিপুণতা।

হাস্না ম্যাট্রিক পাশ করা মেয়ে। অধ্যাপক প্রগতি মিত্রের উপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। পাশের ঘরে বসে সে তাদের তর্ক শুনছিল। কিন্তু প্রগতির উপ-কথার ভয়ে নিজেকে নেপথ্যে রেখেছিল। এখন সুবিধা বুঝে আত্ম-প্রকাশ ক'রে, অমল হাসিতে তর্ক-সভা উল্লসিত করলে।

—কি তর্ক হচ্চে দুই বন্ধুতে?

সশ্রদ্ধ প্রগতি দাঁড়িয়ে উঠে তাকে নমস্কার করলে। সার্টের হাতের বোতাম আঁটবার চেষ্টা করলে, কিন্তু যখন উপলব্ধি করলে বোতামের অভাব, তখন বুকের বোতাম এঁটে বস্‌লো। গলার বোতাম ছিলনা সে কথা সে জানতো। কাজেই সেদিকে সংস্কারকামী হলনা।

কমলাপতি এবার নিজের মধ্যে শক্তির প্রেরণা অনুভব কর্‌লে। চিকিৎসা ব্যতীত সকল কার্য্যেই এমনি প্রেরণা অনুভব কর্ত্ত সে হাস্নাহানার সান্নিধ্যে। চিরদিন হাস্না তার শক্তির খুঁটি।

সে বল্‌লে—তর্ক এমন কিছুনা। প্রগতি পণ্ডিত মূর্খ। তর্কের যুক্তি তার নিজের লেখা পুস্তকের মত—যা' সে ভিন্ন কেহ পড়েনা।

এতক্ষণে প্রগতি সামলে নিয়েছিল। ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ন যদি এমনি সামলাতে পারতো, কে জানে জগতের ইতিহাস কী আকার ধারণ করতো।

সে বল্‌লে—এ কথাও কমলাপতি ঠিক করে বলতে পারলেনা। আমি ছাড়া আমার লেখা বই অন্ততঃ আরও দুজন পড়ে—যে বেচারা কম্পোজ করে আর যে প্রুফ দেখে।

যা সত্য তা শাশ্বত। কেবল রাসভে নিজের ভ্রম দেখতে পায়না—একগুঁয়ে, একবগ্‌গা। কমলাপতি নিজের ভ্রম স্বীকার কর্‌লে।

হান্না প্রকাশ্যভাবে শুনলে বৈধব্য-দমন-সমিতির কথা।

সে বল্‌লে—শুভ অনুষ্ঠান। কারণ আমার একটা আশু উপকার কর্ত্তে পারে সমিতি।

দুই বন্ধু মগজের মধ্যে সিভালরির প্রেরণা অনুভব করলে। সমস্বরে তারা বল্‌লে—অবশ্য।

হান্না বল্‌লে—একটি অনাথার বিবাহ দিয়ে আপনারা আর একটি বেচারা স্ত্রীলোকের প্রাণ বাঁচাতে পারেন।

প্রগতি বল্‌লে—বিলক্ষণ। একটির কেন? দুটিরই—

হান্না বল্‌লে—বালাই ষাট্। বেচারাটি সধবা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সে স্বামীর কোলে মাথা রেখে, তারই অস্ত্রোপচারকে ধন্য করে, প্রাণত্যাগ কর্ত্তে পারে।

তার হেঁয়ালি নিজেরই বেড়াজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছিল।

আসল ডাক্তার অর্থাৎ চিকিৎসক বল্‌লেন—দয়া ক'রে সোজা কথা কও। একে প্রগতির কথার ইন্দ্রজাল তার ওপর তোমার জামাই-ঠকানো হেঁয়ালী। নন্‌সেন্স।

হান্না হেসে বললে—বলছিলাম তোমার শিশুকালের ধাত্রী, আমার বিবাহিত জীবনের কষ্টদাত্রী, নীরদা দাসীর বিবাহের ব্যবস্থা কর্ত্তে।

নীরদাকে প্রগতি বিলক্ষণ জান্‌তো। কিন্তু সমিতির কার্য্য-ক্রম অনুসারে তাকে প্রশ্ন করতে হল—ইনি কতদিন বিধবা।

হান্না বল্‌লে—সে কথা ইনি বল্‌তে পারবেন। কারণ নীরদা ওঁদের ফ্যামিলী দাসী।

ডাক্তার একবার ভাববার চেষ্টা করলে। শেষে বল্‌লে—ননসেন্স! জন্ম-বিধবা!

তারা হাস্‌লে। হাস্না বল্‌লে—আমাকে সে কোনোদিন মানে না। সেদিন এক বাউল গান গাহিতে এসেছিল—নীরদা বদান্যতা দেখিয়ে তাকে আমার একটা ওর—নাম—কি পোষাক দিয়ে দিলে।

সুষ্টু সমাজের নিয়ম অনুসারে সে নৈশ বেশের নামোচ্চারণ করলে না। ঘটনাটা কমলাপতির নিকট অবিদিত ছিল না। সে বল্‌লে—হ্যাঁ তোমার গেরুয়া রঙের নাইট গাউনটা দান করেছে বটে। সে কিমোনাটায় তোমাকে ভাল দেখাতো না।

বৈরাগী বাউলকে কিমোনা দান। সমাজের প্রগতির এ সু-সমাচারে ডাক্তার প্রগতি মিত্র অভিভূত হ'ল।

—জাপানী কিমোনা পরিহিত এই অভিনব বাউলের একটা ফটোগ্রাফ জাপানে পাঠাতে পারলে জাপ-ভারতীয় মিত্রতা ঘনিষ্ঠ হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনার অসন্তোষ অসমীচীন।

—অসন্তোষ। তাকে তুষ্ট করতে আমি দিবারাত্র সচেষ্ট। কিন্তু আমি যত তার তোষামোদ করি, সে ততই আমাকে বাক্যবাণে বেঁধে। আমি ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুয়ে আছি। কিন্তু আমার অসহায় স্বামীকে কার জেম্মায় দিয়ে যাব এই দুশ্চিন্তার ফলে আমার মরা হচ্চে না।

তারা হাসলে। বিজয়লক্ষ্মীর সদয় হাসি দেখ্‌লে। রগ্‌চটা পণ্ডিতের স্মৃতি হার মানলে। আধ্যাত্মিক সংগ্রামের রণবাদ্য শান্ত হল। বিদ্যাসাগরের বিজয়-কেতনের আশ্রয় গ্রহণ করে কমলাপতি বৈধব্য দমন সমিতি নামক শুভ অনুষ্ঠানে নগদ একশত টাকা দান কর্ল্লে।

দুই

স্বরাজ-লাভের ভীষণ সংগ্রামের অনিশ্চিত সাধনায় বাঙ্গালী সমাজ জর্জ্জরিত হ'য়েছিল। হাজার হাজার মহাপ্রাণ নরনারী স্বেচ্ছায় কারাবরণ করলে। সহস্র পরিবার নিগৃহীত হ'ল। কত তরুণ, বিদ্যালয় ত্যাগ করে, জনক জননীর বহুদিনের পুষ্ট সাধে বাদ সাধিল তার ইয়ত্তা করা কঠিন।

কিন্তু ত্যাগ কেবল ত্যাগীকে কেন্দ্র করে সমাজে বহুদিনের রীতি-নীতিকে উলট পালট কর্লে না। মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রসার লাভ করলে। পুরাতন শিকল-কাটার পরিণাম প্রতীয়মান হ'ল জীবনের সকল পথে। কুম্ভকর্ণের জাগরণ প্রাচীন রীতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দৃঢ় পণ হ'ল। নারীর সম্ভ্রান্ততা অসূর্য্যম্পশ্যা হ'লে—এ ধারণা ক্রমশঃ হাস্যাস্পদ হ'ল। অন্তঃপুরের জীর্ণ পর্দায় টান পড়লো—লজ্জা লজ্জিত হ'ল নিজের প্রাধান্যকে আঁকড়ে ধ'রে রাখবার প্রচেষ্টায়।

দিকে দিকে অলিতে গলিতে জনহিতকর অনুষ্ঠান গজিয়ে উঠ্লো। কৃত-বিদ্য সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণরা পরের হিতে ভিক্ষাকে দীন ভাবতে পারলে না।

ভণ্ডামি চিরদিন ধর্ম্মের মহিমা বাড়ায়। কারণ, যা' উচ্চ তারই মিথ্যা অনুকরণ করে কপটতা। এই মহাপ্রাণের ভিক্ষা-বৃত্তিরও নকল ভিক্ষুকের উৎপীড়নে দাতা ব্যতিব্যস্ত হ'ল।

খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে। তার যেমন কি সব ঝঞ্ঝাট হয়েছিল, নূতন কাজে ব্রতী হ'য়ে তেমনি সব ঝঞ্ঝাট গজিয়ে উঠ্লো কমলাপতির জীবনে, বৈধব্য-দমন সমিতির সভ্য হ'য়ে। সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা কেহ

রক্‌ফেলার নন। প্রত্যেকেরই সংসারে মা-লক্ষ্মীর কৃপার অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন মা ষষ্ঠী। কে জানে পরিবারের মধ্যে কবে কার ফোড়া হয়। পুলিশ ও প্রেস-সেনসারের চাপে সাংবাদিকদের অন্ত্রবৃদ্ধি বা এপেণ্ডিসাইটিস হবার সম্ভাবনা, আঁধার মাঠের ঝোঁপে-লুকানো ভূতের মত, চিরদিন তাদের বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

কমলাপতির মত ডাক্তারকে হাতে রাখা—পারিবারিক রাজ-নীতির দিক থেকে উচ্চাঙ্গের ডিপ্লোমেসি। তার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সুখ্যাতি-সম্ভার বুকে নিয়ে প্রকাশিত হল অনেক সংবাদ-পত্র। সমাচার-জীবি-সঙ্ঘের কর্ম্মকর্ত্তাকে বিনয়ী চিকিৎসক যখন সাক্ষাৎ সন্দর্শনে জীবন-চরিত বিবৃত করতে অক্ষমতা নিবেদন কর্লে, তখন সাংবাদিক তাঁর নিকট টাকে চুল গজাবার ব্যবস্থা-পত্র লিখে নিলে।

কলিকাতায় এমন কোনো ভাগ্যবান লোক নাই, উষার আলোর সঙ্গে যার ঘরে সাহায্যের জন্য মৌখিক বা জীর্ণ-পত্রে মুক্তা-অক্ষরে-লেখা আবেদন না প্রবেশ করে। সে সৌভাগ্য অবশ্য কমলাপতির প্রচুর ছিল। কিন্তু সমাচার-জীবি-সঙ্ঘের কৃপা দৃষ্টির পর, তার গৃহে প্রার্থীর ভিড় বৃদ্ধি পেলে। কাজেই ডাক্তার তার সহকারী, ড্রেসার ষষ্ঠীচরণের উপর, সাহায্য প্রার্থীদের আবেদন শোনবার ভার অর্পণ কর্‌লে।

ষষ্ঠীচরণ তার দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি খুড়ো। শৈশবে ও বাল্যে ষষ্ঠী ছিল কমলাপতির খেলার সাথী। গ্রামের খেলোয়াড়দের সকল উৎকট এবং বিপজ্জনক কাজের ভার ছিল ষষ্ঠীর উপর।

একদিন বাল্য-লীলা-প্রসঙ্গে কমলাপতি প্রগতিকে ষষ্ঠীর একটা কীর্ত্তি কথা বল্‌লে। কালোজাম সুমিষ্ট হয়না গাছ থেকে পেড়ে না খেলে! আর জামের কালো অন্তরের ভিতর হ'তে জ্যোতি ফুটে ওঠে যদি পরের গাছ থেকে তাকে না-বলে ভূমিষ্ঠ করা হয়। বিষ্ণুর মার কাছে চুরিবিদ্যার আদর

ছিল না—তাই গ্রামের ছেলেরা তারই গাছের ফল উদরস্থ কর্ত্ত। ষষ্ঠীচরণ কোমরে বিষ্ণুর মারই পাতকুয়ার দড়ি বেঁধে ফল-ভরা শাখায় দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে দিত। একজন শিষ্ট সেজে বিধবাকে সমাচার দিত যে দুষ্ট হনূমান তার কুয়ার দড়ি গাছের ডালে বেঁধে দিয়েছে। দড়ি উদ্ধার কর্ত্তে বিষ্ণুর মা দড়ির ভূলুণ্ঠিত মুক্ত-প্রান্ত ধরে টানতো। পাকা জামগুলি যখন বরষার ধারার মত টুপটাপ করে ভূমিতে ঝরে পড়তো, ছেলেরা জাম ভোজন ক'রে তৃপ্ত হ'ত।

গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে পড়া শুনা যখন কঠোর রূপ ধারণ করলে, ষষ্ঠী তখন ব্যায়াম অভ্যাস ক'রে দেহের বল বৃদ্ধি করবার আয়োজন কর্‌লে। পরে সে বগ্র-ক্ষত্রিয় সর্দ্দার নিধু পাইকের নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করলে। দেহের বলের সঙ্গে তার মনের বল যখন হারাহারি বেড়ে উঠ্‌লো, গ্রামের চৌকীদার, দফাদার, জমিদারের নায়েব গোমস্তার প্রাপ্য সম্মান মলিন হ'ল। তারা উপরওয়ালার নিকট নিত্য অভিযোগ কর্ত্ত যে ষষ্ঠী সেনের উপদ্রবে গ্রামের ইতরদের শিষ্টাচার বিপন্ন। তাদের সঙ্গে জোরে কথা কহিলে তারা ডাকে ষষ্ঠী সেনকে। এবং শেষোক্ত ব্যক্তি বলে—চাষা ভাইদের সঙ্গে সশ্রদ্ধ তাবে কথা না কহিলে ভগবান-দত্ত দশেন্দ্রিয়ের অন্ততঃ একটি ইন্দ্রিয় বিকল হবে।

কিন্তু কেবল কৃষক ও দরিদ্র্যের আত্ম-সম্মান বাড়িয়ে এক রাশি প্রবল শত্রুর মাঝে দেশে থাকা অসম্ভব। উদর নামক ইন্দ্রিয় সার্ব্বজনীন। কমলা-পতি ডাক্তারী পাশ ক'রে ষষ্ঠী খুড়োকে কলিকাতায় আনলে। রক্তের টান, তার উপর শৈশবের সখ্য—তার সকল কর্ম্ম প্রাণ দিয়ে কর্ত্ত ষষ্ঠীচরণ।

পরোপকার ছিল ষষ্ঠী-চরিত্রের মূল-নীতি। তার পাশাপাশি বিরাজ কর্ত্ত তার চিত্তে রসবোধ।

সুতরাং যখন কাছা-গলায় ধপ-ধপে যজ্ঞোপবীত ঝুলিয়ে পিতৃদায়-গ্রস্ত এক তরুণ স্বয়ং ডাক্তার বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কামনা করলে, ঐ ব্যক্তির নিষেধ উপেক্ষা ক'রে, তাকে পাঠিয়ে দিলে ষষ্ঠী খুড়োর করুণা ও রস-বোধ, ডাঃ কমলাপতি সেনের খাস-কামরায়।

ডাক্তারের স্মৃতি শক্তি প্রবল। গত বৎসর এই ব্যক্তি পিতৃ দায় হ'তে মুক্তি পাবার জন্য কমলাপতির নিকট নগদ পনেরোটি টাকা লাভ করেছিল। তার মলিন বেশ ছুরি-চালানো চিকিৎসকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করলে। আহা! গত বৎসরের পিতৃ-হারা বোধ হয় এ বৎসর মাতৃদায়ে তার শরণাগত। তারই মুখ হ'তে দুঃসংবাদ শোনবার মানসে ডাঃ সেন বললে—আপনার কি প্রয়োজন।

—আজ্ঞে পিতৃ দায়। বৈদ্য সন্তান আমি। শাস্ত্র মতে তো শুদ্ধ হ'তে হ'বে। উঃ—

সন্তপ্তের মুখে আর বাক্য-স্ফুরণ হ'লনা। বেচারা কাঁদতে আরম্ভ করলে। অথচ নিজের শোকে পরের চিকিৎসা গৃহ মুখরিত করা অশিষ্টতা। ক্রন্দন বেগ চাপবার প্রচেষ্টায় তার সর্ব্ব শরীর কেঁপে উঠলো।

এবার ডাক্তার কুপিত হ'ল। কী বিড়ম্বনা! কি শয়তানী! ঠিক্ গত বৎসর এই রকম কেঁদে, এই রকম কেঁপে, লোকটা পিতৃ দায়ের অজুহাতে তার নিকট নগদ পনেরো টাকা আদায় করেছিল। আজ আবার এই অভিনয়! এমন কি আর্টের টেকনিকও পরিবর্ত্তন করেনি। নিশ্চয় এ প্রবঞ্চক। ইচ্ছা-ক্রন্দন ও ইচ্ছা-কম্পন এর আয়ত্ত বিদ্যা। একেবারে তাকে অর্দ্ধ-চন্দ্রে বিদায় দেবার পূর্ব্বে তাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া কমলাপতির সামাজিক কর্ত্তব্য।

সে জিজ্ঞাসা করলে—কবে আপনার পিতা ঠাকুরের কাল হয়েছে?

—আজ্ঞে আজ আট দিন। আপনি বিধবা বিবাহের ওর-নাম-কি হ'য়েছেন। ওঃ! হোঃ! হোঃ—

আবার ক্রন্দন। তাকে অনুসরণ কর্‌লে কম্পন।

বিধবা বিবাহের উল্লেখে ডাক্তারের মস্তিষ্কে একটা জ্ঞানের স্পন্দন এলো। তার সঙ্গে এলো আত্মগ্লানি। তৎসহ উপলব্ধি, যে তার বিচার শক্তি এখনও পাকেনি।

সে বল্‌লে—ক্ষমা করবেন। আমি বুঝিনি। আপনার সংসার প্রগতি শীল। ওঃ! বুঝেছি! আপনার প্রথম পিতা মারা গিয়েছিলেন গত বৎসর। তারপর বিদ্যাসাগর—

ভিক্ষুক ভাবলে ধরা তো পড়েছি। এই নিরীহ শিশুটিকে এক বার শাসিয়ে দেখি।

সে বল্‌লে—কী বল্‌ছেন?

তীব্র ভাষা! রুক্ষ স্বর!

ডাক্তার নিজের মনে বলে গেল—মহাশয়ের ব্যবস্থায় আপনার নম্বর এক পিতার মৃত্যুর পর, আপনার মাতা এই অধুনা মৃতটিকে বিবাহ করেছিলেন। কি বিধি-বিপাক। বিধবা-বিবাহের ফলে যদি দ্বিতীয় বাবা পেলেন—

লোকটা শেষ অবধি শোনবার আগেই দে চম্পট! বুঝলে ডাক্তার ধরে ফেলেছে। কিন্তু তার নীরিহের মুখোসের নীচে একটা নীচ-মূর্ত্তি আছে। তাকে গালাগালি দিলে লোকটা সহ্য কর্ত্ত। কিন্তু তার জননীর কুৎসা। ডাক্তারের বাম হাতের আয়ত্তের মধ্যে ছিল টেলিফোনের চোঙা। এরকম নিষ্ঠুর লোকের পক্ষে পুলিস ডাকা অসম্ভব নয়। কাজেই লোকটা ষ্ট্রাটে-জিক রিট্রীটকেই এক্ষেত্রে রণ কৌশল বিবেচনা কর্‌লে।

তার অন্তর্দ্ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে উদয় হ'ল হাসিমুখে ষষ্ঠীচরণ।

—কি বাপজান!

—খুড়ো আশ্চর্য্য। লোকটা বোধ হয় জুয়াচোর। ভিক্ষা ওর নেশা এবং পেষা। পিতৃদায় ওর ভাণ। কান্না আর কাঁপা ওর অভিনয়।

ষষ্ঠী খুড়ো বল্‌লে—কী হামজুল্লি! বাপজানের ঘটে যে বুদ্ধি গজিয়েছে—তবু ভালো! বাবা! আস্‌কে খাও তার ফোঁড় গোণ না!

বৈকাল বেলা দু'টায় মধ্যাহ্ন-ভোজন কর্ব্বার সময় ডাক্তার প্রিয়-দয়িতাকে বল্‌লে—হান্না, সমাজ সেবা অসম্ভব। একটা বিধবা-বিবাহের প্রথম পক্ষের সন্তান যদি দেখতে পেলাম তো লোকটা আমল দিলেনা।

সমস্ত গল্প শুনে হান্না যখন হাসির বেগ সামলাতে পারলে না, সে ছুটে বাহিরে গেল।

বাহিরে হান্না নীরদার সাক্ষাৎ পেলে।

সে হেসে বল্‌লে—নীরদা তোমার কেশটা ভেস্তে গেল।

নীরদা প্রকাশ্যে কিছু বল্‌লে না। মনে মনে নবীন যুগের ধ্বংস কামনা করলে। স্বামীর সান্নিধ্য হ'তে হাসতে হাসতে যখন তরুণীরা বেরিয়ে আস্‌তে শিখেছে—কলির মধ্য-রাত্রি না হ'ক—রাত্রি সাড়ে নটার তোপের সময়।

তিন

প্রগতিকে ডাক্তার বল্‌লে—ভাই কুত্তা বোলায় লেও।

—কেন?

—ঠেকে শেখা আর পুঁথি-গত বিদ্যায় আকাশ পাতাল প্রভেদ।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ দাতা কর্ণ, হাতেমতাই প্রভৃতি ঐতিহাসিক দানবীরদের ভাবতাম মাত্র দাতা। তাদের সহিষ্ণুতা, সংযম ও ক্ষান্তি যে তাদের মনের শান্তি লোপ করেনি, তার জন্যই তাদের প্রাতঃস্মরণীয় হওয়া উচিত।

এ সমাজ-তত্ত্ব-নীতির মূল প্রতিজ্ঞাগুলা প্রগতির মত পণ্ডিতের পক্ষে অনুমান করা অকঠিন। তবু বন্ধুর বিরক্তির কারণ গুলা শোনবার জন্য সে ব্যগ্র হ'ল। মধুর লোকের তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশ্ব-শান্তির অন্তরায়।

প্রগতি বল্‌লে—কেন? হঠাৎ এমন তেঁতো হ'ল কেন মেজাজ?

সে বল্‌লে—আজ একটা গোঁপ-কামানো চক্‌চকে পরিপাটি চুল, প্যাণ্টকোট পরা লোক বড় জ্বালিয়েছে। হান্নাকেও টিট্‌কিরি দিয়ে গেছে।

হান্না তখন জাপানী টেবিলে চীনা-মাটির ফুলদানে সূর্য্যমুখী ফুল সাজাচ্ছিল। সে পিতার মুখে শুনেছিল যে জাপানী গৃহিণীরা এক দিনমান ঘরে মাত্র একখানা ছবি রাখে—ফুলদানে এক রকমের ফুল রাখে। পরদিন আবার রাখে অন্য চিত্র, ভিন্ন পুষ্প। মাত্র একখানা আলেখ্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তার সৌন্দর্য্য, দৃষ্টিকে অভিভূত করে। চিত্র নিন্দনীয় হ'লে, তার দোষ ধরা পড়ে। আজ হান্না ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গিয়েছিল মাদল বাদকের চিত্র। ফুলদানীতে রেখেছিল—সূর্য্যমুখীফুল।

সে বল্‌লে—আর্ত্তের ত্রাণ করছ তুই বন্ধুতে মিলে—বেচারা হান্না চায় পরিত্রাণ।

ডাক্তার বল্‌লে—লোকটা এসে বল্‌লে, যারা জেলে গেছে, তাদের পরিবারেরা যাতে সিনেমা দেখতে পারে, বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়েলের ধারে হাওয়া খেতে যেতে পারে, তার জন্য আমরা একটা ফণ্ড খুলেছি কিছু চাঁদা দিন।

এ কথার পর আর জাপানী গৃহ-সজ্জা, বন্ধুদের কথাবার্ত্তায় হান্নাকে উদাসীন রাখতে পারলে না। মাতৃ-জাতির অধিকার সম্বন্ধে তার অভিমত স্পষ্ট, উদার এবং আধুনিক।

সে বল্‌লে—মন্দ কি? আমাদের যদি সখ থাকে তো তাদেরই বা প্রাণ সাহারার মত অনুর্ব্বর থাক্‌বে কেন?

—হ্যাঁ সেই কথাই সে বল্‌লে। আমি যখন বল্‌লাম তাদের অসুবিধার জন্য দায়ী তাদের স্বামীরা লোকটা বল্‌লে—কেন আপনার স্ত্রী বিকেলে হাওয়া খেতে যেতে পারেন ?

হাস্না হেসে বল্‌লে—তুমি কি উত্তর দিলে ?

ডাক্তার বল্‌লে—আমি সামলে নিয়ে বল্‌লাম, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে রোগ প্রতিকার অপেক্ষা রোগের প্রতিশেধের স্থান উচ্চে। জেলে যাবার যাদের উচ্চাভিলাষ, তারা বিবাহ না করলেই ভাল। তাহলে আর এই মহিলাদের জন্য ফণ্ড তোলবার প্রয়োজন হয় না।

স্বামীর বিবৃতিতে হাস্না মুগ্ধ হল। তবু মাতৃ-জাতির অনুকুলে শেষ যুক্তি শোনালে ডাক্তারদ্বয়কে।

—বিবাহের পর যাদের জেলে যাবার প্রেরণা এসেছে ?

—অবলা স্ত্রীর মুখ চেয়ে তাদের প্রেরণাকে ইন্‌হিবিট অর্থাৎ নিবৃত্তির পথে চালাতে হবে।

দাম্পত্য-কলহের অবসান ক'রে প্রগতি বল্‌লে—মজার কথা এই যে সমিতির অর্থের উপসত্ব ভোগী হয় সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ। ইষ্টের নামে অনিষ্ট জন্মে যখন ভণ্ড লোক ফণ্ড নিয়ে লণ্ড-ভণ্ড করে।

তখন গল্পের শ্রোত বহিল বিচিত্র সব সমিতি ও তাদের নামে অপচেষ্টার খাদে।

প্রগতি বল্‌লে—পরশু একদল লোক এসে বলে—পাঁচ হাত কাপড় সমিতির সভ্য হতে হবে ?

পাঁচ-হাত-কাপড় সমিতি !

—হ্যাঁ। তারা বলে দশ হাত কাপড় বিলাসিতা। কোঁচা নিষ্প্রয়োজন। যত লোকের দশ হাত কাপড় আছে তারা অর্দ্ধেক কেটে গরীবদের

সেবায় দিক্। আর ভবিষ্যতে পাঁচ হাত কাপড় কিনলে ক্যাপিটালিষ্ট কল-ওয়ালাদের বিক্রী অৰ্দ্ধেক হবে—ইত্যাদি।

ডাক্তার বল্‌লে—লাইব্রেরী যে কত আছে তার সংখ্যা নাই। আর সকল অনুষ্ঠানের সভাপতি বম্ ভোলানাথ জজ সাহেব।

তাদের সামাজিক আলোচনা পরনিন্দার নির্দ্দোষ আমোদে আত্ম-নিয়োগ করলে। সেই রস-চক্রে সবেগে প্রবেশ করলে ষষ্ঠীচরণ। হাম্নার হৃদ্‌কম্প হল—বুঝি স্বামীকে সশস্ত্র হ'য়ে বাহিরে যেতে হয়। তার কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন কর্ব্বার সময় হাম্না নিজের গোপন ব্যথা বিস্মৃত হবেনা। পুলিস্ কোর্টের উকীলের সঙ্গে বিবাহ দেবে কন্যার, সোভি আচ্ছা। ডাক্তার জামাই—কভি নেহি।

ষষ্ঠী বল্লে—একটি ঝাঁঝাঁলো মেয়েছেলে বড় হামজুল্লি করছে।

—কী করছে?

—হামজুল্লি করছে। হ'তে চায় চার চক্ষু।

এ লোকটাকে প্রগতি ভালবাসে। সে উত্তেজিত হয় তার কথা শুনে। কারণ ডাঃ মিত্র বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কি একখানা বই লিখছিল।

বল্লে—কি করছে স্ত্রীলোকটি?

—হামজুল্লি।

বিরক্ত হ'য়ে কমলাপতি বল্লে—ষষ্ঠী খুড়ো কতবার তোমায় বলেছি বাঙ্‌লা বলতে। কী হ'য়েছে? স্ত্রীলোকটি কি চায়?

হাসি দমন কর্ব্বার জন্য হাম্না ভাবছিল, পণ্ডিত মশায়ের ফাঁস বাঁধা টিকি। ঐ পদার্থ ভাবলেই তার হাসির উৎস চাপা পড়ত।

ষষ্ঠী বল্লে—মানে মেয়েছেলেটা দেখা কর্ব্বার জন্য ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

প্রগতি পকেট বহি বার করে লিখে নিলে—হামজুল্লি, চার-চক্ষু, ঝাঁপাই ঝুড়ছে।

ডাক্তার বল্লে—তোমার মাথা কচ্চে।

এবার তার পরীক্ষা নিজের হাতে নিলে শ্রীমতী হাস্নাহানা দেবী।

—হ্যাঁ বুঝেছি। একজন মহিলা এঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই তো ?

বিজয়ী বীরের মত ষষ্ঠীচরণ বল্‌লে—এই তো কথা। যদি ওঁর খোলে না ঢোকে তো খুড়ো কি পাঁয়তাড়া করবে ?

হাস্না আবার তার মোলায়েম সুরে বল্‌লে—হ্যাঁ। তা দেখা করবার জন্য স্ত্রীলোকটি কি করছে ?

—টগাবগ করছে। তিড়বিড় কষছে।

ডাক্তার কমলাপতি বল্‌লে—হোপলেশ। ননসেন্স।

হাস্না তাকে ভৎ‍র্সনা করে বল্‌লে—তুমি নিজে তিড়বিড় করলে খুড়োমশায়ের কথা বুঝবে কেমন কয়ে ? জাননা টগাবগ্ ক'রে ঘোড়া বেগে যায়। স্ত্রীলোক শীঘ্র দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে! সে তাড়াতাড়ি করছে—এইতো বলছেন খুড়োমশায়।

—এইতো মা ফট্‌ফটে কথা।

—অসম্ভব। আচ্ছা খুড়ো, বদ্দির ঘরে তুমি এমন চাষা কোত্থেকে জন্মালে ?

—খো করনা বাপজান। এখন মেয়েলোকটাকে উধাও করব না ভেড়াব ?

হাস্না বল্‌লে—স্ত্রীলোক তো। এই কুলেই ভিড়ুক না। তুমি নীচে গেলেই প্রগতিবাবু টগাবগ করবেন। তখন আমি একা বসে বিচার কর্ব্ব—গলায় দড়ি দিয়ে মরা ভাল, না কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে উধাও হওয়া শ্রেয়।

কাজেই বি-পত্নীক হবার ভয়ে হাস্না-প্রাণ কমলাপতি মহিলাটিকে উপরে আনবার অনুমতি দিলে।

ষষ্ঠী দরজার কাছে এসে বল্‌লে—নাকের সোজা বেয়ে যান্।

একটি মহিলা ঘরে প্রবেশ কর্ল্লে। ঘুরে দাঁড়িয়ে পলায়নরত ষষ্ঠীচরণকে বল্‌লে—দাঁড়ান। ডাক্তারবাবু কে ?

আগন্তুকের ভঙ্গীতে কমলাপতি যে একটু ভীত হয়নি, এ কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়।

সে বিনীতভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে এই অধীন।

হান্না কার্পেটে স্থচীকাজ করছিল। সে আড় চোখে স্ত্রীলোকটিকে দেখলে। তার গায়ের রঙ্ কাগজি বাদামের মত—মুখখানা অবশ্য এলোখোঁপা নিয়ে দশমীর চাঁদের মত। নাসিকার যাত্রা আরম্ভ হ'য়েছিল বেশ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর আকার ধারণ কর্ব্বার উচ্চাভিলাষ নিয়ে। কিন্তু তিন ভাগ পথ চলে সে তার গতি থামিয়েছিল।

মহিলা বিহ্বল কণ্ঠ। কোকিল কণ্ঠও নয় হাঁড়ি চাঁচার মত কর্কশও নয়। মোটামুটি সাঁঝের আলোয়, কুলায় প্রত্যাশী গাঙ্-শালিখের মত তার কণ্ঠস্বর—শ্রুতি-মধুর অথচ বিশেষত্বহীন।

সে বল্‌লে—আপনি তো সার্জ্জেন। বাড়িতে পাগল পুষে রাখেন কেন ?

সে ষষ্ঠীচরণের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকালে, তার ঝাঁঝ সহিতে পারে, এমন বীর বাঙ্‌লা দেশে দুচার কুড়ি থাকলে, কাবুলী মহাজনের পক্ষে লাঠির ঘায়ে চক্রবৃদ্ধি হারে স্থদ আদায় করা স্থলভ হ'তনা।

সে বল্‌লে—বাপ্। বেজায় ঝাল। পগার পার হ'লাম।

প্রগতি বল্‌লে—আপনি কাকে কি বলছেন ? ষষ্ঠীচরণ সেনের নাম শোনেন নি ?

বীর প্রগতি !

মহিলা বল্‌লে—না সে সৌভাগ্য হয়নি—যদিও এই বয়সে বার দুই জেল খেটেছি, দেশের জন্য, দশের জন্য।

শেষ সংবাদটা সে দিলে স্বামী বিবেকানন্দের অভি-ভাষণের ভঙ্গীতে চারিদিকে চেয়ে।

প্রগতি মরিয়া হয়েছিল। সে বল্‌লে—ইনি হামজুল্লি রাজার উপ-মন্ত্রী।

এবার আগন্তুক একটু কাবু হল। বাঙ্গালী জব্দ অচেনার কাছে।

সে বল্‌লে—হামিজুদ্দী রাজা আবার কোন্‌ শোষকের নাম? মন্ত্রী তো জানি। উপ-মন্ত্রী আবার কি?

—হামিজুদ্দী না। হামজুল্লি! সেরাজ্যে পাঁয়তাড়া হয়, ঝাঁপাই-ঝোড়া হয়।

স্ত্রীলোক নীরব হল। মোটা খাদির বস্ত্রাঞ্চলে তেজ-দীপ্ত মুখ মুছলে।

বল্‌লে—যাক। কাজের কথা কই।

কাজের কথা শোনবার জন্য প্রকৃত পক্ষে তাদের মন টগাবগ করছিল। হান্না ভাবছিল, মহিলাটি তার স্বামীকে কোনও দাতব্য চিকিৎসালয়ে অস্ত্রোপচারক হবার জন্য অনুরোধ করবে। সে ভরসা করে নিশ্চয় তার স্বামীকে সম্মতি দানে বিরত করবে। মহিলাটির উপর হান্নার শ্রদ্ধা বাড়ছিল কারণ দেশের কাজে এই স্বাধীন-চিত্ত দুবার কারাবরণ করেছে। তাহ'লেও স্বামীর পক্ষে অধিক পরিশ্রম অমঙ্গল। বিশেষ বিনা পারিশ্রমিকে।

ডাঃ কমলাপতি সিদ্ধান্ত করলে কোনো জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য মহিলা চাঁদা চাহিবে। পঞ্চাশ টাকার কম দিলে তেজস্বিনীর অবমাননা করা হবে। অথচ তার বেশীও দেওয়া যায়না।

প্রগতির মন বাঁকা। তার কল্পনা মৌলিক। তার মন বল্‌লে—ঝাঁঝালো মেয়েলোক একটা উৎকট প্রস্তাব করবে—যার ফলে সবাই হতভম্ব

হবে। পরিণামে ইনি নরম-গরম বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে উধাও হবেন।

সুতরাং কাজের কথা শুনতে তারা তিনজনেই ব্যস্ত হ'ল।

আগন্তুকের সঙ্গে একটু কথা না কহিলে জড়তা দূর হবেনা। তাই যথাসাধ্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাম্না বল্‌লে—আপনি বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ ?

তার সঙ্গে চোখোচোখি করতে অবশ্য তার সাহসে কুলালোনা। তার পটোল-চেরা চোখের জ্যোতি সূচি-শিল্পে নিবদ্ধ ছিল যখন সে অতিথিকে আপ্যায়ন কর্ল্লে।

প্রগতির দিকে চেয়ে বল্‌লে স্ত্রীলোক—ইনি কে ?

হাম্না ধীর স্বরে প্রগতির পরিচয় দিল।

—হুঁ প্রফেসার ! জেল গেছেন ইনি কখনও ?

প্রগতি হাতজোড় করে নিবেদন করলে যে সে সৌভাগ্য তার ঘটেনি। একবার ভুলে মিসেস সেনের একটা কব্জি ঘড়ি বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী তার পরদিন চৌদ্দ পয়সা রিক্সা ভাড়া করে এসে সেটা ফেরত দিয়ে গিয়েছিল। মনের সাধ মনে বিলীন হয়েছিল—কারাবরণ হয়নি।

আপন মনে মহিলা বল্‌লে—এরা সবাই বায়ুগ্রস্ত।

ওরা তিন জনে এককালে ঠিক্ ঐ কথাই ভাবলে স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে।

হাম্না একটু অতিরিক্ত ভাবলে—পণ্ডিত মশায়ের টিকি।

ডাক্তারও ভেবে নিলে—এরা এ-ভুল ধারণার করাল-কবলে নিজেদের তেজস্বী মনকে আবদ্ধ করেছে কেন ? জেলে না গেলে মানুষ স্বদেশ প্রেমিক হয়না—এ ভ্রান্ত ধারণা ভাঙ্গবার হতে পারে। কিন্তু গড়ার কাজ যে সমাজের কর্ত্তব্য পথ জুড়ে অপেক্ষা কর্চ্চে।

আগন্তুকের বাপ-মার দেওয়া নাম—নলিনী দেবী। প্রথমবার যখন

শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে আইন ভাঙ্গা আন্দোলনে পুলিস তাকে ধরে নিয়ে যায়, তাদের দলপতি বুঝিয়ে দিয়েছিল যে পুলিসের হুকুমে নিজের বা পিতৃ-পরিচয় দেওয়া হীন দাস-বৃত্তি। মিষ্টভাষী পুলিস ইনস্‌পেক্টর যখন তাকে বললে—দেখুন এটা আমাদের কর্ত্তব্য, দেশোদ্ধার যেমন আপনাদের—তখন সে বল্‌লে—লিখে নিন মহাত্মাজী আমার পিতা। ইনস্‌পেক্টরের রসবোধ ছিল। সে বল্‌লে—তা হলে শ্রদ্ধেয়া কস্তুরী বাই আপনার জননী।

শ্রীমতী নলিনী দেবী বল্‌লে—অবশ্য।

—তা হলে আপনি কস্তুরী-সুতা? সেই নামই লিখে নিলাম।

সেই অবধি দেশ-প্রাণ নবীন নর-নারী তাকে বলে—কস্তুরী-সুতা।

এবার কস্তুরী-সুতা কাজের কথা কহিল।

—আপনি কী অস্ত্র ব্যবহার করেন?

বার তিন পুনরাবৃত্তি করার পর ডাক্তারের মস্তিষ্ক তার প্রশ্নের তাৎপর্য্য গ্রহণ করলে।

—ওঃ! হ্যাঁ! ক্ষমা করবেন। প্রথমটা বুঝিনি। অস্ত্র—সার্জ্জারীর যন্ত্র—ল্যানসেট ফরসেপ্‌স্‌—

এবার শ্রীমতী বিরক্ত হ'ল। সে বল্‌লে—আপনাদের প্রত্যেকের মাথায় ছিট আছে দেখছি।

প্রগতি বল্‌লে—আপনার বক্তব্য ছিটেফোঁটা বাদ দিয়ে আমরা পুরাপুরি বুঝব—যদি তাকে সোজা ক'রে ভিড়িয়ে দেন।

পাছে ভুলে যায় তাই প্রগতি যথাসাধ্য ব্যবহার ক'রে ষষ্ঠীচরণের বাক-ধারায় অভ্যস্ত হ'চ্ছিল।

হান্না ভাবছিল—ফাঁস-বাঁধা টিকি। কিন্তু মনস্তত্ত্বের কোনো অজানা বিধির প্রক্রিয়ার ফলে, প্রকাশ্যে বলে ফেল্‌লে—টিকি।

এবার কস্তুরী-সুতার বিস্ময় চরম-সীমায় উন্নত হল। ভাবলে—এরা

সবাই পাগল। তার তীক্ষ্ণ রুক্ষ কটাক্ষের ভঙ্গী দেখে তার সম্বন্ধে বিলাস লালিতদেরও অনুরূপ ধারণা হ'ল। উভয় পক্ষের ভাব-ধারার স্রোত একেবারে বিপরীত মুখ।

হান্না অপ্রস্তুত হল। পরিতপ্ত হ'ল। আত্ম-গ্লানির কষাঘাত এড়াবার জন্য বল্‌লে—কিছু খাবেন ?

কস্তুরী-সুতা তীক্ষ্ণ রুক্ষ-স্বরে বল্‌লে—না। এখানে খেতে আসিনি।

ডাক্তার বিষম সন্তপ্ত হল। আগন্তুক মহিলা স্বদেশ সেবিকা ভদ্র-লোকের মেয়ে—তার অতিথি। তার নির্ভীক তেজস্বিতা কিন্তু আপন ভোলা। সে নিজে তাদের পরিচিত কোনো পথে চলতে একেবারে নারাজ। প্রগতিও বুঝলে ভিন্ন আদর্শে গঠিত উভয় পক্ষের মানুষ—এক জাতি এক ভাষা—কিন্তু বিচিত্র শিক্ষার দোষে এদের কোনো মিলনক্ষেত্র নাই। সে পরমহংস দেবের মানুষের বর্ণনা স্মরণ করলে। উভয় পক্ষের পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে নিশ্চয় একটা মানবতার শাশ্বত স্তর পাওয়া যাবে—যেখানে তারা পরস্পরকে চিনবে।

কমলাপতি অতি সাদরে বল্‌লে—আপনার আসার উদ্দেশ্য তো বল্‌লেন না।

তখন নলিনী ভাবছিল—বিলাসিতা লালিত শিক্ষা গৌরব ভ্রান্ত ধনীগুলা অপোগণ্ড। এরা মানুষ হলে দেশের উপকার হ'ত।

সে বল্‌লে—হ্যাঁ সেই কথাই বলি। আমি অস্ত্রায়ুধ লিমিটেডের ক্যানভাসার। তারা দা, বঁটি, কাস্তে, কুড়ুল থেকে আরম্ভ ক'রে ডাক্তারী অস্ত্র অবধি নির্ম্মাণ করে।

হান্না মুগ্ধ হ'ল। স্ত্রীলোক পরোপেক্ষিণী না হয়ে, স্বাধীন ব্যবসা করছে এর উপকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সে বল্‌লে—আমাকে দু'খানা খুব ধারালো ডাবকাটা দা দেবেন তো। একখানা নিজে রাখব, একখানা মুকুলমণিকে দেব।

শ্রীমতী নলিনী দেবী এবার শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত উপর নীচে মাথা নেড়ে বল্‌লে—বঁটী কাটারী বেচবার জন্য কস্তুরী-সুতা কারও দ্বারস্থ হয়না।

তারা তিনজনে বিস্মিত হ'য়ে সমস্বরে বল্‌লে—কে ?

—কস্তুরী-সুতা।—ব'লে সে তার নিজের স্ফীত পুষ্ট বক্ষের উপর বুড়া আঙ্গুলের গোঁজা মারলে।

হঠাৎ মাঝ রাতে শয়ন-কক্ষে ঝলমলে পোষাকপরা কাবুলী মহাজন সিমেণ্টের মেঝেতে লাঠি ঠুকে—রূপ্পী লাও—বল্‌লে, মানুষ এত হতভম্ভ হয় না। কস্তুরী-সুতা!

প্রগতির ভাষা-তত্ব-পুষ্ট মন—কস্তুরী-সুতা শব্দকে অবিলম্বে বিশ্লেষণ করলে। কস্তুরী—পূজ্যা কস্তুরী বাই—যেহেতু মহিলা দেশ-ভক্ত। সুতা—নিশ্চয় খদ্দরের হাতে-কাটা চরকার সুতা। মহাত্মাজীর এবং চরকা উভয়ের আনুগত্যের সূচনা।

তাদের ভাব-ভঙ্গী কস্তুরী-সুতার মনে ভীষণ বিরক্তি সঞ্চার করলে। সে ভাবলে—এই নির্ব্বোধগুলা না জানে নিজের সনাতন সমাজের আদব-কায়দা, না বোঝে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। তাদের সৌজন্যের মুখোস-পরা দম্ভ নলিনীর অসহিষ্ণুতা বাড়াচ্ছিল। হঠাৎ চলে গেলেও হীন-দাস-বৃত্তির পরিচয় দেওয়া হবে।

ডাক্তার সেন তার মুখে বিরক্তির লক্ষণ দেখলে।

সে বল্‌লে—আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পার্চ্ছি না। আপনার উদ্দেশ্য একটু স্পষ্ট করে বলুন।

স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। মনে মনে অবশ্য ঠিক ঐ কথাগুলা বল্‌লে না মহিলা তবে ঐ রকম ভাব তার মনে হ'ল।

সে বল্‌লে—আমি চাই ডাক্তারী অস্ত্র বেচতে। স্বদেশী অস্ত্র—

—ওঃ! বাবা!—বলে ফেললে ভিষক, যখন ক্ষিপ্র কল্পনা তাকে দেশী লানসেটের গায়ে কোটী কোটী জীবাণু ও বীজাণুর জীবন-লীলা দেখালে।

একটু উত্তেজনার সঙ্গে কস্তুরী-সুতা বল্‌লে—ওঃ! বাবাঃ! কেন? লজ্জা করেনা দেশের লোকের গায়ে বিলাতী অস্ত্র চালাতে। স্বরাজ চান না?

ডাক্তার অন্যমনস্ক ভাবে বল্‌লে—যদি বঁটি দিয়ে কারবাঙ্কাল কাটতে হয় মোটেই নয়।

—মোটেই না। ছিঃ!—বল্‌লে নলিনী। তার দুটি চক্ষু হতে আগুনের স্রোত বাহির হচ্ছিল।

প্রগতি সামলাবার জন্য বল্‌লে—উনি সে ভাবে কথাটা বলেননি। অস্ত্র-শস্ত্র প্রায় বিলাত থেকেই আসে। দেশী অস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—দম্ দম্ বুলেট, যা জেনিভা—

শ্রীমতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আপনি নয় পাগল—না হয় গোপাল ভাঁড়। বলুন তো, ইংরাজের ফোড়া হলে তারা কি—

—দেশী কুড়নী বঁটি দিয়ে কাটে?

কস্তুরী-সুতা বল্‌লে—আমি তো আপনার সঙ্গে কথা বলছি না। আপনার ব্যবস্থা কর্ত্তে হয় কথায় না—

এবার হান্না বুঝলে শ্রদ্ধেয় ভাষা-তত্ত্ববিদ্ বিপদগ্রস্ত। প্রলয়ের ঝড় থামাতে প্রলয়ঙ্করী স্ত্রী-বুদ্ধি চাই। বিষস্য বিষমৌষধম।

সে বল্‌লে—কি জানেন জীবন-মরণের কথা। ওঁদের শাস্ত্রে অনেক খুঁটি-নাটি আছে। দেশী অস্ত্র তো সুখের কথা। তবে বিষয়টা ভাববার, পরামর্শ করবার।

—খদ্দরের ব্যাণ্ডেজ? সেও কি ভাববার কথা?

প্রগতি রসিকতা করতে আর ভরসা পেলে না। কমলাপতি হান্নার ডিপ্লোমেসির সঙ্কেত বুঝে বল্‌লে—আমাদের সমিতির মত নিতে হবে। আপনি ঠিকানা রেখে যান পরে আপনাকে জানাবো।

নিঃশব্দে যুবতী বাহিরে গেল। উভয় পক্ষ একই কথা ভাবলে—পাগল।

চার

নীচের কোঠায় ষষ্ঠীচরণ তাকে ধরলে।

সে বল্লে—আমি কীর্ত্তনের ধারে ধারে টহল মারছিলাম।

—চোপ্‌।—বলে শ্রীমতী নলিনী দেবী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে। উপর কোঠার উপর তার প্রগাঢ় বীত-শ্রদ্ধা প্রকাশিত হ'ল একটি কথায় —চোপ্‌।

পাঁয়তাড়া কষা ষষ্ঠীচরণ চোপের প্রকোপে প্রথমটা ভয় পেয়েছিল। কি এক অজানা চুম্বক শক্তি তার লৌহ প্রাণকে তেজস্বিনীর প্রতি আকৃষ্ট করছিল। এমন টান সন্ন্যাসী ষষ্ঠীচরণকে কখনও টানেনি।

সে সামলে নিয়ে বল্লে—খুব ঝাঁঝ আছে আপনার। প্রায় ধোবী পাট ঝেড়েছিলেন। হতভম্ব হয়ে গেছি।

উপর তলার স্বচ্ছন্দ বিলাসিতা, ওদের আপন-ঘেরা গুরুত্ব, প্রগতির শ্লেষ-জড়ানো রসিকতা, কস্তুরী সুতার মনে চরম ধারণা উৎপন্ন করেছিল সে যে পরাজিতা। সে যে ব্রহ্মাণ্ডে অপরাজিতা হবার সাধনায় বিচরণ করে, সে পৃথিবী ভিন্ন। সেথায় মানুষে মানুষে, মতে মতে মিল নাই।

কিন্তু সেথায় অনুভূতি আছে, নরের প্রতি দেবত্ব বোধ আছে, বিশেষ নির্ধন নরের প্রতি দরদ আছে। কমলাপতির দল আপনাপন মহিমার বজ্র বাঁধনে নিজেরা আবদ্ধ।

কস্তুরী-সুতা বলিষ্ঠ ষষ্ঠীচরণকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করলে। এই পুষ্ট-দেহ শিশু-চিত্ত লোকটার প্রলাপ বচন দুর্ব্বোধ হ'লেও তার চক্ষে ও হাব্ ভাবে শ্রদ্ধা আছে। এর কাছে অন্ততঃ মানবতার মূল্য আছে।

কস্তুরী-সুতা বল্‌লে—আপনার ভাষা আমি বুঝি না। বাঙ্গালা বলুন।

ষষ্ঠীচরণ সখ্যের সন্ধান পেলে তার কথায়। ঘরের শ্রেষ্ঠ কেদারাখানা টেনে এনে সে তাকে বস্‌তে অনুরোধ করলে। গুমোট গরমের পর নলিনীর হৃদয়—মলয় বাতাসের তরল সঞ্চালন অনুভব করলে! ষষ্ঠী কোঁচার খুঁটে আসন মুছে বল্‌লে—দয়া করে দম্ নিন।

এর পর হাসি চাপা অবৈধ। নলিনী ঈষৎ হাসলে।

কৃতজ্ঞ ষষ্ঠীচরণের কণ্ঠস্বর আরও মোলায়েম হ'ল। সে বল্‌লে—আপনি যখন কথা বলছিলেন আমি আনাচে কানাচে ঘাই মারছিলাম। আপনার অন্তর আমি বেচে দেব। এড়ো ঘা লাগবে না—বেনেটির পাক—

অসম্ভব! নলিনী তার জীবন কাটিয়েছে দুজায়গায়—জেলে আর তার বাহিরে। কিন্তু এমন ভাষা কোথাও শোনেনি। তার সঙ্গে আর ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা না ক'রে কস্তুরী-সুতা বল্‌লে—না অস্ত্র বেচা না বেচার কথা নয়। মানুষ চেনা। এ শ্রেণীর মানুষ আমি বেশি দেখিনি। ভীষণ দম্ভ—

ষষ্ঠী বল্‌লে—ও কথা জজে শোনে না। একেবারে ভুল। এরা মানুষ সিধে—নারকলগাছের মত। তবে মাথায় ফড় ফড়। কালপানির ফেরতা লোক একটু হামজুল্লি করে!

নলিনীর ভাল লাগছিল এই নির্ব্বোধ বলিষ্ঠকে। বিশেষ তার মানসিক উত্তেজনার পর। তার অভিমান-ভরা মন, বিয়োগান্ত নাটকের পর প্রহসনের রস আস্বাদন করছিল। কি দম্ভ! আরও অসহ্য সেই ননীর পুতুল স্ত্রীলোকটার সস্তা সৌজন্য। কিছু খাবেন!

বলিষ্ঠ পুরুষ মুগ্ধ নেত্রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—মাটির দিকে অবনত-দৃষ্টি নলিনী তা' বুঝেছিল। তার সরল মনের নির্ব্বাক প্রশংসার মদিরা তৃপ্তি দান করছিল যুবতীকে। মনকে আবার সরল পথে আনতে গেলে, এর সঙ্গে বার্ত্তালাপ প্রয়োজন।

সে বল্‌লে—আপনাদের দেশ কোথা?

—ভাজন ঘাট। আমরা গোঁসাই বংশ। ডাক্তার আমার ঝাড়ের—জ্ঞাতি—ভাই-পো।

—আপনি এখানে কি করেন?

—আমি হাথিয়ার সানাই। কলকাটি আমার হাতে। শর্ম্মা কোম্পানী যন্ত্র ফোটায়—টগ্‌বগ্ ছ্যাঁক।

এবার নলিনী হাসলে। তেজে-ভরা মুখ, ধব্‌ধবে দাঁত।

নলিনী বল্‌লে—ডাক্তারের সঙ্গই যদি আপনার প্রিয় তো রাঁচি না গিয়ে আপনি এখানে কেন?

সে বল্‌লে—সেয়ান পাগল, বুঁচকী আগোল। রোজ সকালে আমি ডাক্তারের অস্তর সেদ্ধ করি টগবগে গরম জলে। আমায় দেবেন দেশী-অস্ত্র। আমি বদ্‌লে দেব।

সর্ব্বনাশ! পাগল বলে কী? আর এমন কথা বলেই বা কেন? একবার তার চোখের দিকে নলিনী তাকালে, সরল আঁখি। তার মধ্যে অবমানের সঙ্কেত নাই—রসিকতার আমেজ নাই। কথার মূলে ছিল সরলতা, ব্যঙ্গ নয়।

জবরদস্ত কস্তুরী-সুতা। সে একবার ইংরাজ সার্জ্জেণ্টকে ধাক্কা মেরেছিল। কিন্তু সে প্রতারণার পাঠ পড়েনি। হাম্নার শান্ত কথা-গুলা সে স্মরণ করলে।

বল্‌লে—ছিঃ! জীবন-মরণের ব্যাপার। ওসব কর্ব্বার প্রয়োজন নাই। যদি উনি স্বেচ্ছায় নিজের দেশের শ্রম-শিল্পকে সম্ভ্রম না দেন—ক্ষতি ওঁর। দেশী জিনিস মিথ্যা-পরিচয় দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় না।

নীতি-কথা কহিত নলিনী শ্রীমতী নাইডুর ভঙ্গীতে। শেষ কথাগুলা বলবার সময় তার মুখ উদ্ভাসিত হল অপূর্ব্ব জ্যোতিতে।

প্রগতি থাক্‌লে জ্যোতি দেখ্‌ত না—কথার পীঠে কথা কহে বল্‌ত—তাই দেশী জিনিসে পালিস থাকে না।

ষষ্ঠীচরণ কিন্তু তার বাক্‌-ভঙ্গিতে অভিভূত হল।

সে হাত-জোড় করে বল্‌লে—হক্‌ কথা। মাপ্‌ করবেন।

যুবতী মুখে বল্‌লে—ছিঃ! মনে মনে বল্‌লে—এমন সরল বিনয়ী ভেড়া নেকড়ের ঝাঁকে কেন?

ষষ্ঠী বল্‌লে—আপনার ডেরা—ডাণ্ডা কোথায়? আপনি বেশ। আমি যাব আপনার ডেরায় হিত-বুলি শুন্‌তে।

নলিনী খুব হাসলে। বল্‌লে—আসবেন আমার ডেরায় বাবাকে দেখবেন। দেবতা। আমি বৈদ্যের মেয়ে। আপনি গোস্বামী। বাবা বৈষ্ণব।

ষষ্ঠী বল্‌লে—গোস্বামী আমরা বৈদ্য-গোঁসাই। বাঃ আপনিও বৈদ্য।

ষষ্ঠী যেন এ ক্ষেত্রে নিয়তির খেলা দেখছিল।

নলিনীরও অজানা জড়তা আসছিল মনে। সে বল্‌লে—আচ্ছা আসি।

ষষ্ঠী বল্‌লে—ফর্‌ রাঙ্‌।

ফর্‌-রাঙ্‌। সে আবার কি? নলিনী ভাবলে—বাড়ি গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করব ভাজন-ঘাটা সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার কোন প্রান্তে—সেখানকার ভাষা কি—আর সে দেশের বৈষ্ণই বা গোস্বামী কেন?

ষষ্ঠী নীরবে ভাবলে। এ কার্য্য বোধহয় জীবনে সে এই প্রথম কর্‌লে। তার চিন্তার বিষয়,তাকে লজ্জিত করলে। ছিঃ! আজ ত্রিশ বৎসর সে নির্দ্দোষ কুমার। বিবাহকে ভেবেছে দুর্ব্বলতা। স্ত্রীলোককে ভেবেছে—যা ভাববার ভেবেছে। কিন্তু সহ-ধর্ম্মিণীরূপে কখনো ভাবেনি।

আজ সে নিজেকে দুর্ব্বল ভাবলে। একবার মাংসপেশী গুলার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করলে। উঁহু। ঠিক আছে। উপরের শান্ত সংসারের কথা ভাবলে। সত্যিই কি সেটা খেলা ঘর? উঁহু! বৌমা ডাক্তারকে অনেক যত্ন করে। ফিরতে দেরি হলে বিরক্ত হয়।

আবার ষষ্ঠী নলিনীর ঝাঁঝের কথা ভাবলে। মনে মনে বল্‌লে—কী হামজুল্লি! ষষ্ঠী-খুড়ো মুখ্যু মানুষ, তাকে বিবাহ করবে? ঐ ঝাঁঝাঁলো মেয়েকে? হ্যাঁ। ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে পরিবারের চেয়ে ঐ রকম জবরদস্ত স্ত্রী ভালো। ও যাকে ইচ্ছে বিবাহ করুক না। আমি কেন পরের কথা ভাবছি।

ষষ্ঠীর আত্ম-প্রবঞ্চনা পূর্ণ হল সে যখন আপনাকে ধিক্কার দিল। ছিঃ।

—ছিঃ! ষষ্ঠীচরণ! তুমি! আজ তুমি মেয়েছেলের কথা ভাবছ! পরের বিধবা স্ত্রীর কথা! ধিক্‌।

পাঁচ

নলিনী ঘরে ফিরে পিতাকে দেখ্‌তে পেলে না। সে নিজের চাবি দিয়ে ঘর খুল্‌লে। পিতার ঘর পরিষ্কারই ছিল। তবু একবার তার বিছানাটা ঝেড়ে দিলে—ঘরের দরজার পাশে তার খড়ম জোড়া সাজিয়ে রাখলে।

নিজের ঘর ভিতর দিকে। সেখানে এক গাঁট খদ্দরের কাপড় ছিল। খদ্দরের কাপড় বেচে আর একটি ছেলে পড়িয়ে পিতা নিজেকে এবং বিধবা কন্যাকে প্রতিপালন কর্ত্ত।

মুখে হাতে জল দিয়ে নলিনী রান্না-ঘরে গেল। সকালের রাঁধা ডাল ও ব্যঞ্জন ছিল। সে তাড়াতাড়ি রুটি সেঁকতে বসলো। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পিতা মধ্যাহ্নে একমুঠা ভাত খায়। রাত্রে শীঘ্র না খাওয়ালে পিতাকে সুস্থ রাখা অসম্ভব।

রন্ধন শেষ করে, স্নান করে, কাপড় ছেড়ে, নলিনী হাত-আরসীতে মুখ দেখলে। মুখ লাল হয়েছিল আগুনের তাতে। সে কেশ বিন্যাস করলে। আবার মুখ দেখলে।

মুকুরের নলিনী তার দিকে তাকিয়ে হাসলে। বেশ সরল অমায়িক হাসি। নলিনী আবার হাসলে—কই মুখে তো ঝাঁঝ নাই। হাম্ হাম্—সে সমস্ত কথাটা স্মরণ করতে পারলে না। টগাবগ, পাঁয়তাড়া মনে এলো। পাগলের ভাষা অর্থহীন বটে—কিন্তু কর্কশ তো হয় না। বেশ শ্রুতি-মধুর। লোকটা বোধহয় আসল পাগল না। সেয়ান পাগল—তার পরের কথা দুটা মনে পড়লো না।

—নলু—নলী—

—এই যে বাবা !

সে ছুটে গেল পিতার কক্ষে। জামা খুলে পিতা পৈতের ঘাম মুছছিল।

—জল রেখেছি বাবা। মুখ ধুয়ে নাও। খাবার তৈরী।

পিতা কন্যার দিকে তাকিয়ে হাসলে। বল্‌লে—এবার আর দেশের ডাকে কর্ত্তব্য পালন করতে পারব না।

———দেশের ডাক কি দেশের মাটির ডাক বাবা ? না তাল গাছ তেঁতুল গাছের ডাক্।

—পাগলামি করিস নি মা। দেশের ডাক্ মায়ের ডাক্। তোর ডাক্। তোর মত শত শত সহস্র সহস্র কাতর গলার ডাক্।

নিজেকে সংযত করে নিলে দীনেশ দাশ। হেসে বল্‌লে—আপাততঃ মায়ের ডাক্ কী চায়—ভোজন ?

—মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ভোজন। বাবা কাল থেকে আর বাহিরে যাব না। তোমার খাওয়া ভাল হচ্চে না।

এবার পিতা তার কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে—হ্যাঁ এই শিশুর খাবার তৈরি কর্ব্বার জন্যে ঘরে থাকতে হবে—নয় নলিনী ? বাহিরে যাবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘরে আগুনের তাতে বসে থাকার চেয়ে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের জনের অবস্থা দেখলে দেশের ডাক শুনবি ভাল।

তার মানসপটে ভেসে উঠ্‌লো—হাম্না, কমলাকান্ত, প্রগতি। বিলাসের বুকে বসে তারা ক্ষণিক স্বর্গ-সুখ ভোগ করছে—আর তার দেবতা-পিতা দেশের ডাক্ শুনে দরদে কাঁদছে আর তাদের স্বার্থের বেদীতে নিজেকে বলি দিচ্চে। কেন ?

সে এ সব কটু কথা মুখ ফুটে তখন বল্‌লে না। যত্ন করে পিতাকে

খাওয়ালে। পিতার প্রসাদ খেলে। গৃহ পরিষ্কার করলে। নিমুর মা সকালে একবার বাসন মেজে দিয়ে যেত। বাসনগুলা নিমুর মার জন্য পাক গৃহে এক কোণে জড় করে রেখে দিলে।

দীনেশ কৃতবিদ্য। হেড্ মাষ্টারী ছেড়ে দীনেশ অসহযোগিতার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। সে ত্যাগী, কষ্ট-সহিষ্ণু, বিপত্নীক। মাতৃ-হারা কন্যাকে যথা-সাধ্য লেখাপড়া শিখিয়ে সংসারের বাঁধন কাটবার উচ্চাশায় এক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে দ্বাদশী নলিনীর বিবাহ দিয়েছিল। কিন্তু বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে নলিনী হল স্বামী-হারা।

বৈধব্য নলিনীকে উৎপীড়ন কর্ল্লে না। কিন্তু তার বিপক্ষে, তার পিতার প্রতিকুলে সারা বিশ্বের একটা হীন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেলে নলিনী। বাল-বিধবা তার পিতার নির্ম্মল চরিত্র, অকপট অমল স্নেহ, তার ঐকান্তিক দেশ-প্রাণতার প্রতিচ্ছবি অন্যত্র দেখতে পেলে না।

কংগ্রেসের যবে যেমন আদেশ হয় দীনেশ মানে। নেতাদের নির্দ্দেশ মত জেলে যায়। ফিরে এসে খদ্দর বেচে জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। প্রথম প্রথম কন্যাকে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে, দেশ-ভক্ত কারা তীর্থে যাত্রা কর্ত্ত। ১৯৩১ সালে নলিনীর বয়স কুড়ি বৎসর। সংসারের উৎপীড়নের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ ক'রে তার চিত্তে ভীষণ আত্মাভিমান গজিয়ে উঠেছিল।

১৯৩১ সালে নলিনী স্বয়ং কারাবরণ করলে। জেল থেকে ফিরে এসে নলিনী পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, তুমি যাদের আনুগত্য কর, যারা নেতা, তারা তো বেশ মোটর চড়ে, কৌন্সীলে বক্তৃতা দেয়, বাহবা না পেলে তাদের মেজাজ গরম হয়। তুমি কেন এ দীনতা বরণ করছ বাবা?

অবসর-প্রাপ্ত হেড মাষ্টার হেসে বলে—পাগলি গুরু মেলে লাখে লাখ, চেলা নাহি মেলে এক।

কন্যা হেঁয়ালী বোঝে না। ভাবে গুরুদের এ অধিকার না দেওয়াই

ভাল। নলিনী আদরের মেয়ে—দেশসেবার আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে। বাপের বন্ধু-বান্ধবের আদর পায়, তাদের কথাবার্ত্তা শোনে। আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা, রাজকর্ম্মচারীদের হটকারিতা, ধনীর বিলাস, শ্রমিকের নিগ্রহ—এই সব তাদের প্রসঙ্গ। তার পিতার মত কিন্তু কারও মন শুদ্ধ নয়।

অন্তরালে সে দীনেশকে জিজ্ঞাসা করে—বাবা রাজপুরুষ যদি দাম্ভিক হয়, সরল প্রকৃতির লোক রাজকার্য্য নেয় না কেন?

—মহাত্মার ইচ্ছা অসহযোগ।

ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার মত বিদ্যা বা দূরদর্শিতা তার ছিল না। একে পিতা তার উপর মহাত্মা—অসহযোগ নিশ্চয়ই অমোঘ।

সে আবার বলে—বেশ তো বাবা ধনী উপার্জ্জনের জন্য প্রতিষ্ঠান গড়ে। কলকব্জা খাটিয়ে, দালাল রেখে মাল বেচে। নিজের লাভের জন্য, শ্রমিককে অল্প পারিশ্রমিক দেয়, তার দেহ মন নিঙড়ে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধি করে। আমাদের লোকেরা কেবল পথে পথে শোভাযাত্রা ক'রে কি কিছু করতে পারবে? অনেক অর্থের অপচয় হয় কংগ্রেস করতে। সেই টাকায় কেন কারখানা খুলে আমরা কিছু তৈরি করিনা? লাভের অংশ শ্রমিককে দিয়ে তার অভাব মোচন করিনা?

পিতা হাসে। বাল-বিধবার তর্কের গোড়া শিথিল হয়। অন্যের সঙ্গে তর্ক করবার সময় সে চোখ রাঙিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞাগুলাকে প্রতিপন্ন করতে পারে। কিন্তু পিতার হাসি দেখলে সে বোঝে গভীর জলে গিয়ে পৌছেচে। সে কচ্ছপের মত গুটিয়ে যায়।

নেতাদের ঔদ্ধত্য ও বিলাসিতা তাকে বিরক্ত করে। তাদের স্বার্থ-ত্যাগ তাকে মুগ্ধ করে। পরার্থপরতা মহত্ত্ব। তাই তার পিতার দারিদ্রকে সে হীন ভাবে না। কিন্তু স্বদেশ-সেবী কেন ভোগী হয়—

তুচ্ছ মান-সম্ভ্রমের জন্য লালায়িত হয়—এ সমস্যার সে কোনো সুষ্ঠু উত্তর পায় না।

এই সব প্রহেলিকা তার স্বভাবকে রুক্ষ কর্ত্ত। সকল প্রকারের ঔদ্ধত্য তাকে অপ্রসন্ন করত। নেতৃত্বের দম্ভ, ধনীর দম্ভের মত তাকে উৎপীড়ন করত।

দীনেশ হেসে বল্‌ত—নেতৃত্ব কঠিন কাজ। প্রাণ দিতে পারে লক্ষ সেনা—নেপোলিয়ন কজন হ'তে পারে?

সে মনে মনে নেপোলিয়নত্বের মুণ্ড পাত কর্ত্ত।

আইন-ভাঙ্গা আন্দোলনে সে যখন প্রথম জেলে গেল—কারা-জীবনের সেই দিক্‌টা সে দেখলে যে দিক্‌টা আবিল। যারা এক প্রকাণ্ড আদর্শের পোষকতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে কারারুদ্ধ করেছে—ডালে নুন কম হ'লে তারা কেন রক্ষকের সাথে হুজ্জত করে—সে রহস্যের সে মীমাংসা খুঁজে পেতো না। সে দেখ্‌তো অনেকেই সাধারণ গৃহীর মত যশ, মান, নামের কাঙাল। সংবাদ পত্রে যে সব বন্দীর নাম প্রকাশিত হ'ত না, তাদের মধ্যে অনেকে কারাগারে সংবাদ পত্র অগ্নি স্বাহা কর্ত্ত। আত্মদানের আসল দিকটা নলিনীর কাছে আত্ম-প্রকাশ কর্ল্লে না। সে সবার সঙ্গে তর্ক করত, সকলকে নিজের আদর্শে নিয়োজিত কর্ব্বার জন্য, শাসন কর্ত্ত। ফলে সে মোটে জনপ্রিয় ছিল না। সমবয়স্ক তরুণ-তরুণী সম্মুখ-সমরে পরাস্ত হ'য়ে, অন্তরালে তার নিন্দা কর্ত্ত।

জেল থেকে ফিরে এসে সে পিতাকে বল্‌লে—বাবা জেলে গেলেই মানুষ শুদ্ধ হয়না।

—প্রেম নিয়ে গেলে হয়। পরের জন্য, দেশ-মাতৃকার পূজার জন্য, নিজেকে উৎসর্গ করেছি ভাবলে চিত্ত আপনা হ'তে শুদ্ধ হয়।

———তবে কেন দেখলাম এত বে-আদবী, এত উচ্ছৃঙ্খলতা।

অনেককে দেখলাম আন্দোলনে যোগ দিয়েছে—দেশকে ভালবেসে নয়, রাজপুরুষ বা ধনী লোকের উপর বিদ্বেষ ক'রে। কেহ জেলে গেছে, আর কোনো যাবার জায়গা নাই ব'লে।

তার পিতা বোঝালে সেটা দেশ-ভক্তির কারণ হ'তে পারেনা। তার বিপরীত দিকে আছে—দরিদ্র নারায়ণের প্রতি নিবিড় ভালবাসা, নিরীহের প্রতি দরদ। বিদ্বেষের দিকটা হিংসার দিক। ভাল না। বিদ্বেষ ক'রে মানুষ অপরের বিদ্বেষের হলাহল নিজের চিত্তে টেনে আনে।

নলিনী বুঝলে না। তার লোককে যাচাই করবার মাত্র একটি মান ছিল—তার পিতার স্বেচ্ছায় বরণ করা দারিদ্র, তার নিবিড় সাত্বিক প্রকৃতি।

হুজুকে পড়ে নলিনী দ্বিতীয় বার জেলে গেল। এবার তার স্বেচ্ছাচারিতা বাড়লো। জীবনের মাঝে সৌন্দর্য্যের অনুভূতি খুঁজে পেলেনা। প্রাণ হ'ল লক্ষ্যহারা।

নলিনীর আদর্শ-বাদী পিতা তাকে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো শিক্ষা দেয় নাই। শ্রদ্ধেয় পিতার সঙ্গে যৌন-মিলন আলোচনা করা অবিধেয়। কাজেই এ সম্বন্ধে অনেক সমস্যা নলিনীর চিত্তের অন্তস্থলে গুমরে থাকত। দু একজন সমবয়স্কের সঙ্গে এ কথার আলোচনা ক'রে সে নিরাশ হয়েছিল।

অসহযোগের আন্দোলনে বহু তরুণী যোগ দিয়েছিল। তাদের মধ্যে জনকয়েক কিশোরী কিশোরদের সঙ্গে অবাধে রঙ্গরসে ব্যাপৃত থাকত। একদিন বিরাট সভার শেষে সে এক উদ্যানের নিভৃত স্থলে এক প্রেমের চিত্র দেখলে। প্রেমিক যুগল খদ্দর পরিহিত, স্বেচ্ছাসেবক।

নলিনী তরুণীকে বল্‌লে—তুমি নারীত্বের অবমাননা করেছ।

যুবতী বল্‌লে—নারীত্বের মানাপমান সম্বন্ধে তুমি কি বোঝ ?

সে বল্‌লে—এই শুদ্ধ বেশে তোমরা এমন কুৎসিত আচরণ করছ—লজ্জার কথা।

যুবক বল্‌লে—পরচর্চ্চা ততোধিক লজ্জার কথা। মানুষের সহজ অধিকারে যে বাধা দেয়, সে দেশের শত্রু, মানব-জাতির শত্রু।

নলিনী তাদের ধিক্কার দিলে, অনেক শক্ত কথা বল্‌লে। তারা উত্তর দিলে। অবশেষে তাকে ব্যঙ্গ কর্ব্বার জন্য তরুণ, কিশোরীকে বাহু-পাশে আবদ্ধ ক'রে, তার মুখ-চুম্বন করলে।

ক্ষোভে নলিনী কাঁপছিল। তার পর সেই প্রেমিকা তাকে অপমান কর্ব্বার জন্য বাহু-পাশের ভিতর থেকে বল্‌লে—নলিনীদিদি হিংসা করছ কেন ? তোমার যোগ্য ভলন্টিয়ারও আছে—তবে রমেশের মত এমনটি পাবে কিনা সে তোমার অদৃষ্ট। রমু ভী-ষণ মিষ্টি।

এ রকম কাণ্ড আরও ঘট্‌লো তার চোখের সামনে। এমন অনেক কথা তার কানে এলো।

একদিন সে দু'জন মহিলা সেবিকার সঙ্গে এ বিষয় আলোচনা কর্ল্লে।

মাধুরী দেবী বল্‌লে—যা প্রকৃতিগত—মহতের উদ্দেশে তাকে প্রতিরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু না পারলে অপর বিফলতার মত—এও একটা নিস্ফল সাধনা।

—কিন্তু কুকুর শেয়ালের প্রকৃতি নিয়ে পূজার বেদীতে আসা কি মহাপাপ নয় মাধুরীদিদি ?

অনুপমা বল্‌লে—নিশ্চয় পাপ। যারা এই আন্দোলনের কর্ত্তা তাদের শাসন আবশ্যক। এই শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষকে শাস্তি দিয়ে সঙ্ঘের বার করে দেওয়া উচিত।

অনুপমা কুরূপা। তার চক্ষের দৃষ্টি বাঁকা—দাঁতগুলাও এলোমেলো।

কাজেই যখন সে বল্‌লে—আপনার চাল-চলনের উপর নির্ভর করে। কই কেহ তো আমাকে প্রেমের কথা বলবার সাহস করেনা—মাধুরী মুখে কিছু বল্‌লে না। তার মনে হল—বাপ-মার আয়োজনে এই জন্যই এ দেশে বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। স্বাধীন প্রেমের উপর বিবাহ নির্ভর করলে এই চেহারার আইবুড়া স্ত্রী-পুরুষে দেশ ছেয়ে যেত।

মাধুরী বল্‌লে—হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক দেখেছ নলিনী। এর মধ্যে একজন দুজন যদি মনু-সংহিতা না মেনে প্রকৃতির নিয়ম মানে, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

কিন্তু আদর্শ-বাদী নলিনীর এ কথা ভাল লাগে না। সে যৌন-মিলনের কথা না ব'লে পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা কল্লে—বাবা ত্যাগের সময় এখন আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে কোনো রকম ভোগ কি ভাল?

দীনেশ বল্‌লে—মা ভোগের বাসনা যে আমাদের অস্থি মজ্জায়। ত্যাগ সাধনা সাপেক্ষ। ভোগের নিবৃত্তি হয় ত্যাগে। কিন্তু ত্যাগ আন্তরিক না হ'লে বাসনা-অসুর মরেনা।

কমলা-পতির কথা হ'ল রাত্রে পিতার সঙ্গে।

নলিনী বল্‌লে—বাবা দেশী অস্ত্র নিতে চায় না ডাক্তার। তার জর্জ্জেট-পরা স্ত্রী বল্‌লে—জীবন মরণের সমস্যা।

দীনেশ বল্‌লে—বিজ্ঞান বড়। কিন্তু বিজ্ঞানে মজলে মানুষের কল্পনা ভীষণ বেড়ে যায়।

সে তখন জীবাণু-ভীতি বোঝালে কন্যাকে।

এবার কন্যা তার অন্তরের কথা বোঝালে। যাদের জন্য মহা-প্রাণ দেশ-ভক্ত স্বার্থ ত্যাগ করে—গৃহী ক্ষণিক সমৃদ্ধির কোলে বসে—ত্যাগীকে ব্যঙ্গ করে।

এ সমাচার দীনেশের কাছে নূতন ছিলনা। সে অমায়িক ভাবে হেসে বল্‌লে—অনেকবার তো তোমায় বলেছি নলু যে ভারতের প্রেরণার মূল—কর্ত্তব্য সাধন, অধিকারের দাবী নয়। দেশের চাঁদ-ছেলেরা যখন ফাটা মাথা নিয়ে, অপমানের মালা গলায় দিয়ে, লাঠি-চার্জ্জে-বিচ্ছিন্ন সরকারের নিষিদ্ধ সভা থেকে আসে, কত শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। তখন যদি কংগ্রেস-স্বেচ্ছাসেবক বলে—দূর্ ছাই এই স্বার্থান্ধ অপোগণ্ডর দাসত্বর শিকল ভাঙ্গবার জন্য ভগবান গড়া নিজের মাথা ভেঙ্গে লাভ কি—তা হ'লে কি দেশের শেকল কাট্‌বে মা ?

হাস্নার শান্ত জীবনের স্মৃতিতে যে অনুভূতি ছিল—পিতার কথায় তার রূপ-পরিবর্ত্তন হলনা।

রাতে নলিনী এলো-মেলো স্বপ্ন দেখলে—ত্যাগী-ভোগী নিরপেক্ষ নিরীহ নেতা, নেতৃত্বের দাম্ভিকতা। বিপরীত ভাবের তর্ক শুনে স্বপ্নের ষষ্ঠীচরণ বল্‌লে—এসব ভাবের পাঁয়তাড়া। কী হামজুল্লি!

ঘুম ভাঙ্গবার পর স্বপ্নের স্মৃতিতে নলিনী হাসলে। তাড়াতাড়ি দেখ্‌তে গেল পিতার গাড়ুতে হাত মুখ ধোবার পরিষ্কার জল আছে কিনা।

ছয়

প্রগতি সে দিন বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রাত্রে তাদের গৃহে ভোজন করলে। মাঝে একবার নলিনীর কথা হ'ল কিন্তু সে প্রসঙ্গে আন্তরিকতা ছিল না। আন্তরিকতা ছিল তাদের সিনেমার গল্পে। কমলাপতি চিত্র-শিল্পের অনুরাগী। সিনেমায় ছবি দেখবার তার অবসর হয়না। হাস্না আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে সবাক-চিত্র দেখে তার বর্ণনায় অবাক করে স্বামীকে।

এদের ভূরি-ভোজনের পর দুই বন্ধু সাজানো ঘরে গেল। হাস্না গেল সংসার কার্য্যের খুঁটিনাটি শেষ করতে।

ষষ্ঠীচরণ আগন্তুকের সামনে ডাক্তারের সঙ্গে সসম্ভ্রমে বার্ত্তালাপ কর্ত্ত। বার্ত্তালাপের প্রসঙ্গ চিকিৎসা-সম্বন্ধে অনুজ্ঞা ও রোগী-সম্বন্ধে সমাচার দানে নিবদ্ধ থাক্‌তো। অন্তরালে ডাক্তার ষষ্ঠীচরণকে বাল্য-বন্ধু ভেবে ষষ্ঠী-খুড়ো বলে সম্বোধন কর্ত্ত। তার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ডাঃ প্রগতি মিত্র ষষ্ঠী-খুড়োকে বন্ধু বিবেচনা কর্ত্ত কারণ—। কারণ স্পষ্ট। ষষ্ঠী-খুড়ো বিদ্যালয়ে-পড়া এই জ্ঞান-পিপাসুর পক্ষে অভিনব ভাব ও ভাষা শিক্ষার অমূল্য গ্রন্থ ছিল।

কে জানে ঝাঁঝালো নলিনী সন্দর্শন কেন ষষ্ঠীকে অমন আনমন করেছিল। তাকে মনের ভিতর হ'তে ঠেলে বার ক'রে দেবার জন্য, ষষ্ঠী তার ব্যক্তিত্ব এবং রূপের মন্দ দিকটা দেখলে। মেয়েছেলে হটর হটর ক'রে গাছ-কোমর বেঁধে ঘোরে, অমনোমত কথা শুনলে থপ্‌ করে জ্বলে ওঠে, এসব কি ভাল কথা। কিন্তু—

আবার তার দেহের কথা ভাবলে বলিষ্ঠ। বারকোস্‌ মুখ, পুঁটুলীনাক। রূপের লক্ষণ তো পান-পারা মুখ, বাঁশীর মত নাক। তার দৃষ্টি? যখন মেজাজে থাকে, হেসে কথা কয়—মন্দ কি? কিন্তু মানুষের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথা ক'হে লোককে বিব্রত করাও একটা হামজুল্লি! কেন রে বাবা! লজ্জায় মাটির দিকে তাকাবে, আরও লজ্জায় বাঁ-পায়ের বুড়া আঙ্গুলে মাটির পরে হিজিবিজি ছবি আঁকবে—তা না একেবারে সটান তাকানো। আবার যখন বগ্‌গ না মানে। বাপ্‌স্‌—তুরপুন আঁখি। যত ঘোরে তত গভীর ছিদ্র কাটে।

কিন্তু—

সকল বিচারের শেষের এই কিস্তই মাটি করলে বেচারা ষষ্ঠীচরণকে।

যখন ভেবে ভেবে ভ্যাবাচাকা খেলে ষষ্ঠী, সে গুটি গুটি উপরে গেল, যুগ্ম-বন্ধুর কথা শুনতে।

তাকে দেখে প্রগতি বল্‌লে—ষষ্ঠী খুড়ো আজ তুমি বেশ ফরমে আছ। আজ তোমার কাছ থেকে অনেকগুলা নূতন কথা জেনেছি।

—কিছু না বাপজান।—বল্‌লে ষষ্ঠী খুড়ো।

—এ কী শুনি? অবসাদ।—বল্‌লে প্রগতি।

ষষ্ঠী ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে—কি জান বাপজান আছি মাত্র।

আছি মাত্র!

—হ্যাঁ! বাবা! আছি মাত্র। বাহিরে চাকুম চুকুম। ভেতর ফোফড়া—বাবুই পাখীর বাসা।

কী ব্যাপার! সদানন্দ পুরুষের বৈরাগ্য। সমুদ্রে ভাঁটা।

—তোমরা নাকি বেওয়াদের নোয়া পরাও?—গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলে সে?

কমলাপতি স্থির হয়ে চুরুট খাচ্ছিল। চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে সে বল্‌লে—আচ্ছা খুড়ো বিধবাদের বিয়ে দাও—বল্‌লে কি তোমার চোয়ালে ব্যথা হ'ত।

সে কথায় কান না দিয়ে ষষ্ঠীখুড়ো বল্‌লে—ওঃ! কামারশালের ফুলকী।

ওরা হাসলে। কী ব্যাপার খুড়োর দীর্ঘশ্বাস!

—ঠিক বলেছ বাবা! খুড়োর দেহ হাপোড় তা-য় না।

—কে ফুলকী খুড়ো?

—বারকোস্ বদন, তুরপুন আঁখি।

মিনিট পাঁচেক যৌথ জেরার পর তারা খুল্লতাতের রোগ-নির্ণয় করলে। শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ সেন প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়েছে।

কী উৎসবের দিন। ষষ্ঠীচরণের ইস্পাতের বুকে ফুল-শরের চোট্। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম।

এবার প্রগতি কাজের কথা কহিল—কিন্তু খুড়ো ও মেয়েটি সধবা বা বিধবা বা অবিবাহিতা তা জানলে কেমন করে ?

—তা কি আর না জেনেছি প্রগতি মাষ্টার ? হাতে যার নাই নোয়া, সিঁথিতে নাই সিঁদূর তার কি সোয়ামী থাকে ?

—খুড়ো সধবা মেয়েরা তো সিঁদূর পরে না।

—ঠোঁট রাঙায়।

এর পর কে বলে খুড়ো অজ্ঞ আর সরল। অন্ধ প্রেমের কামড়ে বেচারা না চোট্ খায়। যে দেবতার রসিকতার আঘাতে মুনি-ঋষি সদাই পরাস্ত —সেই দেবতা উদবাস্ত করেছে সরল খুড়ার নরম বুদ্ধি। চোরা না শোনে ধর্ম্ম-কাহিনী, প্রেমিক মানেনা হিত-বাণী। তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধ।

প্রগতি বল্লে—খুড়ো পড়লে পড়লে বে-ঘাটে আছাড় খেলে ? কস্তুরী সুতার ফোঁস দেখেছ ত ?

—ফোঁস যার আছে সেই তো ছোবলায় বাপ্‌জান। দেখ ভাইপো— যদি কান চুল্‌কাতে হয় তো গোখরো সাপের ন্যাজই ভাল। পায়রার পালকে কান চুলকায়—নুলো ন্যাওড়া।

প্রগতি দাঁড়িয়ে উঠে খুড়োকে আলিঙ্গন করলে। কি বীরের মত কথা।

আশ্চর্য্য হ'ল কমলাকান্ত। পরের দেহে ছুরি চালায়—সরল স্নায়ু-মণ্ডল। কিন্তু নিজের বুকে যে অস্ত্রোপচার করতে পারে, সে ধন্য। তবে গোয়ারতুমির একটা সীমা আছে।

সে ষষ্ঠীচরণকে ভালবাসত। নিরাশ প্রেমের যাতনায় সে কষ্ট পাবে। সেই ঝাঁঝালো যুবতীর কাছে প্রেম-নিবেদন কর্ত্তে গিয়ে হয়তো প্রহৃত হবে।

কিন্তু অবুঝকে বোঝাবে কে? প্রগতির দুর্গতি কিন্তু তাকে নিরস্ত করলে না। কাজের কাজ ক'রে যাবো। তারপর নিয়তি।

সে বল্‌লে—খুড়ো গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়।

অচল অটল ষষ্ঠী।

সে বল্‌লে—সে মরণ বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে ভাল। ফক্‌রে ফাঁসার আবার বাটপাড়ের ভয়।

প্রগতি বল্‌লে—মরার বাড়া গাল নেই খুড়ো। যাও শরশয্যায়।

এবার খুড়ো হাসলে। বল্‌লে—খুড়োর গঙ্গাযাত্রা করা তো ভাইপোর কাজ।

রাত্রে পতি-প্রাণা হাস্নাহানা দেবী যখন ষষ্ঠীচরণের আগন্তুক প্রেমের কথা শুনলে তার মুখ গম্ভীর হ'ল।

রোগীদের কাতর গম্ভীর মুখ দেখে কমলাকান্তের প্রাণ সদাই চাহিত ঘরে হাসি মুখ দেখতে। এই নিরন্তর হাসির নির্ঝরিণীর মূল্যস্বরূপ তাকে অনেক সময় নিজের অমনোমত কাজে সম্মতি দিতে হত। কু-লোকে সে-কথা বুঝত না—বল্‌ত ডাক্তার স্ত্রৈণ।

ষষ্ঠী খুড়ো প্রেমে পড়েছে, এ সংবাদ ধবলগিরির হিমানীর চাঙ্‌ড়া, পাহাড়ী কৃষকের ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির ওপর পড়ার মত, অত্যাশ্চর্য্য ও কৌতুকপ্রদ। এ-রকম সমাচারে হাস্নার মুখ হুতোম-প্যাঁচার মত গম্ভীর হ'লে পত্নী-প্রাণ স্বামীর পক্ষে শঙ্কা-চঞ্চল হওয়া স্বাভাবিক।

সে বল্‌লে—তোমার কি মাথা ধরেছে হাস্না?

হাস্না বল্‌লে—একটু মাথাব্যথার কারণ ঘটেছে।

—এই বেলা একটা এসপিরিন খাও

এবার হাস্না হাসলে। স্বামীর হাত ধরে বল্‌লে—দেহের মাথা ব্যথা নয়, ডাক্তার সাহেব। মনের মাথা—

কমলাপতি হেঁয়ালীর বিরোধী। শব্দ-সন্ধানের ছক্ দেখ্‌লে সে বিরক্ত হয়। আর তার এই দুর্ব্বলতা জেনেও কেন হাস্নার মত রমণী-রত্ন হেঁয়ালীর ভাষা কহে তার ধৈর্য্য পরীক্ষা করে—সে এ প্রহেলিকার অন্তরের আভাস পায় না। এই রকম বিরক্তির সময় তার বাক্-সংযম শিথিল হয়।

সে বল্‌লে—মনের মাথা না মুণ্ডু। তোমাকে একটা হাসির সমাচার দিলাম—তুমি মাথার গোলক ধাঁধাঁয়—

—অসহায় রাজপুত্তুরের কথা। শুনবে স্বামী-দেবতা আসল কথা। তুমি সত্যি অসহায়। তোমার গৃহের সহায় আমি। তোমাকে খাওয়াই, পরাই, মাথায় উকুন হলে মারি।

সোজা কথায় চিকিৎসক হাসলে। বল্‌লে—শেষটা ছাড়া প্রথমটা স্বীকার করলাম।

—আচ্ছা। আমি যেমন তোমার অন্তঃপুরের সহায় তোমার বাহিরের সহায় কে ?

—আবার হেঁয়ালী হাস্না। দোহাই হাস্না। যদি অমন কোনো লোক থাকে সোজাসুজি বলে পাঠাও তার নাম।

হাস্না বল্‌লে—খুড়ো মশাই।

—ষষ্ঠী খুড়ো !

—নিশ্চয়। উনি না থাকলে কোনো রোগী তোমার প্রাপ্য দেবে না। —চোরে তোমার যন্ত্রপাতি চুরি ক'রে নিয়ে যাবে—চাকরদের অবহেলায় ছারপোকার বাসা হবে তোমার অফিস-ঘরে—আর বড় বড় ইঁদুর তোমার অ্যালকহল খেয়ে, নেশায় চুর হ'য়ে, তোমার রোগীদের ঘিরে তাণ্ডব-নৃত্য করবে।

একটু তলিয়ে বুঝে বৈদ্যরাজ বল্‌লে—বুঝলাম। কিন্তু তার প্রেমে-পড়ার সঙ্গে ইঁদুরদের মাতলামির কি সম্পর্ক ?

—প্রেমে-পড়া নয় ডাক্তার মশায়—ভুতে পাওয়া। স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা রেখে আর পেত্নী-শব্দটা ব্যবহার করলাম না।

—হান্না তুমি অসম্ভব।

—মোটে না। ব্যাপারটা বোঝা সোজা। কারবাঙ্কলের মূল খুঁজে বার করার চেয়ে অনেক সোজা।

—ননসেন্স—বল্লে অধীর কমলাপতি।

এবার হান্না তাকে বোঝালে। সে নিজে নারী। নারীর মন বোঝে। কস্তুরী সুতার মত মহিলা—বিবাহের প্রস্তাব শুন্লে ষষ্ঠীচরণকে দারুণ প্রহার করবে। নিশ্চয় মারবে। তার পাঁয়তাড়া বেনেটি ধোবী-পাট মানবে না। ফলে ষষ্ঠী প্রসন্নতা হারাবে। তার জীবন হবে দুর্ব্বিবহ কারণ তার প্রেমে কপটতা নাই। বুকভাঙ্গা ষষ্ঠী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে কমলাপতির কল্যাণ-কামী হবে না। তার স্বামীর ভাবীকালের দুশ্চিন্তায় সাধ্বী গম্ভীর হয়েছিল—মা লক্ষ্মীর বাহনের মত তার মুখ হ'য়েছিল।

সিদ্ধান্ত শুনে ডাক্তার তার চিবুক ধরে বল্লে—চাণক্য পাণ্ডিত।

সাত

ষষ্ঠীচরণ মনে মনে বল্লে—সে বিয়ের যে মন্ত্র।

সে বহুবাজারের প্রত্যেক স্বদেশী পোষাকের দোকান ঘুরে নিজের গায়ের মাপের জামা পেলে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় যেটা পেলে, সেটা তার গায়ে চেপে বস্লো। কি করে? খাদীর কাপড় জামা না পরে তার কাছে যাওয়া ভাল দেখায় না।

দর্পণে দেখলে তার চেহারা, নব-বস্ত্রালঙ্কৃত ষষ্ঠীচরণ। কী হামজুল্লি! থালির ভেতর হাতি ভরা। কিন্তু আতুরের নিয়ম নাই।

তার পুরন্ত কাঁধ, বুকের ছাতি, নিটোল বাহুকে হেটো জামার সাধ্য কি ঢেকে রাখে।

তখন বেলা প্রায় একটা। এই সময় ডাক্তার বিশ্রাম করে। তিনটে অবধি ষষ্ঠীর অবসর।

রোমীও, জগৎ সিংহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রেমিকদের চিত্ত যে সব দুঃশ্চিন্তা আলোড়িত করেছিল—গরীব ষষ্ঠীচরণও সে সব কু-কথা ভাবতে ভাবতে মন্দির পথে যাত্রা করলে। যদি নলিনী বাড়ী না থাকে, যদি তার পিতা বিরক্ত হয়। আর যদি সে বোঝে অপরের প্রেমে অনুরক্তা কস্তুরী সুতা!

তার মাংসপেশী দৃঢ় হল। পায়ের জোর-কমে গেল। পরক্ষণে তার রসবোধ ফিরলো। ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি। না হয় হবে না। যতই কর অম্বা, ঘটান জগদম্বা—ভাবলে বলিষ্ঠ।

যখন সে দীনেশ দাসের দ্বার-দেশে উপনীত হ'ল তার বুকের ভিতর দুরু দুরু কম্পন অনুভব করলে। আসন-পীড়ি হয়ে বসে দীনেশ কি লিখছিল।

আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—কাকে চান?

অতিথি অন্তরে উপলব্ধি করলে, ঘায়েল হওয়ার ভাব। মনকে চাগাড় দিয়ে তুলে বল্‌লে—আজ্ঞে আমি ষষ্ঠীচরণ।

—ষষ্ঠীচরণ?

ষষ্ঠীচরণ বিনয়-নম্র স্বরে নিবেদন করল পরিচয়।

—হ্যাঁ ষষ্ঠীচরণ সেন। আসলে গোঁসাই। আমরা ভাজন-ঘাটের গোঁসাই।

—ওঃ! আসুন। বসুন।

দীনেশের বিনয় অধিক কথা বলতে পারলেনা। তার চক্ষু তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো—পিপাসিতের মত।

মনে মনে দুত্তোর বলে ষষ্ঠীচরণ খদ্দরের ফরাসের উপর বস্‌লো।

দীনেশ বল্লে—আমি আপনাকে ঠিক্ চিন্‌তে পারলামনা। ক্ষমা করবেন।

সে বল্লে—যাকে দেখেননি তাকে চিনবেন কেমন করে। আমি কমলাপতি সেন ডাক্তারের বাহালী ড্রেসার। কমলাপতি কচু-কাটা করে বড় বড় ফোড়া। হাড় কেটে জোড়া দেয়।

ডাঃ কমলাপতি সেন যশস্বী। তার নাম যে না শুনেছে তার সাধারণ জ্ঞান অত্যল্প। অকারণ তার কৃতিত্বের সমাচার দিয়ে ষষ্ঠীচরণ বিস্মিত করলে কেন দীনেশ দাশকে, সৌজন্য তাকে এ প্রশ্ন শুধাতে দিলেনা। সমস্যা মনের মাঝে গুমরে রহিল।

ষষ্ঠী বুঝলে যে এই ব্যক্তি ঝাঁঝাঁলো মেয়েলোকের দেবতা পিতা। কিন্তু এ দেবতাকে প্রসন্ন করবার মন্ত্র কি?

সে মস্তিষ্ক কম্পনের ফলে সিদ্ধান্ত করলে যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করা এই ভদ্রলোকের ব্যবসা।

সে বল্লে—আপনি ডাক্তারী অস্তর বানান?

এবার দীনেশের স্মৃতি জাগলো। তাওতো বটে। সে তার কন্যার নিকট কমলাপতির দেশ-প্রাণতার বিপক্ষে কঠোর কথা শুনেছিল। সে ভাবলে কন্যার ধারণা নির্ভুল নয়। যার ড্রেসার খাদি-ভূষিত সে ষোলো আনা দেশ-দ্রোহী হতে পারেনা।

সে যখন ভাবছিল, ষষ্ঠীচরণও ঐ কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিল। তার মন বলছিল—গোমড়া মুখ এ বংশের মার্কা-মারা সম্পত্তি।

হঠাৎ কিন্তু ম্লান হাসিতে উদ্ভাষিত হল পদ-ত্যাগী হেড্-মাষ্টারের বদন-মণ্ডল।

সে বল্লে—বুঝেছি। আমার কন্যা নলিনী গিয়েছিল অস্ত্র বেচ্‌তে।

সে অস্ত্রায়ুধ কোম্পানীর পক্ষ থেকে ক্যানভাস করতে গিয়েছিল। আপনাদের ওখান থেকে এসে সে ঐ কাজে ইস্তফা দিয়েছে।

ষষ্ঠী বল্লে—যে বিয়ের যে মন্তর। বিলাতী চিকিৎসা চেরাই ফোঁড়াই। তার অস্তর শস্তরও চাই কালাপানি পারের।

একজন প্রসিদ্ধ নেতার পক্ষ হতে দীনেশ সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখছিল। এবার সে তর্কের সন্ধান পেলে। প্রবন্ধ থেকে মন তুলে নিলে।

সে বল্লে—ঐটে বোঝবার ভুল ষষ্ঠীবাবু। রোগ হয় বিধির বিধানে। তার নিয়ম রাজা প্রজা ইংরাজ জার্ম্মান চীনে বা কাফ্রী সবার পক্ষে এক। কারণ সে নিয়ম গড়েন ভগবান—বিদেশী আমলাতন্ত্রের কৃতদাস নয়।

ষষ্ঠীর ভয় হচ্ছিল। সে গভীর জলে গিয়ে পড়ছিল। তন্তর মন্তরের অন্তরের কথা তার নিকট অগোচর। কী হামজুল্লি!

দীনেশ বক্তা। তার মস্তিষ্কের বক্তৃতা-কেন্দ্র সক্রিয়। তার পক্ষে বেগ সামলানো অসম্ভব।

সে বল্লে—বেশ কথা। অস্ত্র হয় ইস্পাতের। ধাতু তো প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কি বলেন?

মাথা মুণ্ডু কি বলবে তা জানলে আর সে মনে মনে স্থর ভাঁজতোনা—বল্‌মা তারা দাঁড়াই কোথা। এমন সোজা আক্রমণে তার নীরব মন তাল রাখ্‌তে পারলেনা। তাকে বাধ্য হ'য়ে বল্‌তে হল—তা বটে। এ কথা জজে শোনে।

—বেশ! জজে যখন শোনে ইংরাজ পণ্ডিত বা তার শিষ্যও শোনে। অস্ত্রের কর্ত্তব্য ফোড়ার মুখ কেটে দেওয়া। ভাল কারিগরের হাতে যদি ভাল সান দেওয়া অস্ত্র হয়, ফোড়ার সাধ্য কি অনাহত থাকা।

সম্পত্তির লক্ষণ-রূপ মৌন দ্বারা উৎসাহ পেয়ে দীনেশ বল্লে—আমি বৈদ্য-সন্তান—

আপনার সম্বন্ধে ঐ সংবাদটা দেবার তালে ছিল শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। মহেন্দ্রক্ষণ ভেবে সে বল্লে—আজ্ঞে আমিও বৈদ্য।

ষষ্ঠী সন্ধান পেলে দীনেশের প্রীতির। সে বল্লে—বেশ কথা! সুখের কথা! সুখের কথা!

সুখের কথা! জয়মা কালী—ভাবলে ষষ্ঠী।

—আপনার জানা আছে, সুশ্রুত-সংহিতায় কত অস্ত্রের বর্ণনা আছে। সে সব অস্ত্র কি, কি পার বল্‌লেন?

—পগার পার। উঁহু কালাপানি পার।

—হ্যাঁ! কালাপানি পার। বলছিলাম আপনার আমার পূর্ব্ব-পুরুষ কি পৃষ্ঠ-ব্রণ বা অন্ত্র-বৃদ্ধি কাটবার জন্য কালাপানির পরপার থেকে অস্ত্র আমদানি করতেন।

—হক কথা। বেঁচে থাক্ কামার শালা আর হাফর। আমাদের গাঁয়ের বিলটু কামার একটি কোপে, হাতে-গড়া রাম দায়ে, ইয়া-গর্দ্দানা বোক্-চন্দ্রের ব্যাব্বায়ানি থামিয়ে দেয়।

লোকটার ভাষা প্রাদেশিক হলেও তার অভিজ্ঞতা সার্ব্বজনীন। রামদা এবং কামারশালা ধনীদের শোষণ বিরোধী। ধীরে ধীরে ষষ্ঠী তার শ্রদ্ধা জাগাচ্ছিল। তাকে দীনেশ বোঝালে যে অস্ত্র-বিক্রীর জন্য সে তাকে অনুনয় করছেনা। তবে তার আত্মীয়ের আশঙ্কা যে ভিত্তি-হীন, সেই সিদ্ধান্তের অনুকুল যুক্তিগুলার উল্লেখ করছিল।

ষষ্ঠীচরণের মন বলছিল—যুক্তি মুক্তি বাঘে থাক। কিন্তু তার দুনিয়াদারী বলছিল—মণি কোথা পাওয়া যায় সই ফণীর শিরে হাত না দিলে। এ পিতা দেবতা ফণীর ফঁস্‌ফঁসানি এড়িয়ে প্রেম অসম্ভব।

আরও অনেক কথা হল কিন্তু মণির কথা হলনা। জয়মা কালী—স্মরণ করে ষষ্ঠী বল্‌লে—আপনার কন্যা ঠিক বলেছিল। আপনার কাছে এলে

অনেক হিত-বুলি শোনা যায়। কাছে থেকে কপ্‌চাতে কপ্‌চাতে পাখি আত্মারাম বলতে শেখে।

দীনেশ প্রসন্ন হল। কিন্তু এর ভাষা অপরূপ।

সে বল্‌লে—মা আমার ঘরে নাই। কাল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে লাঠি মেরে পুলিস ভিড় ভেঙ্গেছিল। একটি ছেলে দারুণ চোট্‌ খেয়েছিল মাথায়। নলিনী তাকে দেখতে গেছে।

কথাটা ভাল লাগলোনা প্রেমিকের। চোট্‌ খাওয়া না হলে তার যদি দরদ না মেলে, ষষ্ঠীর পক্ষে আসল দরদ পাওয়া হবে অসম্ভব। কারণ চোট্‌ না মেরে চোট্‌-খাওয়া তার ওস্তাদজীর নিষেধ। আর চোট্‌ খাওয়া ছেলেকে দেখ্‌তে যাওয়াইবা কেন? চোট্‌-খাওয়া মেয়ে ছেলেকে দেখতে গেলেই তো ভাল হত।

চার দিন পরে সন্ধ্যার সময় সাক্ষাৎ পেলে ষষ্ঠীচরণ নলিনীর। মিনতিপুরের জমিদারের পুত্র-বধূর হাতের নখ্‌কুনি কাটতে গিয়েছিল ডাক্তার একদিনের জন্য। আজ ষষ্ঠীর ছুটি তাই গুটি-গুটি সে নেবুতলায় দীনেশ দাশের বাসায় এসে হাজির হল।

হেড-মাষ্টার বাহিরে গিয়েছিল। নলিনী দরজা খুলে ষষ্ঠীকে পিতার কক্ষে বসালে। নিজে হাতের কাজ সেরে নিয়ে তার সামনে বসলো।

মেয়েছেলের মানে নলিনী বলিষ্ঠ। মহিলা হিসাবে নলিনী খর্ব্বাকৃতি নয়। কিন্তু ষষ্ঠীর সম্মুখে তাকে—ষষ্ঠীর ভাষায় বলতে গেলে—দেখাছিল যেন গাঙ্‌-শালিকের পাশে দুর্গা টুনটুনি।

সে বল্‌লে—আমি আরও দুদিন এসেছিলাম—আপনার সঙ্গে চার-চক্ষু হয়নি।

নলিনী বল্‌লে—চারপোয়া ডাণ্ডা মেরে একটি ছেলের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল তাই দেখতে গিয়েছিলাম।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে :গোস্বামী-কুল-তিলক—মাথা-ফাটার বয়স কত ?

—ছেলেমানুষ। বাচ্ছা! চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে।

আশ্বস্ত হল প্রেমিক। বাচ্ছা!

আবার কিছুকাল নীরব থেকে জিজ্ঞাসা কল্লে ষষ্ঠী—আপনি কি অস্ত্র বেচা থো করলেন।

—থো করলেন ?

—মানে ছেড়ে দিলেন ?

—যা' ধরিনি তা আবার ছাড়ব কি ? আচ্ছা ষষ্ঠীবাবু আপনার এ ভাষা কোথাকার ? আমার বাবা বলছিলেন তিনি এতো জেলা ঘুরেছেন এমন ভাষা কোথাও শোনেননি।

—কি জানেন ? ভাঁড়ে মা ভবানী। ফোক্‌রে ফাঁসার বুলি।

—নলিনী হাসলে কিন্তু বুঝলে না।

আবার বল্‌লে ষষ্ঠীচরণ এবার কপালে দুটা টোকা মেরে—শূন্য খোল। বদ্দির ঘরে হাম্বা।

এবার নলিনী বুঝলে। ষষ্ঠীচরণ নিজেকে মূর্খ বল্‌ছে। খোল অর্থে মাথার খুলি। হাম্বা—গরুর ডাক—গরু।

এমন খোলাখুলি অনুতাপ মুগ্ধ করলে শ্রীমতীকে। সে বল্‌লে—না ষষ্ঠীবাবু। পাঁচখানা বই পড়লেই লোকে পণ্ডিত হয় না। আর বিদ্যার চেয়ে দরদ বড়।

ষষ্ঠী বল্‌লে—দরদেরও বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে ভেকধারী। এত চোরার আমদানী হয়েছে যে পাঁচ নকলে আসল ভ্যাস্তা।

সে বোঝালে তার মুস্কিল। ডাঃ কে পি সেন দানশীল। তার দানের ভার ষষ্ঠী খুড়োর পরে। দিনের পর দিন রাজ্যের মিথ্যাবাদী

এক একটা গল্প নিয়ে আসে তার প্রাণে দরদ জাগাতে। গোটা কতক ভিক্ষার গল্প শোনালে শ্রীমতীকে।

ষষ্ঠী তার বিচিত্র ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সকল কথা মনের ভিতর থেকে কয় তাই তার গল্পে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। শান্ত-শিষ্ট মেয়ের মত নলিনী এই বলিষ্ঠ ব্যক্তির গল্প শুনছিল। ঘরে একটি কেরোসিনের আলো জ্বলছিল। ভিতর হতে বাড়িওয়ালাদের রান্নার শব্দ আসছিল।

নলিনী তার গল্প শুনছিল আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল। রাত্রি প্রায় আটটা। এখনো কেন দীনেশ ঘরে এলোনা।

সেয়ান পাগল ষষ্ঠী বুঝলে তার মনের কথা। সে বল্‌লে—আপনার পিতার আসবার সময় হয়েছে। কাজের ফেরে বোধ হয় বিলম্ব হচ্ছে।

নলিনী বল্‌লে—আইন অমান্য করে সভা করার পক্ষপাতী নন পিতা। তবু যদি কারও কথায় গিয়ে পড়েন—বয়েস হয়েছে বেচারা ঘা সহ্য করতে পারবেন না।

—এক তরফা লাঠি খাওয়া বেকুবী। দিলাম নিলাম শোধ বোধ।

নলিনী তাকে বোঝালে। নিরুপদ্রব-বাদ—গান্ধীজি। অসহযোগ।

—ফোঃ!—বল্‌লে ষষ্ঠী। আমার ভাজন ঘাটের আশে পাশে আটখানা গ্রামে লাঠিবাজি চলে না—আমার গাঁয়ের চাষী লাঠি ধরতে পারে বলে। আর তার গোঁসাই এই শর্ম্মা।

নলিনী বল্লে—সরকারী লোকের সঙ্গে তো মারামারি করা অন্যায়।

—তা বটে। তা হলে ওকাজে কেটে পড়াই ভাল।

—তা হ'লে সরকার যা চায় পাবে। সভার অধিকার লোপ হবে।

—এখনও তাই হচ্ছে। লাভের মধ্যে চিচিঙ্‌ ফাঁক।

নলিনীর কংগ্রেসী মন তর্ক জুড়লে তার সঙ্গে। সেই সময় দীনেশ ঘরে ফিরলো—চিন্তা-ক্লিষ্ট মন।

ষষ্ঠীচরণ চলে গেলে নলিনী বল্‌লে—বাবা আজ আপনি এত চিন্তামগ্ন কেন?

সে বল্‌লে—কী কর্ত্তব্য তাই ভেবে। জেলের ভয় নাই। কিন্তু বিনা অপরাধে ছেলেগুলা মার খাচ্চে—আর আমরা খাচ্চিনা।

—মার খেলে কি হবে?

—ওরা মেরে মেরে হাঁপিয়ে যাবে।

নলিনী তর্ক করলে। ষষ্ঠীচরণের যুক্তি প্রয়োগ করলে। পিতা বল্‌লে—ওদের কর্ত্তব্য ওরা ঠিক করবে। আমি ভাবছি আমার কর্ত্তব্য। মার খাচ্চে ছেলেরা—আমি পিটুনি খাচ্চিনা কেন?

নলিনী তার বাপের দুটা হাত জড়িয়ে ধরলে। বল্‌লে—বাবা কেন হাড় ভাঙ্গতে দিচ্চনা জানি। আমার জন্য। আমি তোমার গলগ্রহ।

সে বল্‌লে—ছি!

নলিনী বল্‌লে—একদিকে আমি—অন্যদিকে তোমার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি। সভায় না যাওয়া দীনতা—সভায় গিয়ে মাথা ফাটানো আর আমাকে বিপদে ফেলা ভীরুতা।

পিতা উত্তর দিলনা কথার। প্রৌঢ় বয়সে জীবনসংশয় করলে, এই নিরাশ্রয় বিধবার কি হবে। অথচ এক কন্যার জন্য শত পুত্র-কন্যার মুখ না চাহিলে এ খাদির পোষাক ভণ্ডামীর আবরণ। তার চোখের কোণে দু ফোঁটা অশ্রু দেখা দিলে।

কন্যার মুখ দৃঢ় হল। সে বল্‌লে—আপনার যশ এবং দেহ উভয় দিক রক্ষা কর্ত্তে পারি আমি।

দুর পাগল!

—তুর পাগল ! কেন বাবা ! আমি যদি আপনার একুশ বছরের ছেলে হতাম—আপনি কি প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে পারতেন আমার অনুরোধ। আপনার ছেলে থাকলে নিশ্চয় তাকে আইন অমান্য করতে পাঠাতেন। তা হলে তো নিন্দা হতনা। আমি লাঠি খেয়ে আসি।

দীনেশ আবার বল্‌লে—তুর পাগল।

আট

পরদিন প্রভাতে ফিরে এলো ডাঃ কে পি সেন। যখন কাজের ভিড় একটু কমলো, ডাক্তার ষষ্ঠীচরণকে ডাকলে। মধ্যাহ্নের ট্রেণে তাকে মিনতি-পুর যেতে হবে। হয়তো তাকে সে দেশে তু'চার দিন থাকতে হবে।

মিনতিপুর পল্লীগ্রাম নিশ্চয়। নিদেন আশেপাশে গ্রাম আছে, মাঠ আছে, নদী আছে, নালা আছে, বীল আছে, দিঘী আছে। চারিদিকে সবুজের ভিড়, ঝোঁপে ঝোঁপে ছায়া। তার প্রাণ নেচে উঠ্‌লো।

—কি করতে হবে ?

এবার কমলা-পতি হাসলে। নিজে নখ কাটতে গিয়ে বধূ-রাণী নখের কোণে মাস কেটে ফেলেছিল। সেটা একটু পেকে নখের ডগায় পুঁয জন্মেছে। ডাক্তার দাড়ি কামাবার ব্লেড্ দিয়ে সেটা উস্‌কে দিয়েছে। দেশের ডাক্তারের উপর তাদের বিশ্বাস কম। তাই কলিকাতা থেকে ড্রেসার এবং ঘা বাঁধবার সরঞ্জাম না গেলে চৌধুরী বংশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই গুরু ভার গ্রহণ করতে ষষ্ঠীচরণকে যেতে হবে।

কি হামজুল্লি।

ডাক্তার বল্‌লে—হ্যাঁ হামজুল্লি বটে। বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়ম। কিন্তু তুমি

যদি সেখানে হামজুল্লি কি পাঁয়তাড়া কর তা হ'লে তোমার আমার এবং বিশেষ করে চৌধুরী বংশের মান-ইজ্জত চিরতরে ওর নাম কি—

কথা জুগিয়ে ষষ্ঠীচরণ বল্‌লে—বিজয়া দশমী। বুঝেসুঝে চক্ষু বুজে থাক্‌তে হবে। বোবার শত্রু নাই।

কিন্তু মিনতি পুর পৌছিবার পরদিন প্রভাতে ষষ্ঠীচরণকে এক হামজুল্লির মাঝে পড়ে পাঁয়তাড়াও কষতে হ'ল, অনেক কথাও বল্‌তে হল।

ভোরে উঠে গ্রামের বাহিরে, মজা-নদীর ধারে ধারে ষষ্ঠীচরণকে টেনে নিয়ে গেল, সুজলা, সুফলা ইত্যাদি ইত্যাদি জননী বঙ্গভূমি। পল্লী-গৌরবে উৎফুল্ল হ'য়ে ষষ্ঠী কলিকাতার মুণ্ডপাত করছিল। আহাঃ! কি আকাশের নীল, কি বাতাসের ছেলেমানুষী, কি মিষ্ট পাখীর ডাক।

গ্রামের নাম জানেনা। এখানে নদীর পাড় উঠেছে। তার উপর উঠ্‌লো ষষ্ঠীচরণ। একদিকে নদী অন্য দিকে পাড় গড়িয়ে পড়েছে একটা ঝোপে। বাহির দিকে বাঁশের ঝোপ। কিন্তু তাকে ঘিরে বহু গাছের জঙ্গল। এহেন ঝোপে নেমে বন-বরাহ আর বনমুরগী না দেখে কলিকাতায় ফিরলে প্রাণে একটা অভাব থেকে যাবে। ষষ্ঠী নামলো।

কিন্তু একি হামজুল্লি! মেয়েলোকের কাতর ক্রন্দন। হ্যাঁ।—ওগো পায়ে পড়ি। তোমরা আমার বাপ্। ওগো পায়ে পড়ি।

ষষ্ঠী ছুটলো। বাঁশের ঝোপ থেকে একটা শুক্‌নো বাঁশের ডগ্‌লা নিলে। মাল কোঁচা মারলে। শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলো। দোহাই ভগবান।

আবার জমি উঠেছে। দিঘীর পাড়। সে পাড়ে উঠ্‌লো। সর্ব্বনাশ। জলের ধারে দুটা লোক—এক যুবতীর কাপড় ধরে টান্‌চে। তাদের প্রতিরোধ করে বেচারা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সে আর পারেনা। কে জানে বেচারা তার জীবনের সর্ব্বস্ব রক্ষা করবার জন্য কতক্ষণ লড়েছে।

—হর হর মহাদেও—ব'লে লাফিয়ে পড়লো ষষ্ঠীচরণ। তার পর মাত্র এক পাঁয়তাড়া। একটা দুষ্টের কাঁধে পড়লো তার লাঠি। সে ঠিক্‌রে পড়লো কাটা কলা গাছের মত।

অন্য দুর্ব্বৃত্ত বুঝলে ব্যাপার! সে ভীষণ বলবান। সাত গ্রাম জুড়ে তার লাঠির বিক্রম-কথা প্রসিদ্ধ। সে লাঠি ধরলে। ইয়া আলি!

ষষ্ঠী বুঝলে তার বিপদ্। তার নিজের বাঁশের ডগ্‌লার দুর্ব্বলতার কথা ভাবলে। চকিতে পড়া দুষ্টটাকে তুলে ধরলে—ঢালের আকারে। হামিদের লাঠি চলেছে। সে থামতে জানেনা। ভীষণ বেগে সে লাঠি পড়লো তার সাথী আবুর কোমরে।

তার ভুল বুঝে হামিদ থমকে গেল। ষষ্ঠী তখন আবুর পাকা বাঁশের লাঠি তুলে নিলে। হামিদ উপলব্ধি কর্ব্বার পূর্ব্বে তার পায়ে মারলে। হামিদ ঠিক্‌রে পড়লো।

কম্পিত স্ত্রীলোককে বল্‌লে ষষ্ঠী———ভগ্‌গি মারো, ভগ্‌গি মারো—দে চম্পট।

স্ত্রীলোক একটু ছুটলো। কিন্তু যা দেখলে তাতে পালাতে পারলেনা। হামিদ উঠে, ষষ্ঠীর ব্রহ্মরন্ধ্র তাগ করে লাঠি তুলেছে। সে বল্‌লে—সাবধান সাবধান।

ষষ্ঠীচরণ দেখেছিল। হাঁস যেমন জলে চুবন খায় তেমনি চুবন খেয়ে, চকিতে ঘুরে সে মারলে হামিদের কব্জিতে। একে সে পায়ে চোট খেয়েছিল। তার পর মণিবন্ধে এই ভীষণ আঘাত। উল্‌টে পড়লো গর্জ্জন করে। ইতর ভাষায় গালাগালির স্রোতে গগন পবন ভরপুর হল।

ষষ্ঠী স্ত্রীলোককে বল্‌লে—পালাও।

সে বল্‌লে—আপনি এস বাবা!

কি হামজুল্লি! ষষ্ঠী বল্‌লে—না পালাও তো অন্যদিকে তাকিয়ে থাক।

স্ত্রীলোক পরক্ষণে বুঝলে কেন ষষ্ঠী তাকে অন্য দিকে তাকাতে অনুরোধ করছে।

সে হামিদকে পদাঘাত করলে। বল্‌লে—গালাগাল না থামলে, নাস্তা করতে হবে এই লাঠি। খাও তবে পুঁই ডাঁটা।

সে লাঠির ডগাটা তার মুখে প্রবেশ করাবার উদ্যোগ করলে।

দুর্বৃত্ত বুঝলে—মুক নিঃশত্রু।

সে তাকে উলঙ্গ করলে। তাকে একটা আম গাছের গোড়ায় টেনে নিয়ে গেল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তার প্রতি দিনের কাজ। আমগাছ ঘিরে দুটা হাত নিয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে হাত দুটা বাঁধলে। দু হাতের মাঝে রইল আম-গাছের গুঁড়ি।

সে বল্‌লে—দেখ স্যাঙ্গাত। তোমার কব্জি এই বাঁধনে সেরে যাবে। যদি ঘষে ঘষে কাপড় ছেঁড়—উলঙ্গ মানুষ দেখে গাঁয়ের লোক চিনে ফেলবে। বুঝলে।

হাড়ে হাড়ে বুঝলে হামিদ্। সে মাত্র একটি কথা বল্‌লে—পানি।

—ন্যায্য দাবী।

ইত্যবসরে আবু মিয়া গড়িয়ে গড়িয়ে আর একটা গাছের ধারে পৌছেছিল। দক্ষিণ দিকের কাঁধটা তার জখম হয়েছিল। কোমরে ভীষণ চোট। কিন্তু তবু সে গাছের তলা থেকে একখানা কাস্তে তুলে নিয়েছিল।

ফিরে দেখলে ষষ্ঠী। হাসলে বল্‌লে—বাবা নাজা ভাঙ্গা। থো কর।

কিন্তু কাস্তে ঘুরে এসে ষষ্ঠীর বাঁশের লাঠির উপর পড়লো!

—বাহারে! বেশ তো টিপ্।

সে তাকে মারলেনা। খেলোয়াড় উভয়েই। কৃতী দুজনেই। হিংসার

মাঝেও শ্রদ্ধা আসে। ষষ্ঠী তার লক্ষ্যের প্রশংসা ক'রে বললে—আমি ঐ রকম একটা কাটবার যন্ত্র খুঁজছিলাম। সে কাস্তে দিয়ে উলঙ্গ আবুর ধুতি দ্বিখণ্ড করলে। আর একটা গাছে বেষ্টন করে তার দু হাত বাঁধলে। নিকটে একটা ডোবা ছিল। ডোবার জলে কাপড় ভিজিয়ে আহতদের ক্ষতস্থানে জল দিলে।

তার পর বল্‌লে—পানি খাবে কোনো বাসন আছে?

একটা ঝোপের নীচে বদনা ছিল—সে সংবাদ হামিদ দিলে। তাদের জল পান করালে ষষ্ঠী। তার পর বাকী কাপড়টুকু টুকরো টুকরো করে জলে ভিজিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জখমী স্থানে জলপটী দিয়ে রমণী সমভিব্যাহারে নদীর পাড়ে গিয়ে উঠ্‌লো।

—কোথায় যাবে? ডেরাডাণ্ডা কোথা?

যুবতী বল্‌লে—ভেড়া-পাল্‌টি।

—ভেড়া-পালটি! সে আবার কোথা? মিনতিপুর থানায় জমা দিয়ে যাব। তার পর যা হয় হবে।

বেলা দ্বি-প্রহরের মধ্যে গ্রামে হুলস্থুল পড়ে গেল। প্রসিদ্ধ বদমায়েস হামিদ আর আবুব কবল থেকে কলিকাতার ডাক্তার বাবু নফর মণ্ডলের যুবতী স্ত্রী কামিনীকে উদ্ধার করেছে। কামিনী পুলিস নিয়ে গিয়ে দূর থেকে স্থান-নির্দ্দেশ করেছে। পুলিস সেখান থেকে দুর্ব্বৃত্তদের ধরে এনেছে।

গ্রামের মোড়ল ওস্‌মান মিধ্যে বল্‌লে—গিয়ে দেখি কুচ্‌লো নদীর পাড়ে কামিনী বসে। তার এক পাশে এক সেপাই আর পাশে তার খসম। এক সেপাই বাঁশ ঝাড় থেকে আসছে—আরে রাম—আরে রাম—বলতে বলতে। আমাকে দেখে সেপাই বল্‌লে—মিধ্যে সাহেব তোমার উড়নীটা দাও। আরে রাম!

—বড় গাছেই ঝড় লাগে।—বল্‌লে ফটিক নস্কর।

—উড়নী কেন নিলে মিয়া!—জিজ্ঞাসিল ইউসুফ।

—আরে তোবা! তোবা! কহ কেন কথা! ডাক্তারবাবু রসি পায়নি। তাদের কাপড়ে তাদের বেঁধে রেখেছিল। তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল।

হামদো আর এবো তাদের কার কত অনিষ্ট করেছিল তার ফিরিস্তি হল। অবশেষে বাবুদের গোমস্তা এসে ডাক্তারবাবু ষষ্ঠীচরণের দ্বারে শব্দ করলে।

—কী হাম—সামলে নিয়ে ষষ্ঠী বল্‌লে—কি ব্যাপার!

—আজ্ঞে দারোগাবাবু এসেছেন।

ষষ্ঠী ভাবল দুর্ব্বৃত্ত দুটা বোধ হয় মরে গেছে—তাকে গেরেপ্তার করতে এসেছে। মন্দ কি? ফাঁসি হয় সব শেষ হবে। আর যদি মা কালীর কৃপায় জেল হয় তো কথাই নাই। সাঁপে বর।

গ্রাম্য দারোগার কাছে আত্ম-সমর্পণ কর্ব্বার আগে ষষ্ঠীচরণ মানস-চক্ষে একবার দেখে নিলে হাস্যোজ্জ্বল বারকোস বদন, তুরপুন আঁখি তাকে সসম্মানে বলছে—আপনি জেলে গিয়েছিলেম, আপনার হাতের জল শুদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু—যতই কর অম্বা, ঘটান জগদম্বা। জেল চুলোয় যাক—তাকে দেখে লোকে জয়ধ্বনি করলে। দারোগাবাবু তাকে অভিনন্দন করলে।

কি হামজুল্লি! একটা মেয়েলোকের ইজ্জত খাচ্ছিল দুটো বদমাস—তাদের পিটেছে ষষ্ঠীচরণ। কোন্ ভদ্র-সন্তান এমন কাজ না করত। এর জন্য আবার মালা-চন্দন কেন রে বাবা!

তার নিরাশার মাত্রা পূর্ণ হল যখন হাত বাঁধা হামিদ মিঞা বল্‌লে—বাহাদুর লাঠি ডাক্তারবাবু। তোফা খেলোয়াড়।

সন্ধ্যার পর সে যখন বধূ রাণীর হাতে তুলো বাঁধছিল বাড়ীর গৃহিণী বল্‌লেন—ধন্যি ডাক্তারবাবু! বধূ-রাণী লজ্জা নম্র চক্ষে সগর্ব্বে তার দিকে তাকালে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—বড়মা আপনার বৌ-রাণীমার হাত ঠিক হয়ে গেছে। কাল ভোরে আমি ত—মানে কলকাতায় যাব।

নিজের মনে মনে বল্‌লে—মাষ্টার ষষ্ঠীচরণ। ভগ্‌গি মারো ভগ্‌গি মারো। এরা তোমার মাথা বিগড়ে দেবে। কেটে পড়। ছেঁটে পড়।

নয়

ষষ্ঠীখুড়ো কলিকাতায় ফিরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে নলিনী দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। নেবুতলা যাবার পথে দেখলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনেক লোক জমা হয়েছে। জনতাকে ঘিরে লাল-পাগড়ি সিপাহী। এক কোণে দাঁড়িয়ে তিন জন গোরা সার্জ্জেণ্ট।

ষষ্ঠীচরণের মাথায় একটা ভাব এলো। জেল তো হলনা। দু'দিন পল্লীগ্রামে বাস করে তার দেহের ভিতর একটা নবীন প্রাণের সাড়া পেলে। তার হাত পা সড় সড় করতে লাগলো তার সঙ্গে পিঠ।

কি হামজুল্লি! শৈশবে পিতার নিকট প্রহার লাভের দিন তার গা হাত পায়ে ঐরকম একটা সড়সড়ানি উপলব্ধি করত। আজ সত্যই ঘা কতক না খেলে শ্রীমতী নলিনীর বাড়ি যাবার উপায় নাই। তার পিতার কথা স্মরণ করলে। খালি হাতে কুটুম বাড়ি যেতে নাই! অবশ্য দীনেশ বাবু তার কুটুম্ব নয়। কিন্তু একদিন তো হবেনই। খালি পিঠে তাঁর বাড়ি যাওয়া অবৈধ। ঘা কতক খেলে তার দেহেরও আরাম হবে—গান্ধীজিরও সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কিন্তু কি করলে সভায় মার খাওয়া যায় তার টেক্‌নিক অভ্যস্থ ছিলনা ষষ্ঠীর। তবে একটা খদ্দরধারী লোক যদি পাহারওয়ালার কানের কাছে গিয়ে—বন্দেমাতরম বা ইনকেলাব ব'লে চেঁচায়, নিশ্চয় লালপাগড়ি ঢাকা খোলে খুন চাপে।

সে বেশ বলিষ্ঠ তুটি পাহারাওয়ালা দেখে, তাদের কানের কাছে বল্‌লে —বন্দে মাতরম্।

পাহারাওয়ালা হাসলে।

ষষ্ঠী ভাবলে, এযে চটেনা। সে বল্‌লে—মহাত্মা গান্ধী কী জয়। ফল তথৈবচ। ফলং মারকং কিসে হয়?

সে বল্‌লে—ইন্‌কেলাব।

পাহারওয়ালা বল্‌লে—আরে যাও বাবু।

আরে যাও বাবু, কি রে বাবা? এবার ষষ্ঠী বুঝলে স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। সে বল্‌লে—পাহারাওয়ালাজী, আহার ওষুধ গেছে ঘা তুই মেহের-বাণী-বৃষ্টি হোগা নেই।

পাহারাওয়ালা সার্জ্জেণ্টকে ডেকে দিলে। একটা লোক দীক্ করছে।

সার্জ্জেণ্ট হেসে বল্‌লে—বাবু ওকে দিক্ করছ কেন?

খুড়োর ইংরাজির ক্রিয়াপদ গোলমেলে। তবে সে ইংরাজি বল্‌ত এই ভেবে যে—বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

সে বল্‌লে—আই নো ভেক্স। রিয়েলি, রিয়েলি আই ওয়াণ্ট বিটিং।

মার খেতে চায়? পাগল নাকি? সার্জ্জেণ্ট বল্‌লে—বাবু মার খেতে চাও কেন? সহিদ হবে?

সত্যবাদী ষষ্ঠী। সে জান্‌তো প্রেম করা সাহেবি ধর্ম্ম।

সে বল্‌লে—সাহেব প্লেন ওয়ার্ড হিয়ার। আই লাভ লেডি। লেডি

নট্ লাভ ম্যান নো পুলিস বিটিং। বিট্ মি। আই সো লেডি মার্ক উণ্ড। লেডি লাভ মি। আই থ্যাঙ্ক ইউ।

কি সর্ব্বনাশ! সার্জ্জেণ্ট বেটসন ডাক্‌লে সার্জ্জেণ্ট হেণ্ডারসনকে। বন্ধুকে বোঝালে সার্জ্জেণ্ট, বাবুর মনোবেদনা, বেচারা যাকে ভালবাসে সে পুলিসের মার খাওয়া লোক না হলে ভালবাসেনা।

দুই সহকর্ম্মী হাসলে। কিন্তু নিরুপায়। আজ থেকে মার বন্ধ। মহাত্মার সঙ্গে সরকারের আপোস হয়েছে, তিনি গোল টেবিলে যাবেন। সভা বন্ধর আইন বন্ধ হয়েছে।

—বল কী সাহেব আমার কপাল মন্দ।

সে দেখিল দূরে দাঁড়িয়ে কস্তুরী-সুতা তার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ পাহারাওয়ালা এবং সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে এতো মেলামেশা হাসিখুসি কেন। তারা পুলিস। সাম্রাজ্যবাদের শক্তি।

নলিনী ইংরাজি বুঝতো। সে যখন সার্জ্জেণ্টদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল—লেডি এবং লাভ দুটো কথা তার কানে গেল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—কি বলছ?

হেণ্ডারসন থতমত খেয়ে বল্‌লে—আপনাকে কিছু বলিনি।

ব্যাপারটা এত রসের যে সে রস পাঁচজনকে পরিবেশন না করলে হ্যাঙ্গলামি হয়। সে ভাবলে এই লড়ায়ে লেডিকে এ গল্প বলে দেখি সে হাসে কি না।

—ক্ষমা করবেন। একজন ভদ্রলোক এক মজার কথা বলছিল—আমরা তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম।

—কে ভদ্রলোক? কি কথা?

—ভদ্রলোককে চিনিনা। আপনি অনুমতি করেন তো কথাটা বলি।

—বলুন।

হেণ্ডারসন গ্রামোফোনের মত ষষ্ঠীর সকল কথা বলে আর এক কিস্তি হাসলে।

এবার নলিনী হাসলে, বল্‌লে—ফুল।

বেট্‌সন বল্‌লে—মাপ করবেন। ঠিক অনুরূপ। চালাক লোক।

হেসে কস্তুরী-সুতা বাড়ির দিকে গেল। সে নিজেও আজ লাটি-চার্জ্জ আস্বাদন করবার জন্য সভাস্থলে এসেছিল। নিরাশা তাকেও বিরক্ত করছিল। কিন্তু এ কি?

সে ধীরে ধীরে পথ চল্‌লে। ষষ্ঠীচরণ তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিল সে সত্য আত্ম-গোপন করতে পারেনি। কিন্তু সে আকর্ষণ যে প্রেমে পরিণত হয়েছে এবং সেই প্রেম নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যে প্রেমিককে লাঠি-চার্জ্জ-জর্জ্জরিত হ'তে প্রণোদিত কর্ত্তে পারে, এ সন্দেহ তার মনে এ যাবত স্থান পায়নি।

ছিঃ! সে হিন্দুর ঘরের বিধবা। পিতা শুনলে বলবে কি! অথচ এ আগুন হৃদয়ে জ্বালিয়ে বেচারা ষষ্ঠীই বা চিরদিন দগ্ধ হবে কেন?

ষষ্ঠীর সরলতা তাকে অভিভূত করলে। ষষ্ঠীর প্রাণে তার মত মানুষ প্রেম জাগিয়েছে—এ অনুভূতিতে তার গোপন মন গর্ব্ব অনুভব করলে। কিন্তু নিরুপায় মহিলা। যদি তার কাছে কোনো দিন ষষ্ঠী প্রেমের কথা বলে, নলিনী তাকে বুঝাতে পারে—হৃদয়ে বৃথা আগুন জ্বালার অবিমিশ্রকারিতা। স্বাতন্ত্র-ব্রতী হলেও সে নারী—ভারতের নারী। সহজ লজ্জাকে বর্জ্জন ক'রে সে এই ভ্রান্ত পুরুষটিকে বল্‌তে পারে না—ওগো! গোরা সার্জ্জেণ্টের মুখে শুনলাম, তুমি আমায় ভালবাস। আমাকে এ গৌরব দানের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আমি বিধবা। প্রেমের যে অনিবার্য্য পরিণাম, তার কোনোটি সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে

তোমার প্রেম-ফল্গুকে সরস করতে পারব না। আর বিবাহ না করেও তোমার—ছিঃ! ছিঃ!

সে ভাবতে পারলে না! তার শুদ্ধ খাদির বেশ তার গোপন যুক্তিকেও ধিক্কার দিলে। ছিঃ! একথা ওঠে কেন? সে চোখ রাঙালে তার মনকে—অভদ্র ইতর মন, যে যুক্তি হিসাবেও হীন ভাবকে পরীক্ষা করতে পারে।

সে একবার চক্ষু মিলে তাকালে চলা পথের ভিন্ন প্রান্তে। তারই মত চিন্তামগ্ন অবনত-মুখ ভ্রাম্যমান ষষ্ঠীচরণ। তার রুদ্ধ গৃহ হ'তে নিরাশ হয়ে বেচারা প্রত্যাবর্ত্তন ক'রছে নিজের কর্ম্মস্থলে।

তাকে ডাকা উচিত। হয়তো উচিত কিন্তু জড়তা যুবতীকে নিষ্ক্রিয় করলে।

বলিষ্ঠ ষষ্ঠীচরণ নিজ গন্তব্য পথে চলে গেল। প্রথম দিন যখন নলিনী তাকে দেখে ছিল, তার অঙ্গে ছিল হাতকাটা টুইলের সার্ট। কিন্তু অধুনা সে খদ্দরের বেশ ধারী। নলিনী বুঝলে খাদী ধারণের মর্ম্ম। তার উপর সার্জ্জেণ্টের নিকট প্রহৃত হবার আবেদন।

তেজস্বিনী বিস্মিত হ'ল। তার গভীর মনের গর্ব্ব অজ্ঞাতসারে তাকে তুষ্ট করলে। তার রমণী সুলভ দরদী প্রাণ বল্‌লে—আহা! বেচারা!

দশ

কমলমণি প্রগতির ভার্য্যা। অনেক বাঙ্গালী মহিলা অপেক্ষা কমলমণি জ্ঞানী—পুঁথি পড়ে নয়, স্বামীর মুখে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের স্থূল তত্ত্ব শুনে। কিন্তু সে নিজেকে ভাবত অজ্ঞ। যষ্ঠীর ভাষা জানলে, সে নিজেকে ভাব্‌তো—বাজ পাখীর পাশে দুর্গা-টুনটুনী বা জলের জাঁলার পাদমূলে চাড়া দেওয়া ইট্। ফরাসী গণ-তন্ত্রের অবসর-প্রাপ্ত মূল

সভাপতি লিওঁ ব্লুমের 'বিবাহ' নামক পুস্তক পড়ে প্রগতি তাকে শোনালে—ফরাসী পণ্ডিতের অভিমত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংস্কৃতির অনেকটা প্রভেদ হ'লে স্ত্রীর মনে অসূয়া জন্মে। তার প্রেমের উৎস চাপা পড়ে। সে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শামুকের মতো গুটিয়ে যায়। আর কোনো ক্ষেত্রে নিজের প্রেম-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পর-পুরুষের প্রেম-সরসীতে চুবন খায়।

শান্ত শিষ্ট হ'লেও কমলমণির ভাষা স্পষ্ট এবং একটু প্রাচীন। তাই সে অমন আধুনিক মনস্তত্ব-বিশ্লেষক বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি লিওঁ ব্লুমের প্রশংসা না ক'রে, সংক্ষেপে সমালোচনার ফল বিবৃত ক'রে বল্‌ত—ঝাঁটা মারো অমন সিদ্ধান্তে। গোল্লায় যাক্ ব্লুম্।

কমলমণি প্রতিদিন আনন্দবাজার পাঠ করতো। একদিন নিম্নলিখিত সংবাদ তার চক্ষু-গোচর হ'ল।

—নারীর সম্ভ্রম রক্ষা—দুজন ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া ধৃত—

নফরমণ্ডলের অষ্টাদশী স্ত্রী কামিনী দাসীর নিগ্রহের বর্ণনা দিয়া খুলনার বিশেষ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন—

মিনতিপুরে বাবুদের বাড়ি চিকিৎসার জন্য কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র চিকিৎসক ডাঃ কে পি সেনের সুযোগ্য সহকারী ডাঃ ষষ্ঠীচরণ সেন কয়েক দিনের জন্য বাবুদের বাড়ি অবস্থান করিতেছিলেন। গত বৃহস্পতিবার প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইয়া, ডিগ্‌লী ভাঙ্গলার জঙ্গলে তিনি এক আর্ত্ত রমণীর আর্ত্তনাদে আকৃষ্ট হইয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন। অভিযুক্ত দুইজন তখন শ্রীমতীকে লাঞ্ছিত করিতেছিল। অকুতোভয়ে ডাক্তার ষষ্ঠীচরণ তাহাদের কবল হইতে শ্রীমতীকে উদ্ধার করেন এবং তথা-কথিত দুর্‌বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। মিনতিপুরের সব্-ইং মুন্সী আতাউল্লা আহম্মদ বিশেষ উৎসাহে মামলার তদন্ত করিতেছেন। আসামীদের নামে

খাসি-চুরি, ভয় দেখাইয়া অর্থ-শোষণ প্রভৃতি আরও কয়েকখানি চালান্ দাখিল করা হইয়াছে !

উপসংহারে বিশেষ সংবাদদাতা অভিযোগ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ কর্ত্তে বিরত হ'য়েছেন, যেহেতু মামলা বিচারাধীন।

প্রগতির যারা প্রিয়পাত্র, কমলমণির বিচারে তারা উচ্চশ্রেণীর জীব। সুতরাং ষষ্ঠীখুড়োর কীর্ত্তি উৎফুল্ল কর্‌লে শ্রীমতী কমলমণি মিত্রকে। একে স্বামীর ফেভারিটি ষষ্ঠীখুড়ো, তার উপর মাতৃ-জাতির সম্ভ্রম-রক্ষক।

বিশ্ব-বিদ্যালয় হ'তে শিক্ষা দান ক'রে যখন প্রগতি গৃহে এলো—কমলমণি তাকে এক হাতে দিল সরবতের পাত্র, অন্য হাতে ডাক্তার ষষ্ঠীচরণ সেনের কীর্ত্তি-কথা।

কি হামজুল্লি ! এত বড় সংবাদ তাকে দেয় নাই খুড়ো।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রগতি যখন ষষ্ঠীকে পাকড়াও করলে, সে অভিযোগ শুনে ঠিক ঐ কথাই বল্‌লে—কী হামজুল্লি ! দুটো গুণ্ডাকে পিটেছি তার জন্যে কাড়া-নাকাড়া।

কমলাপতির সাজানো গৃহে ওরা চারজনে খুড়োর মুখে সমাচার শোনবার জন্য বসলো। কিন্তু যখন দুর্বৃত্তদের বাঁধনের বর্ণনা হ'ল—হাস্না ও কমলমণি অজুহাত করে পাশের ঘরে গেল। এ ঘরে এরা দুজন হাসলে—ও কক্ষে ওরা দুজন। হাস্না বল্‌লে—অদ্ভুদ্। কমলমণি বল্‌লে —অপরূপ।

প্রগতি বল্‌লে—খুড়ো দু' দুটা গুণ্ডা। তোমায় ভয় হল না ?

সে বল্‌লে—শুধু গুণ্ডা নয়। হাম্‌দো বেটা দিগ্‌গজ লেঠেল। কিন্তু সেটা যে পাপী। অমন মরশুমে আমি চার বেটার মোয়াড়া ধরতে পারি।

—কিন্তু খুড়ো ! অমন ক্ষেত্রে তো মানুষ মরিয়া হয়। কোণ্ঠ্ ঠাসা বেড়াল—

—সব জানি বাপজান। কোণ্-ঠাসা বেড়াল, মোরি-করা বাঘ, বাচ্ছা-হারা খ্যাঁক শেয়ালী। সব বিদ্যে শিখেছ বাপজান দেশের শাস্তর পড়নি।

মহিলা-যুগল সভা স্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল। হঠাৎ ডাক্তার খেতাব পাওয়া ষষ্ঠীচরণ ডাক্তার প্রগতির প্রতি মূর্খত্ব আরোপ করলে। তারা প্রাণ ভোরে হাসলে। অবশ্য হাস্য উৎসবে বন্ধুদ্বয় উদাসীন থাকতে পারলে না। তারাও উৎসবে যোগ দিলে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—দেখত মশায়। বলি বাচ্ছা রামচন্দ্র কটা কিচির মিচির নিয়ে কি দশ-মাথার মুণ্ডপাত করতে পারতো? চোরের হিম্মত থাকে ন —বিশেষ মেয়ে চোরের।

উদার প্রগতি। জ্ঞান-সংগ্রহ করা তার নেশা। সেক্সপীয়রের কথা মনে পড়লো। আরও মনস্তত্ত্বের নীতি-বাদীদের কথা। বিবেকই আমাদের কা-পুরুষ গড়ে। বাঃ ষষ্ঠী-খুড়ো।

সে উঠে তাকে আলিঙ্গন করলে। বল্‌লে—খুড়ো বিশেষ সংবাদ দাতাই জহুরী—বিশ্ব-বিদ্যালয় নয়। তুমিই প্রকৃত ডাঃ সেন—আমরা বোগাস্ ডাক্তার।

কী হামজুল্লি। ষষ্ঠীচরণ উদ্বিগ্ন হল। সলজ্জ নয়নে বৌ-মা-দের দিকে তাকালো। তারা কি ভাব্‌বে। কী হামজুল্লি। তাদেরও চোখ্ ফুঁড়ে প্রশংসা ঠেক্‌রাচ্চে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—ফর্-রাঙ্।

কিন্তু কে তাকে ফর-রাঙ্ করতে দেবে। প্রগতি দরজা আট্‌কালে। বল্‌লে—সেটি হবেকনি খুড়ো।

কাজেই তাদের অনুরোধে খুড়োকে দর্শন পরিবেশন কর্ত্তে হ'ল।

সে বল্‌লে—মহাত্মাজি মাথায় থাকুন।

অকস্মাৎ !

সে বল্‌লে—ঐ যে বাপজান অসংযোগ না কি বল।

প্রগতি শুধরে দিয়ে বল্‌লে—অসহযোগ—হ্যাঁ অসংযোগও বল্‌তে পারা যায়।

দার্শনিক ষষ্ঠী বল্‌লে—যোগাযোগ বাজে মার্কা। যদি সে সময় আমি উপোস করে ঘাপটি মারতাম কি মট্‌কা মারতাম—হাঃ মা-কালী—মেয়েলোকটার ইজ্জত কোথায় থাকৃত। সাঁই সাঁই করে দু কিস্তি পায়তাড়া কসে দিলাম। বাস—লে লুল্লু।

মহিলাদ্বয় একমত হ'ল। কমলাপতিও ওরূপ বাক্যে ঐক্য হল। কিন্তু প্রগতি ঘাড় নাড়লে। বল্‌লে—না অত্ সোজা না।

সে ঘাড় নাড়লে বটে। কিন্তু ভাববার চেষ্টা করলে—এরূপ ক্ষেত্রে মহাত্মাজির কি ব্যবস্থা।

এপার

এবার যেদিন সাক্ষাৎ পেলে ষষ্ঠী শ্রীমতী নলিনী দেবীর, শেষোক্ত ব্যক্তি মিনতিপুরের নারী-হরণের উল্লেখ করলে।

ষষ্ঠী তাকে সকল কথা বল্‌লে—অতি সহজ সরল ভাবে, বারুণী গঙ্গা স্নান করে বা শিয়ালদহের হাটে কুমড়ো কিনে, মানুষ যেমন কথার পিঠে কথা কয়, আসর গরম রাখবার জন্য। তার গল্পের মধ্যে দম্ভ ছিল না, আত্ম-প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টা ছিল না, হামিদ বা আবুর প্রতি আক্রোশ ছিল না। মন্দ লোক লোভে প'ড়ে পাপ করেছে—বিধির বিধানে শাস্তি পাবে। মঙ্গলময় বিশ্ব-নিয়ন্তা বেচারা কামিনীর সতীত্ব রেখেছেন। সে ব্যবস্থার মধ্যে তার কৃতিত্ব বা কর্ত্তৃত্বাভিমানের কোনো স্থান ছিল না।

এ সরল লোককে তার নিজের জ্বালা আগুনের দাহন থেকে রক্ষা করা নলিনীর অবশ্য-কর্ত্তব্য। কিন্তু সে কর্ম্ম সাধিত হয় কেমন করে!

তর্কের সময় ষষ্ঠীচরণ নিরুপদ্রব অসহযোগিতার কথা তুল্‌লে। ভাগ্যক্রমে এ বিষয়েও তারা দুজনে এক মত হল।

এবার নলিনীর বুদ্ধি জোগাল তাকে সতর্ক করবার।

সে বল্‌লে—ডাক্তার সেনের বৈধব্য-দমন সমিতি কেমন চলছে ?

—ভালই হবে। অমন সব পান্তি পান্তি মোড়ল আছে তাদের ঝাঁকে—বেওয়াদের সিঁথি রাঙাচ্চে বই কি ?

—কিন্তু কাজটা কি ভাল ষষ্ঠীবাবু ?

—ভাল না ? আলবাত ভাল, নিশ্চয় ভালো। একশোবার ভাল।

—আমার মনে হয় হিন্দু ধর্ম্মের ব্যবস্থা ভাল।

কথার তাৎপর্য্য বুঝলে না ষষ্ঠী। সে বল্‌লে—হিন্দু শাস্তর চায় বিধবার বিয়ে। বিদ্যেসাগর মশায় অনেক শাস্ত্র ওলোট পালোট ক'রে রায় দিয়েছে।

কস্তুরীসুতা বল্‌লে—যে বিধবা বিবাহ করে তার ওপর আমার কোনো সহানুভূতি নাই। ছিঃ!

বেচারা এখনও বোঝেনি। সে বল্‌লে—এমন এমন বিধবা আছে—যার পেট চলে না। কত বিধবা পেটের দায়ে—মানে, কি আর বলব ? আপনি মেয়েছেলে। না! জোর ক'রে বিবাহ বন্ধ বেজায় বদ্।

এবার আরও প্রত্যক্ষভাবে বল্‌লে নলিনী—আপনি জানেন আমি নিজে বিধবা।

মিথ্যা বলে না ষষ্ঠী অথচ যে হেতুর ওপর তা'র সিদ্ধান্ত তার উল্লেখ করতে পারে না ষষ্ঠী। সে বোকা বোকা মুখ করে নীরব রহিল।

তার মুখ দেখে নলিনীর দয়া হল। না, একে রক্ষা করতেই হবে। আজ সে ভুগবে কিন্তু চিরদিন জ্বলবে না।

সে বল্‌লে—এই ধরুন আমার কথা। বিবাহ আমি মহাপাপ মনে করি।

এবার ষষ্ঠী জাগলো। সে তার মুখের প্রতি তাকালো।

নলিনী বুঝলে। সে বল্‌লে—আমায় যদি কোনো বেকুফ ধরুন বিবাহের কথা বলে, আমি তাকে ভীষণ—

তার চক্ষু ঝাঁঝালো হ'ল। ষষ্ঠী সাড়ে পাঁচ সেকেণ্ড তার দিকে তাকিয়ে রইল। তার অধরোষ্ঠ শুষ্ক। প্রাণের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল।

সে চোখ বুঝ্‌লে। দুবার ঘাড় নাড়্‌লে। মনে মনে বল্‌লে—জয়মা কালী। কপালে নাইকো ঘী, ঠক্‌ঠকালে হবে কি।

স্থির হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কস্তুরীস্থতা। সে নিজেকে পুণ্যবতী ভাবছিল। একটা নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষকে সংশয়ের দাহন থেকে, পরিশেষে নিরাশার কুম্ভীপাক থেকে, রক্ষা করার গর্ব্ব বোধ করছিল।

ষষ্ঠীচরণ চোখ চাহিল। এবার তার চক্ষে শান্তি বিরাজ করছিল।

সে বল্‌লে—আপনাকে বিবাহের কথা বলে কেউ দিক্‌ করে আমায় বলবেন্‌ আমি তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দে'ব।

কস্তুরীস্থতা হাসলে। সে বল্‌লে—ষষ্ঠীবাবু আপনার বাহু বলে আমি নিশ্চয় নির্ভর করতে পারি।

সে বল্‌লে—আপনাকে আমি মানি। আপনার ঝাঁঝ আমার লাগে ভাল। আপনার ধর্ম্ম আপনার গহনা। আপনাকে আমি প্রণাম করি।

নলিনী বল্‌লে—ছি! ষষ্ঠীবাবু কি বলছেন? আমি আপনার ছোটো বোন।

ষষ্ঠী উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে—আসি।

জানালা দিয়ে কস্তুরীস্থতা দেখলে—বলিষ্ঠ খদ্দরের মোটা চাদরে চোখের কোণ মুছলে।

দ্বিতীয় ভাগ

এক

সন্ধ্যার সময় কাজ থাকে না একটু ঘুরতে ইচ্ছা হয় খুড়োর। যেদিন কস্তুরীসুতা তাদের বাড়িতে, অস্ত্র বেচতে এসেছিল সেদিন ষষ্ঠী তাকে না দেখলে পারত। তা হ'লে একমাস তাকে আশায় বুক বেঁধে নব-জীবনের সন্ধানে ঘুরতে হত না। কিন্তু বিধিলিপি। যেদিন কস্তুরীসুতা তার আশার ভাঁড়টি মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলে, রাত্রে অনেক ভাবলে ষষ্ঠী। সে লুকিয়ে কয়েকদিন নলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল—সংবাদ দেয়নি বন্ধুদের। কেহ তাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করেনি।

রাত্রে ভাবলে ষষ্ঠী। সে নিজেকে ভাব্‌লে গাধা। সত্যিই তো। নলিনীর পক্ষ থেকে যে বিবাহে আপত্তি থাকতে পারে সে কথা সে ভাবেনি। অবিবাহিতা কুমারীকে আন্তরিক প্রেমে বশ করা যায়। কিন্তু যার ধর্ম্ম বুদ্ধি দ্বিতীয়বার বিবাহ কর্ত্তে ঘৃণা বোধ করে তাকে বিবাহের পরামর্শ দিলেও অধর্ম্ম হয়। তবে ভালবাসা—সেতো নিজস্ব ব্যাপার। তার রসবোধ ফিরে এলো যখন তার গ্রামে-শোনা নিধুবাবুর গান স্মরণ করলে—লুকিয়ে ভালবাসব তারে জানতে দেব না।

সকালে আবার মনের শূন্যতা উৎপীড়ক হ'ল। সন্ধ্যায় মন চাহিল—দরদ। সে গুটি গুটি গেল প্রগতি মিত্রের বাড়ি।

প্রগতি আপ্যায়িত হ'ল তার শুভাগমনে। কি হামজুল্লি। স্বয়ং ষষ্ঠী খুড়ো তার গৃহে। সে মুকুলমণিকে ডাকলে। শ্রীমতী অভিভূত হল।

মুকুলমণি বাজারের পান্তুয়া ও নিজের হাতে গড়া মধাই পান দিলে ষষ্ঠীচরণকে খেতে।

ভোজন-তৃপ্ত-ষষ্ঠী বল্‌লে—বৌমা আমার জোনাকী।

দেবী নয়, লক্ষ্মী নয়, হীরা নয়, মাণিক নয়—জোনাকী। হাস্নার মত হাসি থামাবার ফরমুলা ছিল না কমলমণির। অথচ মাননীয় ষষ্ঠী খুড়োর মুখের ওপর হাসিও অশৈষ্ঠব। সে গৃহান্তরে গেল।

প্রগতি পণ্ডিত হলেও মূর্খ ছিল না। সে বুঝলে খুড়োর শুভাগমন নিরুদ্দিষ্ট নয়।

সে বল্‌লে—খুড়ো কস্তুরীসূতার খবর কি? তার সন্ধান পেয়েছ?

—তা যদি শুধালে বাপজান তবে বলি। সন্ধান পেয়েছি। ভালো ঝাড়ের তেউড়।

প্রগতি মনে মনে আউড়ে নিলে—ঝাড় মানে বাঁশ ঝাড়—মানে বংশ। তেউড়—বাচ্ছা বাঁশ। অর্থাৎ ভাল বংশের মেয়ে।

প্রগতি বল্‌লে—সে কথা গোড়াগুড়িই বুঝেছিলাম। তার আছে কে?

—বাপ আছে। একেবারে ষাঁড়ে চড়া।

তাদের ক্ষুদ্র পরিবারের পরিচয় দিলে ষষ্ঠীচরণ। অস্ত্র বিক্রয় পরিত্যাগ করে এখন নলিনী দেবী খদ্দরের সেমিজ, জ্যাকেট, ফতুয়া নির্ম্মাণ করছে। তার পিতা সে সব বিক্রী করে। ধীরে ধীরে দরদী উৎকণ্ঠায় প্রগতি ষষ্ঠীর সকল সংবাদ সংগ্রহ করলে। কেবল কস্তুরীসূতা, বিধবা-বিবাহ-বিরোধী সে সমাচার দিল না ষষ্ঠী। কারণ সে কথা পরের। তার নিজের সকল কথা সে অন্যের জ্ঞান-গোচর কর্ত্তে পারে কিন্তু পরের—বিশেষ শ্রীমতী নলিনীর—অন্তরের কথা বলবার অধিকার সে দাবী করলে না।

প্রগতি বল্‌লে—খুড়ো বিয়ের কথা কিছু হ'ল?

খুড়ো বল্‌লে—বিয়ের চেয়ে প্রেম মিষ্টি।

প্রগতি বুঝলে খুড়োর অবস্থা সঙ্গীন।

সে বল্‌লে—সে কি খুড়ো তোমার আগ্রহ কি লোপ পেলে।

খুড়ো বল্‌লে—তাও কি বাবা যায়। তক্ষকের কামড় ভালবাসা। সবুরের মেওয়া।

প্রগতি আশ্বস্ত হল। খুড়ো আশা ছাড়ে নি। ক্ষণিক পরাজয় বা রণ-বিরতির অধ্যায় আপাততঃ এ মহা প্রেম-সমরে।

সে বল্‌লে—আচ্ছা খুড়ো তোমার তো দেশ আছে, সমাজ আছে, সমাজে তোমাদের প্রাচীন বংশের হিঁদুয়ানীর ঐতিহ্য মানে, মানে—

ঐতিহ্য কি তা স্পষ্ট না জানলেও ষষ্ঠী ভাব বুঝে কথা জুগিয়ে বল্‌লে—নাম ডাক্। নামের ডাকে গগন ফাটে চমকে ওঠে জমাদার—এই তো বলছ।

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় প্রগতি অভিভূত হ'য়ে বল্‌লে—হ্যাঁ ঐ কথা। তোমার সমাজ কি বিয়ে-করা বিধবা বৌকে ঘরে নেবে? দেশে একটা দলাদলি, ধোবা নাপিত বন্ধ ইত্যাদির ঘটনা ঘট্‌বে না কি? শুধু বিধবা নয়—

আবার অমায়িক হেসে ষষ্ঠী তার মুখে কথা জুগিয়ে দিলে।—শুধু পলতা নয় ধনে পল্‌তা। একে বিধবা তায় ঘানিটানা।

তার হাসি ও বিচক্ষণতায় গুণ-গ্রাহী পণ্ডিত মুগ্ধ হ'ল। বলিষ্ঠ দেহ, শিশু মন, অনাবিল হাসি। সাহিত্য-বিজ্ঞানের বেড়াজাল তার জীবনকে জটিল করে তোলেনি। অথচ সহজ জ্ঞান আর বহুদর্শিতা, গ্রাম্য সংস্কৃতিকে নিজস্ব করে, একটি পূর্ণ মানব রচেছে। সে পূর্ণতা ক্ষুদ্রের পূর্ণতা, মহতের অনির্দ্দিষ্ট প্রসার প্রত্যাশী নয়। কিন্তু জল-ভরা ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মত তার ক্ষুদ্রতা পূর্ণতার ভাতিতে সুদর্শন। কৃত্রিমতা তার জীবনকে জটিল করেনি।

ষষ্ঠী বল্‌লে—বাপ-জান দেশ আর সমাজ। দাও থোও মাসি পিসি, না দাও তো কাদায় ঠেসি।

প্রগতি তার সমস্যার স্পষ্ট উত্তর পেলে না। সে আবার জিজ্ঞাসা করলে—সমাজ মাপও করবে তো।

ষষ্ঠী বল্‌লে—বলছি তো কলমি-লতার কথা। আমার নাম-ডাক নাই —গাঁটে পয়সা নাই—হিংসা করে গাধাকে পিটলে তো ঘোড়া হয়ে চাঁট ছুড়বে না। আমি বেটে ভ্যাগা। আমি গাছতলায় বেদে। আমি সধবা বিয়ে করি কি বিধবা বিয়ে করি, সে ভাবনা ভেবে কেউ ঝুরো লোসা—

—ঝুরো লোসা?

—ঝুরো—ঝুরঝুরে ভাত। লোসা—ঠেসে খাওয়া।

প্রগতি বল্‌লে—ও ভাত খাওয়া।

ষষ্ঠী বল্‌লে—হ্যাঁ। তাই বলছিলাম আমার ভাবনা ভেবে কেউ অন্নজল ফেলে কোমর বাঁধবে না। জানে ন্যাঙ্‌টার নেই বাট্‌পাড়ের ভয়। জানে বেটা ভুরিভোজ দিয়ে গাড়ু-গামলা বিলিয়ে জাতে উঠবে না। তবে হ্যাঁ যে মগ্‌ডালে—তাকে কুপোকাত করবার জন্য সব স্যাঙ্গাত গোড়া কোপায়। সমাজের কথা থো কর বাবা।

প্রগতি দুঃখ পেলে—পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে ষষ্ঠীচরণের মত উদার লোকের মুখে এমন অনুদার বাণী শুনে। সে বিস্মিত হ'ল এই স্বভাব-দার্শনিকের বিশ্লেষণ শক্তিতে। প্রেমের কুহক-ছোঁয়াচ লেগে তার মাথা খুলে গেছে কিম্বা এ অভিজ্ঞতা পর্য্যবেক্ষণ লব্ধ—প্রগতি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলে না।

তাদের ভাবের আদান-প্রদান বাধা পেলে মিষ্টার চক্রধর তরফদারের আকস্মিক আবির্ভাবে। ঘড়িতেও টং টং করে আটটা বাজলো।

চক্রধর প্রগতির সহপাঠী। চক্রধর ব্যারিষ্টার। মানুষটি উদার। সভ্যসমাজের সুষ্ঠু অনুশাসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্ব্বার জন্য তাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব্ব কর্ত্তে হ'য়েছিল। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য উচ্চ আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণের উচ্চাভিলাষে শাসন অনুশাসনে মানুষকে বাঁধে সভ্য-সমাজ।

যথাসময়ে কাজ করাকে চক্রধর ঐরকম একটা হিতকর অনুশাসন ব'লে মানত। কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু বা ঘনিষ্ট আত্মীয়র সঙ্গে সাতটায় সাক্ষাত কর্ত্তে যদি সে প্রতিশ্রুত হত—ঠিক ঘড়ি ধরে সাতটারই সময় সে গন্তব্য স্থলে পৌঁছিত। সে কলিকাতার প্লাবিত রাজপথের বাধা মানতো না—মহরম মিছিলের ভুলভুলের জনতা রাজপথ বন্ধ করে তাকে কর্ত্তব্য-পথ-চ্যুত কর্ত্তে পারতো না। নির্দ্দিষ্ট কালের দুএক মিনিট পূর্ব্বে বন্ধু গৃহের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে পৌঁছিলে, তরফদার সেই দু-এক মিনিট ঘড়ি ধরে বাড়ির সামনে টহল দিত। যথাকালের পরে পৌঁছান যখন অভদ্রতা, যথাকালের পূর্ব্বে পৌঁছানও তথৈবচ।

সাধন পথ চিরদিন দুরূহ। সাধন-পথ শাস্ত্রমতে ভয়সঙ্কুল। সময়-সাধনার পথে মিঃ চক্রধর তরফদার বার-এট্-ল নিগ্রিহীত হয়নি এ কথা বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়। একবার এক বন্ধুর সদর দরজার সম্মুখে তাকে দীর্ঘ পাঁচ মিনিট পায়চারি করতে হয়েছিল। কিছু একটা না করে কাজের মানুষ ফুটপাথে ঘুরতে পারে না উত্তর হতে দক্ষিণে আবার দক্ষিণ হতে উত্তরে। কাজেই চক্রধরকে শিষ দিয়ে গাহিতে হচ্ছিল—ধনধান্য পুষ্পভরা।

বন্ধু-গৃহের অব্যবহিত উত্তরে এক প্রৌঢ় বাস কর্ত্ত—যার সংসারে, ভাঙ্গা ঘরে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত বিরাজ কর্ত্ত এক তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যা। প্রৌঢ়ের মনোভাব ছিল দীন হীন, কারণ সন্দিগ্ধ। একজন যুবক উত্তম পোষাক-পরা তেল চুকচুকে মাথায় সিঁথি কাটা, আবার সামনের চুল পিছন মুখ করে বিন্যস্ত। তার বাড়ির সামনে টহলাচ্ছে আর শিষ দিচ্ছ, গতিক, মোটেই ভাল না।

প্রৌঢ় একবার গলা থাকৃরি দিলে টহলদার তার দিকে তাকালে না। তরুণী স্ত্রীর স্বামী দ্বিতীয় বার গলা থাকৃরি দিলে। তরফদার থমকে

দাঁড়িয়ে কব্জি-ঘড়ির দিকে তাকালে। তৃতীয় খাকৃরি দুর্ভাগ্যক্রমে চক্রধরের বন্ধু সন্দর্শনের নির্দ্দিষ্ট কালের সমসাময়িক হল—সুতরাং সে বেগে প্রবেশ করলে বন্ধুর বাড়িতে।

তরুণী ভার্য্যার প্রৌঢ় স্বামী খুব হাসলে। হাস্‌তে হাস্‌তে তার প্রাচীন দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। সে মনে মনে বল্‌লে—ছুঁচো! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। তিন হুমকীতেই দে পিট-টান।

যাক্ সে কথা!

প্রগতির কক্ষে প্রবেশ করেই চক্রধর বল্‌লে—প্রগতি তোমাকে কতবার বুঝিয়েছি যে ধুতির সঙ্গে সার্ট চলে না।

—বলেছ বটে! তুমি ডাক্তার ষষ্ঠীচরণ সেনকে চেন না?

কোনো অব্যক্ত কারণে ষষ্ঠীচরণ আজ একটি খদ্দরের হাত-কাটা নীল সার্ট পরিধান করেছিল। সুষ্ঠু চক্রধর ভাবলে তার মন্তব্যে অপরিচিত অপরাধ গ্রহণ কর্ত্তে পারে।

সে বিনয়সহকারে বল্‌লে—আমি নীল সার্টের কথা বলছি না। কাপড়ের সঙ্গে যদি কিছু চলে তো নীল সার্ট।

তাকে নিরপরাধ করবার জন্য ষষ্ঠী বল্‌লে—চলে বলে চলে গড়গড়িয়ে চলে।

চক্রধর বল্‌লে—ডাক্তার সেন ক্ষমা করবেন। আমি ডাঃ মিত্রের সাদা সার্টের কথা ভাবছিলাম। সাদা টুইলের সার্ট—যার দু' জায়গায় আমের রস পড়েছে আর এক জায়গায় দাগ হয়েছে চায়ের।

প্রগতি বল্‌লে—তরফদার তুমি সাহেব। জগতের শ্রেষ্ঠ ফল কি করে খেতে হয় সে তত্ত্ব তুমি বোঝ না। আঁটি না চুষলে কখনও আম খাওয়া মঞ্জুর হয়? কি বল খুড়ো।

খুড়ো বল্‌লে—তেলি হাত ফস্‌কে গেলি—এই হল আম খাওয়ার হদীস।

নীল সার্ট ভীম দেহ তার ওপর মজিদারী প্রবচন। প্রথম সাক্ষাতেই তরফদার ষষ্ঠীচরণকে ভালবেসে ফেল্‌লে।

প্রগতি তাকে ষষ্ঠী সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌লে। আর ষষ্ঠীকে তরফদারের বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যার গল্প বল্‌লে।

ষষ্ঠী হাসলে। বল্‌লে—পিত্যি রক্ষার ব্যাপার মশায় তৃতীয় পক্ষের বিয়ে।

তরফদার বল্‌লে—তোমরা একটা বিধবা মুষল না কি সমিতি করেছ—

—বৈধব্য দমন সমিতি।

সে বল্‌লে—এবার বৃদ্ধার তরুণ স্বামীর সমস্যা সামলাতে হবে হিন্দু সমাজকে তোমাদের সমিতির আশীর্ব্বাদে।

খুড়ো বল্‌লে—ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। তা মশায় ম্যাও ধরতে হবে কাজের! বস্তর হরণ করতে গেলে গিরি গোবর্দ্ধন তুলতে হয়।

তরফদার বলে ফেল্‌লে—বহুৎ আচ্ছা খুড়ো। ক্ষমা করবেন ডাক্তার সেন। মানে কমলাপতি আমারও বন্ধু কিনা—খুড়ো বল্‌লাম বলে রাগ কর না।

সে বল্‌লে—রামচন্দ্র তরফদার মশায়। আমি হ'লাম সরকারী খুড়ো।

তরফদারের মস্তিষ্কে বৈধব্য-দমন খেলছিল। সে বল্‌লে—তোমাদের সভার মারফত আরও অনেক কাজ হবে। বিলেতে এমন হয়। প্রচার করবার জন্য তোমাদের কর্ম্মী আছে তো।

প্রগতিকে স্বীকার কর্ত্তে হল যে বহু দিনের কু-সংস্কার মারতে গেলে কর্ম্মী চাই। তারা জেলায় জেলায় শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছে। কলিকাতা হতে অনুষ্ঠাতা যায়।

তরফদার চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লে—কর্ম্মিনী আছে? অর্থাৎ লেডি ভলান্টিয়ার?

———তা আছে বৈ কি। তবে খুব কম। আমাদের বাড়াতে হবে—মহিলা সেবিকা।

যে সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল, তরফদার তার হেতু প্রতিপাদিত হয়েছে বুঝল। এবার সিদ্ধান্তটি সভায় ব্যক্ত করবার পূর্ব্বাভাষ দিলে।

—তা হলে আরও কতকগুলা বিবাহ সম্পন্ন হবে সমিতির প্রক্রিয়ার ফলে। এগুলাকে সমিতির গৌণ কর্ম্মফল বলতে পারা যায়। মুখ্য কর্ম্মফল অবশ্য অজ্ঞাত লাঞ্ছিত বিধবাদের বিবাহ।

তার ভণিতা কল্পনা উদ্দীপিত করলে। প্রগতি বুঝলে সিদ্ধান্তটা কি হবে। ষষ্ঠী এ গৌর চন্দ্রিকায় হাম জুল্লির সন্ধান পেলে।

এবার সে স্পষ্ট প্রকাশ করলে তার বক্তব্য—সমিতির কতকগুলি স্বেচ্ছাসেবকও স্বেচ্ছাসেবিকার মধ্যে বিবাহ অনিবার্য্য।

বিজলির ঝলক খেললে খুড়োর মস্তিষ্কে। ভারি জ্ঞানের কথা। নানা সম্ভাবনাকে কল্পনা যখন তার মাথার মধ্যে ওলোট-পলট খাওয়াচ্ছিল, বিজয়ী বীরের মত বল্‌তে আরম্ভ করলে তরফদার।

—বিশেষজ্ঞরা কেবল কতকগুলা রোগকে সংক্রামক ভাবে। মানুষ অসহায়। পরের দৃষ্টান্ত তার কর্ম্মক্ষেত্র ও ভাব-ক্ষেত্র প্রসার করে। কি বলেন খুড়োমশায়? দৃষ্টান্ত ছোঁয়াছে।

—হ্যাঁ কথাটা জজে মানে। জেনে জেনে জানোয়ার যেমন। কুত্তা পালতে ঘেউ ডাক্‌তে হয়। বলছিলাম একটা কথা। থাক্।

থাক্। খুড়োর ভাব-সাগরে ঢেউ উঠেছে। থাক? হ'তেই পারে না। অসম্ভব। শুন্‌তে হবে। সে কি কথা?

অগত্যা তাকে বল্‌তে হল আহার-ওষুধের কথা—এক ঢিলে দু পাখি মারার কথা। অর্থাৎ জোগাড় যন্ত্র করে কস্তুরী সুতাকে বৈধব্য-দমন সমিতির স্বেচ্ছাসেবিকা করা বিধেয়। সে তো স্বেচ্ছাসেবক আছেই। তারপর তরফদার মশায়ের জন্যে শোনার মত কথা আর প্রজাপতির রঙীণ পাখার কেরামতি।

—মনোরম———বল্‌লে প্রগতি।

—বুঝলাম না—বল্‌লে তরফদার।

প্রগাঢ় আবেগে মনের কথাটা ব'লে ফেলেছিল ষষ্ঠীচরণ। তরফদার অপরিচিত তার কাছে এ কথার উল্লেখ করে সে ভাল করেনি। কিন্তু লোকটা বিজ্ঞ, দরদী এবং প্রগতির অন্তরঙ্গ।

প্রগতি হেসে বল্‌লে—খুড়ো চক্রধরের কাছে ধরা পড়লে, আমার দোষ নেই, তবে ওকে বলি।

নিজের প্রতি বিদ্রূপ করে হাসলে ষষ্ঠী। বল্‌লে—যখন ঠাকুর ঘরের রম্ভা খাইনি বলেছি—সাফাই মিথ্যা। বাপজান বল—আমি শুনি।

কস্তুরী-সুতার সম্ভ্রম রেখে খুড়োর প্রেমের কথা বল্‌লে প্রগতি।

চক্রধর হাতের চুরুট পুড়িয়ে ছাই ক'রে, আর একটা ধরালে। তার পর ধীরে ধীরে বল্‌লে—সম-বেদনা, সম-কর্ম্ম, বিপদে সহায়তা।

তখন এদের উভয়ের কি বেদনা আছে জানতে চাহিল ব্যারিষ্টার। বেদনার ফিরিস্তি পেলে তখন উভয়েতে বিদ্যমান এমন বেদনার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—অম্ল, চক্ষু-শূল কোনো শূল বেদনা আমার নেই। কাজেই—

—আচ্ছা যেতে দিন। তা হলে সহ-কর্ম্মী হওয়া। অবশ্য বৈধব্য যন্ত্রণা—সমিতি—

—দমন-সমিতি—শুধরে দিলে প্রগতি।

—আচ্ছা তাই হল। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে বিলম্ব হতে পারে। অচিরে কার্য্যে সম্পন্ন হয় সার্জ্জেণ্টের লাঠি খেলে কিম্বা জেলে গেলে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—সে গুড়ে বালি। গান্ধীজি আমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে—গোল্লায় যাবে নাকি—

প্রগতিকে আবার শুধ্‌রে দিয়ে বল্‌তে হল—গোল্লায় না খুড়ো, গোলটেবিল বৈঠকে।

সার্জ্জেণ্টের সাথে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল শুনে যুগলবন্ধু হাসি চাপতে পারলে না।

ষষ্ঠী অপ্রস্তুত হল না। সেও হাসলে। বল্‌লে কপালে নাইক ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কী ?

সভা স্থলে যখন আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল চক্রধর বল্‌লে—জেল ?

—যেমন নদী তেমনি ভেলা তা জানি। হাম্‌দো আর এবো বেটাকে চোরের মার মারলাম—কিন্তু শুনছি কুকুরকে মুগুর পেটা করলে ঘানি হয়না।

প্রহৃত ব্যক্তিদ্বয় কে—তা জানবার বাসনা হল চক্রধরের। প্রগতি সংক্ষেপে কামিনী চুরি ও বামাল উদ্ধারের কাহিনী বিবৃত করলে।

শ্রদ্ধায় চক্রধরের প্রাণ ভরে উঠ্‌লো। এ হেম বীরের সন্দর্শন। সে বেচারা প্রগতির একটি প্যাকেট সিগারেট পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্লে। এ হেন খুড়োর একটা হেস্তনেস্ত যদি না করতে পারে চক্রধর তো, বৃথা মিডিল টেম্পল বৃথা পি এণ্ড ও এবং বৃথা হাইকোর্ট।

—সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমার দুয়ারে এসেছি—বৈধব্য দমন-সমিতিই আমাদের খুড়োর—

খুড়ো কথা জুগিয়ে বল্‌লে—গঙ্গাযাত্রার খাটুলি। কিন্তু ও পথেও

বাবা জুজু আছে। শ্রীমতী নলিনী দেবী বিধবার সিঁথি রাঙাতে নারাজ।

—নন্‌সেন্স—বল্‌লে চক্রধর।—বেশ বোঝা যাচ্চে মহিলাটি মহৎ, তিনি যখন দেশের কাজ করেন, সামাজিক কাজ করবেন নিশ্চয়। তারপর রোগী হতে রোজা। এ, বি, সি।

আনন্দিত হ'ল খুড়ো। সে বল্‌লে—ভারি জবরদস্ত তোমার ঘট ব্যারিষ্টার বাপজান। আমাদের নফর কনষ্টবল প্রথমে কোকেনের কেস ধরত। শেষে সে নিজে কোকেনের কারবার খুলে দিয়ে একেবারে বালাখানা বানিয়েছে। শুনছি নাকি আবার বিয়ে করেছে।

প্রগতি বল্‌লে—চক্রধর সাবধান। আবার পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে যেন তার বালাখানার সামনে শীষ দিওনা।

কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অবশ্য খুড়ো এমন জনহিতকর প্রস্তাব উপস্থাপিত করবে।

খুড়ো বল্‌লে—বাপজান যারা স্বদেশী সিন্দূর বেচে তাদেরও একটু টুইয়ে দিলে হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বরেরা যেমন ঘটা করে দাড়ি চাঁচে পাকা চুল ঢাক্‌তে—দ্বিতীয় পক্ষের বৌরাও তেমনি ঘটা করে সিন্দূর লাগাবে সিঁথিতে।

কিন্তু যেহেতু স্বদেশী সিন্দূর-ওয়ালাদের নাম তার অবিদিত এবং এরূপ কার্য্যের পরিণাম অস্পষ্ট এ প্রস্তাব অগৃহীত হ'ল।

প্রগতির পক্ষে এ প্রচেষ্টা দুর্গতির কারণ হবে। কারণ শৈল-সুতার হৃদয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধার একান্ত অভাব।

—নন্‌সেন্স—বল্‌লে চক্রধর।—চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। আবশ্যক হয় আমি সাক্ষাৎ করব তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর দেবতা-পিতার সঙ্গে।

এ প্রস্তাবে একটা বিপুল বাধা ধীরে ধীরে মাথা তুল্লে। সে তো

সমিতির সভ্য নয়। কী অধিকার নিয়ে সে সম্মুখীন হবে এই উচ্চ-হৃদয় মহিলার দ্বারে ?

কিন্তু খুড়োর প্রতি দরদে আজ সে দিল-দরিয়ায় মলয়-হিল্লোলের সন্ধান পাচ্ছিল। সে আজ সাগর উদ্দেশে যথা বাহিরায় নদী। কলা কাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনী সর্ব্ব-মঙ্গলার সে চিরদিনের ভক্ত।

শ্রীমতী নলিনী দেবী ও শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ সেনের মঙ্গল কামনায় সে বৈধব্য-দমন-সমিতির সভ্য শ্রেণীতে নাম লেখালে।

দুই

খুড়ো নলিনী দেবীর বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন তার্কিকের সাক্ষাৎ পেলে। নলিনী নিজের কক্ষে ছিল—তার্কিকের দল দীনেশের কক্ষে ব'সে তর্ক করছিল।

মিনিট পাঁচেক স্থির হয়ে শোনবার পর ষষ্ঠী সেন বুঝলে আলোচনার প্রসঙ্গ। একদল গান্ধীজির মুণ্ডপাত করছে যেহেতু তিনি সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সভ্য হ'তে সম্মত হয়েছেন। অপর পক্ষের বক্তব্য যে গান্ধীর উপমা গান্ধী—সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু বা জগলুলের মানে গান্ধীর বিচার ঘোর অবিচার। কারণ সুরেন্দ্রনাথের শেষ দিনের মত কোনো দিন গান্ধীজি জনমনের বিস্মৃতি সাগরে জল-ভরা কলসীর মত ডুবে যেতে পারেন না। দেশবন্ধু জীবিত থাকলে গোল টেবিলে যেতেন কিনা সে গণ্ডগোল অকারণ। যেহেতু এক্ষেত্র তাঁর জীবদ্দশায় দৃষ্টি গোচর হয়নি সুতরাং কর্ম্ম-বিধানের সমস্যা ওঠেনি। জগলুলকে আমন্ত্রণ করে, গোপনে নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল বটে কিন্তু সে প্রক্রিয়া গান্ধী সম্বন্ধে আচরিত হলে প্রতিক্রিয়া হবে ভীষণ।

কোনো সাধারণ আলোচনায় উদাসীন থাকা সম্ভব নয় চিন্তাশীলের। এ আলোচনায় ষষ্ঠীচরণের গোপন মন সাড়া দিলে।

একজন দেশ সেবক ষষ্ঠীচরণের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—আপনি বলুন না মশায়।

আবেদন কোন পক্ষ থেকে এলো ষষ্ঠীচরণ তা বুঝলে না, বোঝবার চেষ্টাও করলে না। সে সত্যবাদী।

সে বল্‌লে—এটা ঠিক যে গান্ধীজির কোলাকুলিতে দনাদন বন্ধ হয়েছে।

বিপিন দস্তিদার বল্‌লে—কি বন্ধ হয়েছে ?

—লে দনাদন। রাঙা মূলোর পিটুনী।

তুর্ব্বোধ ভাষার কাছে কাবু সবাই। তার্কিকেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি করতে লাগলো।

দীনেশ কয়দিনের পরিচয়ে ষষ্ঠীর ভাষার মোচকোফেরটুকু ধরে ফেলেছিল। মনে মনে একটু হিসাবপত্র করে সে বল্‌লে—ষষ্ঠীবাবু বলছেন গান্ধীজি—আরউইন মিলনের ফলে লাল-পাগড়ী বা লাল মুখ সার্জ্জেণ্টের লাঠি চার্জ্জ বন্ধ হয়েছে।

একপক্ষ বল্‌লে—হ্যাঁ তা অবশ্য।

বিপক্ষ বল্‌লে—হুঁ। তা হয়েছে বটে।

উভয় পক্ষ বল্‌লে—তাতে কি আসে যায় ?

ষষ্ঠী বল্‌লে—কী আসে যায় ? সব কাম বিগড়েছে। পাথর ভাঙ্গা বন্ধ, পিট্‌-চুলকানীর দাবাই নেই, স্বরাজ আসবে কোন্ বাগে। এক এক ঘা লাঠি পারে যাবার রাম-ঝিঁকে।

একে ঐ ভাষা, তার ওপর বীরের উপযুক্ত কথা। সভার লোকজন মুগ্ধ হ'ল। এ লোকের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে বুকে বল চাই। লোকটা

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করতে পারে—কে কত ঘা লাঠি খেয়েছে। কারণ ভদ্র-লোকেরা সবাই রুগ্ন এবং বিগত-যৌবন এবং তাঁদের শেষ সিদ্ধান্ত যে হিট্‌লার থেকে পাহারাওয়ালা অবধি সবার কর্ত্তব্য নিরুপদ্রব হওয়া। তারা একে একে দীনেশকে নমস্কার করে স্বস্থানে প্রস্থান কর্ল্লে।

ষষ্ঠীর যষ্ঠি-নিরাশা পাশের কক্ষ হতে শুনেছিল নলিনী। সে বাহিরে এসে বল্‌লে—ষষ্ঠীবাবু নিরুপদ্রব অসহযোগিতা মানেন না।

দীনেশ বল্‌লে—অথচ সরকারী উপদ্রবের উপকারিতা মানেন। লাঠি-চার্জ্জের সময় যদি নিরুপদ্রব না হয়ে কংগ্রেসের সেবক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয় ভাবুন তো পরিণাম। সত্যই তো ফল ফলেছে—সরকারকে নিরুপদ্রব হ'তে হয়েছে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—যেমন বিয়ে তার তেমনি মন্তর। এক মাপের হেটো জামা সবার গায়ে লাগেনা।

নলিনী হাসলে। কিন্তু দীনেশ গম্ভীর হ'ল। সে বল্‌লে—সত্য শাশ্বত সনাতন। যদি অহিংসা নীতির মূলে সত্য থাকে, সকল দেশে, সকল ক্ষেত্রে সে বিজয়ী হবে। ষষ্ঠীবাবুর উপমা হাসাতে পারে, মূল-নীতিকে স্পর্শ করতে পারেনা। কারণ জামা সত্য নয় নশ্বর, আর নানা রকম বিবাহ নানা মানুষ-গড়া বিধি—যা দেশ কাল পাত্র হিসাবে পরিবর্ত্তনশীল।

নলিনীর মন অপেক্ষাকৃত বিদ্যা-পুষ্ট। পিতার বড় বড় কথার চাপে কাবু হল। ষষ্ঠী বোঝে সহজ সংস্কার ও বহুদর্শিতার ফল। তাই সে যতটুকু বোঝে, সে বোধ, শব্দের দ্যোতনা অস্পষ্ট করতে পারেনা।

সে ব'ল্‌লে—আঁজ্ঞে ঘটে বুদ্ধি নেই। কিন্তু হাম্‌দো এবো কোম্পানী সত্যাগ্রহে কাবু হয়না।

দীনেশ তাকালে তাদের দুজনের মুখের দিকে। চাহনীর অর্থ—কারা সে দুর্জ্জন।

শ্রীমতী পিতার অঙ্গভঙ্গির অর্থ বোঝে। হামিদ এবং আবুর দুরাচারের সমাচার পিতা অবিদিত। সমাচারটা তাঁর জানা আবশ্যক। ততোধিক জ্ঞাতব্য ষষ্ঠীচরণের বাহুবলের সন্ধান।

সুতরাং সংক্ষেপে শ্রীমতী নলিনী দেবী বুঝিয়ে দিলেন উক্ত পুরুষ দ্বয়ের জীবনের কামিনী-হরণ অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত।

দীনেশের প্রতি শ্রদ্ধা-পরবশ হ'য়ে তারা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার জন্য ষষ্ঠী বল্‌লে—আমাকে আবার হলফ নিতে যেতে হবে খুলনা আগামী সোমবার।

দীনেশ সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে—সত্যাগ্রহে নারীর ইজ্জত রাখা যায় না—এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। ধরুন ষষ্ঠীবাবু—আপনি সেই দুষ্ট লোক দুটি ও কামিনী দাসীর মাঝখানে সত্যাগ্রহ করে দাঁড়াতেন যদি তো কি হ'ত? তারা লজ্জিতও হ'ত।

—মোটেই না। হামিদ মিঞা তূলো ধুন্‌তো আমার পিঠে। আর আবু খাঁ কাবু কর্ত্ত শর্ম্মাকে কাস্তে বাজি করে।

—আচ্ছা না হয় আপনার প্রাণ যেত।

—নিঘ্‌ঘাত যেত। শেয়াল কুকুরে আমায় খেত, তাতে সূয্যি ওঠা বন্ধ হত না।

নলিনী মনে মনে বল্‌লে—আহা!

ষষ্ঠী বল্‌লে—কিন্তু সেই সতী-লক্ষ্মী মায়ের আমার কি ইজ্জত থাকত? যদি মরতাম তো বেটাদের মেরে মরতাম।

সে যে রকম জোরের ওপর বল্‌লে কথাগুলো দীনেশ নীরব রইল।

তারপর সে কথা বল্‌লে—তাতে তারই কথায় নলিনী ভাবলে—সেয়ান পাগল।

সে বল্‌লে—টিকির দল তার পর মাকে আমার মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দিত জাত থেকে। হয়তো মুসলমানে তাকে বিয়ে করত—আর তার ছেলে বল্‌তো আমি মোগলাই সেখ বেটা হ্যাঁদুর দেউল সরিকী গুণা।

দীনেশ নীরব হ'ল। এক দিকে মানব-জীবনের দৈনিক রোজ-নামচার পাতা থেকে আবৃত্তি—অন্যদিকে মহাপুরুষের প্রেরণার বাণী—নিরুপদ্রববাদ।

এই বিচিত্র ভাষা-ভাষীর স্পষ্ট কথার উত্তরে আদর্শবাদ প্রতিপাদন করতে গেলে বহু মূল-নীতির অবতারণা করতে হয়। কন্যা একে তো বিদ্রোহী। তার পর যে রকম আগ্রহে ষষ্ঠীচরণের উপদ্রব-বাদ ও তিক্ত সমাজ-বিদ্বেষের কথা শুনছিল—তাতে বহুক্ষণ বক্তৃতা না দিলে সুফল ফলবে না।

দীনেশ কোনদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রণক্ষেত্র হতে পলায়নি। সে হেসে বল্‌লে—আজ না। আর একদিন বোঝাব। তোমার আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভিন্ন-মতাবলম্বীকে আমি শ্রদ্ধা করি যদি তার অভিমতে আন্তরিকতা থাকে।

এতক্ষণে খুড়ো ধাতস্থ হয়েছিল।

সে বল্‌লে—আমার ভাঁড়ে মা ভবানী। পাগলে কিনা বলে। ক্ষমা করবেন।

দীনেশ হেসে চাদর নিয়ে বাহিরে গেল।

ষষ্ঠী বল্‌লে—রাত হ'ল আমিও আসি!

নলিনী বল্‌লে—তাও কি হয়। বসুন।

তারা ভাজন ঘাটের গল্প করলে। ষষ্ঠী সাহস করে তাকে বৈধব্য-দমনের কথা বলতে পারলে না। ভাবলে—এক মাঘে তোঁ শীত পালায় না।

আজ যেন বোঝাপাড়ার দিন! ভাজনঘাটার ভূগোল, ইতিহাস, জাতীয়তা প্রভৃতি সকল দিক থেকে সমাচার সংগ্রহ করে নলিনী বল্‌লে—ষষ্ঠীবাবু যদি রাগ না করেন তো বলি।

ষষ্ঠী বল্‌লে—রাগ করবে সে যার বাপের পয়সা আছে। ঝুলে পড়ুন।

—ঐ কথাই বলছিলাম—ঝুলে পড়ুন কেন? ব'লে ফেলুন নয় কেন? ভাজনঘাটা বাঙ্‌লা দেশে—আপনি জ্ঞানী—

ষষ্ঠী হেসে গড়াগড়ি গেল। বল্‌লে—শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! আমি জ্ঞানী। জন্মমুখ্যু ষষ্ঠী জ্ঞানী—

শ্রীমতী দৃঢ় হ'ল। সে বল্‌লে—বলছিলাম—আপনি জ্ঞানী—মূর্খের ভাণ করেন। আপনি বাঙ্‌লা জানেন—কিন্তু কি একটা ভাষা কন। আপনি সমাজকে ভালবাসেন কিন্তু—কিন্তু—

ষষ্ঠী এখনও মৌজে ছিল। বল্‌লে—টেক্স দেবার ভয়ে বাঁকা কথা বলি? কিছু না। হায়রে আমড়া কেবল আঁটি আর চামড়া!

সে নিজের কপালে গোটাকতক টোকা মারলে।

হাসি সংক্রামক। নলিনী আর ঝাঁঝ দেখিয়ে তর্ক করতে পারলে না। সে হেসে বল্‌লে—বাবা ঠিক্ বলেছেন—আর একদিন।

সে তাকে সশ্রদ্ধ ভাবে নমস্কার ক'রে বিদায় নিলে। পথে নিজের মনে বল্‌লে—সেই কথাই ভাল। আর একদিন। আজ বল্‌লে—যদি বল্‌ত না, তাহ'লেই পড়ত গাড়ি নর্দ্দামায়।

তিন

সোমবার খুলনা গেল ষষ্ঠীচরণ জবানবন্দী দিতে। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে মামলা। কামিনী দাসী সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক রকম অপরাধ করেছে আসামীদ্বয়। সরকারী উকীলের আবেদন সে মামলার বিচার দায়রা জজের এজলাসে সম্পন্ন হয়।

ষষ্ঠীচরণ খুলনায় পৌছে দেখলে সেখানকার আব-হাওয়া মিনতিপুরের আব-হাওয়া হ'তে ভিন্ন। সে গ্রামে ছোট বড় হিন্দু-মুসলমান একজোটে আবু ও হামিদের অনাচারের বিপক্ষে মাথা তুলেছিল। দুষ্টের দমনের জন্য আগ্রহ জেগেছিল সকল মনে।

খুলনার নবীন উকীল সরফরাজ খাঁ প্রবীণ মোক্তার সেখ্ বকাউল্লার সঙ্গে মিলে এক আঞ্জুমান-ই-ইসলামী-কালচার নামক সমিতি গড়েছিল। বিধর্ম্মী হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের কবল হ'তে দরিদ্র মুসলমানকে রক্ষা করা সমিতির এক নম্বর উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দুষ্ট হিন্দুদের সকল রকম অত্যাচার হতে নিরীহ মুসলিমের জান ও জমিন্ রক্ষা। অন্যান্য উদ্দেশ্য ছিল—তারা এ ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক।

এই সমিতির কৃপায় উকীল সরফরাজ খাঁ মুসলমান ভাইদের পক্ষ হ'তে অনেক মামলায় নিযুক্ত হ'চ্ছিল। কিন্তু সে সব ছোট ছোট একতরফা ব্যাপার। তার বুদ্ধি ও সহজ বাগ্মিতা আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে পারছিল না সে সব বিবাদে। কামিনী হরণ ব্যাপারে সরফরাজ মগজে সুবিধার সাড়া পেলে। সে সহকর্ম্মী বকাউল্লার শরণাগত হ'ল।

বকাউল্লা প্রবীণ। ফৌজদারী কোর্টে অনেক কেশ পায়।' কিন্তু নানা কারণে ইদানীং সে হিন্দু-বিদ্বেষী হয়েছিল। নানা কারণের প্রধান

কারণ পেটের দায়। এখন কৃতবিদ্য উকীলে জেলা পূর্ণ। এবং অধিকাংশ সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ভুক্ত।

সরফরাজ বকাউল্লার ফরাসে বসে বল্‌লে—চাচা দু দুটো মুসলমান ভাই বিনা চেষ্টায় জেলে যাবে—এটা হারামী।

বকাউল্লা বল্‌লে—বল্‌ছ বাবা। কিন্তু জেল যে তার তক্‌দীরের ঝিঁকে ঝিঁকে লেখা রয়েছে।

—তবু চেষ্টা চাই। এতে মুশ্লিম জাহানে সাড়া পড়বে। মুশ্লিম ভাই সব জোট্ বাঁধবে।

প্রবীণ বুঝলে নবীনের যুক্তি।

সে জেলে গিয়ে হামিদ মিঞা ও আবু মিঞার নিকট হ'তে ওকালত-নামা সহি করিয়ে আনলে।

এ সংবাদে ক্ষুদ্র সহরে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। জন কতক নবীন হিন্দু উকীল জোট বেঁধে সরকারী উকীলের কাছে গিয়ে বল্‌লে—আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

সরকারী উকীল হেসে বল্‌লে—তার প্রয়োজন হবে না। সাক্ষ্য খুব জোর আছে—তার ওপর আসামীদের দোষ-স্বীকার।

প্রত্যাখ্যান এদের দমাতে পারলে না। এরা হিন্দুদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করলে। দুর্ব্বৃত্তদের কবল হ'তে হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-নারী ও হিন্দু সংস্কৃতি উদ্ধারের জন্য আর্য্য-সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে আহ্বান করে তারা হিন্দুত্ব-সংরক্ষণ-সমিতির বিরাট সভা আহ্বান করলে।

খেলার ময়দানে উভয় পক্ষ সভা করলে। দুদিকের নেতারা আইন জানে। কামিনী-হরণ মামলার কথা তারা কিছু বল্‌লে না প্রকাশ্যে—কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করবার জন্য নানা কুযুক্তির অবতারণা করলে।

মৌলভী মুস্তাফা খাঁ খেলাফতী যুগে একটা মোরগ আর নগদ এক টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে ইংরাজ-বিদ্বেষ-বিষ ছড়াতো। কংগ্রেসে অনেক শিক্ষিত বক্তার প্রাদুর্ভাবে মৌলভীর কদর লোপ পেয়েছিল—কংগ্রেসী মঞ্চে। হিন্দু-সংরক্ষণী সভা অবশ্য মুসলমান মৌলভী নিয়োগ করতে পারে না মন্থু-সংহিতা-সাপেক্ষ অনুষ্ঠানকে বলীয়ান কর্ব্বার প্রচেষ্টায়।

কাজেই বাংলায় ছাত্রবৃত্তি পাশ-করা মৌলভিকে ইস্‌লামের কালচার সংরক্ষণের জন্য পাঁচ জেলায় প্রচার করতে হয়। কামিনী-হরণ-সংক্রান্ত সভায় আল্লা-হো-আকবরের জয়ধ্বনির মাঝে বক্তৃতা দিল।

অনেক নীতি-সুধা বৃষ্টি করে মৌলভী বল্‌লে—হিঁদুরা বলে আমরা তাদের ভাই। এ সব জালসাজি কথা। যদি আমরা তাদের ভাই তো তারা পানিকে জল কয় কেন? নানারে কিনা কয় ঠাকুরদাদা! ঠাকুর পূজা সরিকীগুণাহ্‌। মুশ্লিম ভাই ওদের সাথে তোমাদের কোনো ইলাকা নাই।

শেষোক্ত কথায় উকীল সরফরাজ খাঁ খুব জোরে হাততালি দিলে। মৌলভী বল্‌লে—এখন মুসলমান ভাই উকীলের কমতি নাই। তবু তোমরা হিঁদু উকীল ধর ক্যান।

হিন্দু-সভার প্রধান বক্তা স্বামী বেতালানন্দ। তার গৃহী নাম ছিল—বিশ্বনাথ গুহ। বিশু গুহ প্রথম যৌবনে হাদি মিঞার একটা তাগড়া মুরগী না বলে নিয়ে চড়াই-ভাতি করেছিল। হাদি কাঠ গোঁয়ার বিশুকে ধরে ঠেঙ্গিয়েছিল। সেই অবধি বিশুর নরম প্রাণে মুসলমান-বিদ্বেষের একটা গভীর কালো রেখা পড়েছিল। সংসার ছিল তার একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণার কারাগার। মনিবের তুচ্ছ দুশো টাকার তহবিল গরমিল হয়েছিল বলে দাম্ভিক মনিব তার নামে পুলিসকেশ করেছিল। হাকিম ছিল ধর্ম্ম-বুদ্ধি-পরায়ণ—প্রমাণাভাবে বিশুকে অব্যাহতি দান করেছিল।

এ সবের পর সংসার তাকে বাঁধতে পারলে না। এখানে নীচতা বিরাজ করে শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে। কিন্তু গুহ গৈরিক ধারণ ক'রে হিন্দু সংস্কৃতি সংরক্ষণ সারা বাঙ্গলায় প্রচার কর্ত্ত।

এ রকম ব্যাপারে বিশু নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে থাকতে পারলে না। খুলনায় গিয়ে হিন্দু সভায় সে সীতাকুণ্ড-উষ্ণ বক্তৃতার ফোয়ারায় ম্যালেরিয়া-মলিন হিন্দু ভাইদের দেহের উত্তাপ বাড়িয়ে দিলে। বেদ-বেদান্ত সোমনাথ-পলাশীর উল্লেখ করে সে বল্‌লে—মুসলমান আমাদের কেহ নয়। তারা মুরগী খায়, গরু খায়, মুক্ত-কচ্ছ ইত্যাদি।

এ সব ঝগড়া উকীল সভার মাঝেও প্রবেশ করলে। তার সমবয়স্ক হিন্দু উকীলেরা সরফরাজ খাঁকে টিট্‌কিরি দিলে—সেও দিলে পাণ্টা জবাব।

ষষ্ঠীচরণ সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কাছারীর মাঠে ভিড় দেখে গতিক বুঝলে। কী হামজুল্লি! দুটা দুষ্ট মেয়ে-চুরি করেছিল। দৈবক্রমে দুষ্ট দু'টা মুসলমান মেয়ে-লোকটা হিন্দু। এই নিয়ে সারা দেশে গণ্ডগোল বেঁধেছে। আর সেই গণ্ডগোলের মাথার ওপর উকীলের দল—যারা কে জানে কটা পাশ করলে তবে উকীল হয়। কি হামজুল্লি!

সরকারী পক্ষের প্রধান সাক্ষী ষষ্ঠীচরণ। সে সরল ভাষায় সাক্ষ্য দিল। সাধারণ নিয়মে তার জেরা হবার কথা জজের এজলাসে। অবশ্য আসামীর অধিকার আছে নিম্ন-আদালতে সরকারী সাক্ষীকে জেরা করবার। কিন্তু সে অধিকার গ্রহণ করলে কু-ফল ফলে। সাক্ষী সাবধান হয়—প্রতিপক্ষ হুঁসিয়ার হয়।

সরফরাজ একবার আদালতের ঘরে বাহিরে জনতার দিকে তাকালে। যেন ভাদ্র মাসের ভরা গাঙ্‌। যদি এতগুলা উৎসুক দর্শক তার জেরার কেরামতি না দেখে, বিনা পারিশ্রমিকের এ শ্রম হবে পণ্ড-শ্রম।

সে জেরা করতে উঠ্‌লো ষষ্ঠীচরণকে।

উকীল জিজ্ঞাসা করলে—আপনি হিন্দু!

—হিন্দু! ষষ্ঠীচরণ সেন আবার মিঞা হয় কোন কালে!

হিন্দু দর্শকেরা এ কথায় হাসলে।

সরফরাজ একটু গরম হল। সে বল্‌লে—হুঁ! মিঞার ওপর তোমার বিশেষ আক্রোশ।

—মিঞার ওপর আক্রোশ! কোন মিঞা!

উকীল তাকে কায়দা করতে না পেরে বল্‌লে—সব মিঞার ওপর।

দর্শকবৃন্দ হেসে উঠ্‌লো।

এবার উকীল ক্রুদ্ধ হল। সে হাকিমের নিকট আবেদন করলে যেন গণ্ডগোল করে দর্শকেরা তার গুরু ভার গুরুতর না করে।

হাকিমের আদেশে কোর্টের চাপরাসী—চাপরাসটাকে টেনে বক্ষের যথাস্থানে সন্নিবেশিত ক'রে বল্‌লে—চুপ্ আস্তে।

সরফরাজ বল্‌লে—আসামী মুসলমান।

—কে আসামী।

ঠাণ্ডা মাথায় শান্ত ভাবে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল সাক্ষী। তাকে জেরা করে কৃতিত্ব দেখাবার উচ্চাভিলাষ ব্যাহত হচ্ছিল। সরফরাজ বল্‌লে—কে আসামী? আপনি জানেন না কে আসামী।

—কেমন ক'রে জানব।

এবার হাকিম বিরক্ত হয়ে বল্‌লে—এই এরা হামিদ আর আবু। কথা বুঝে জবাব দিন।

—হুজুর বলছেন কি বল্‌ব—ওরা খাঁটি বাঙ্গালী হুজুর। ওরা মোটে আসামী নয়।

দর্শকেরা বেশ আনন্দ উপভোগ করছিল। হাকিম বল্‌লেন—যাদের ওপর নালিশ হয় আদালতে তাদের আসামী বলা হয়।

সশ্রদ্ধ-ভাবে অভিবাদন করে ষষ্ঠীচরণ বল্‌লে—এবার বুঝেছি হুজুর মেয়ে চোরেরা আসামী।

এবার উকীলের মেজাজ সপ্তমে চড়ল। সে বল্‌লে—হ্যাঁ চোর। আপনার মতে চোর। আচ্ছা এই চোরেরা কি জাত।

শান্ত ধীর প্রত্যুত্তর—আজ্ঞে চোরের কি আবার জাতাজাত থাকে। সব চোর একজাত।

—সব চোর একজাত! এরা মুসলমান কিনা?

ষষ্ঠী বল্‌লে—সে কি বলছেন উকীল মশায়? সব চোর একজাত না হলে—চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয় কেমন ক'রে?

শান্তি ও শৃঙ্খলা গোল্লায় গেল। হাকিম স্বয়ং হাসলে। কাঠ্‌গড়া থেকে হামিদ হেসে বল্‌লে—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদজি।

আবার যখন পেসকার, পাহারাওয়ালা, চাপরাসী, হাকিমের টেবিল ঠোকার শব্দ প্রভৃতির যৌথ চেষ্টায় বিচার-গৃহে গাম্ভীর্য্য প্রতিষ্ঠিত হল উকীলের নিবেদনে বিচারক ষষ্ঠীকে বল্‌লে—আপনি সিধা জবাব দিন।

তখন উকীল জিজ্ঞাসা করলে—এ কথা সত্য নয় যে আসামীরা মুসলমান, আপনি হিন্দু। আপনি মুসলমান-বিদ্বেষী। তাই আপনি এই দুই নিরপরাধের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্চেন।

না-বোঝার অছিলায় ষষ্ঠীচরণ সরফরাজকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করালে প্রশ্নকে। তার পর জোড়হাত করে বল্‌লে বিচারককে—হুজুর মার জাতে কি হিন্দু-মুসলমান থাকে—না তাদের ইজ্জতের তারতম্য থাকে। জাতের কথা ভাবতে গেলে হামিদ মিঞার লাঠি আমার এই মাথাটি দু-ফাঁক করত। বেচারা আজ বিপদে পড়েছে—না হলে ওর মত গুণী লাঠিয়াল দেশে কম আছে। মায়ের ইজ্জতের কথায় হিন্দু-মুসলমানের সওয়াল থাকে না হুজুর।

তার সরল আন্তরিক কথা—উভয় শ্রেণীর দর্শক মুগ্ধ হল। হাকিম ঘাড় গুঁজে তার সকল কথা লিখে নিলে।

কিন্তু আসল মজা করলে হামিদ। সে বলিষ্ঠ, সে গুণী। সে ষষ্ঠীচরণের লাঠিচালনার গুণপণা দেখেছিল। সে শুনলে তার মুখে তার যশের কথা। তার প্রাণে কৃতজ্ঞতা এবং গুণগ্রাহীতার স্পন্দন অনুভূত হল।

সে বল্‌লে—হুজুর—

সরফরাজ প্রমাদ গণিল। কী সর্ব্বনাশ। আসামী কি বলতে কি বলবে। একে তো তার ব্যাভ্রম হয়েছিল ভীষণ। তার ওপর মক্কেল কথা বলতে ব্যস্ত।

সে বল্‌লে—তুমি কি কইবানে। চুপ্ দাও বেকুফ্।

তার বুকের মধ্যে তখন বাক্-ফল্গুর বাণ ডেকেছে। সে কখনও থামে ?

সে বল্‌লে—হুজুর কিছু বলবার চাইছি।

হাকিম বল্‌লে—বল। কিন্তু কিছু দোষের কথা বল্‌লে তোমার বিপক্ষে যাবে।

———দোষের কথা নয় হুজুর গুণের কথা। ওস্তাদজী ভারি গুণিন্। ওঃ কি সাফ্ পায়তারা !

এবার সবাই হাসলে।

যখন হাঁসি থাম্‌লো, বিচারক বল্‌লেন—কি মৌলভি সাহেব এটা লিখে নব নাকি ?

সরকারী উকীল হাসলে। বল্‌লে—থাক।

কাছারির বাহিরে সকলে ষষ্ঠীচরণকে ঘিরে ধরলে। সে বল্‌লে—বাবা রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু খড়ের প্রাণ যায়।

একজন গ্রাম্য-মোড়ল বল্‌লে—কেন বাবু।

ষষ্ঠী তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—মিঞা এই যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই—

এতে উকীল স্যাঙ্গাত আর ধনী মিঞার মজা। চাষা ভাই রোদে দাঁড়িয়ে সেই টি টি টি টি ডঁায় ডঁায় বাঁয় বাঁয়।

তারা সকলে মাতৃ-জাতির সম্ভ্রমের কথা শুনেছিল তার মুখে। হলফ নিয়ে যে অমন কথা কয় সে মহাশয়। তার ওপর আসামীর কাঠগড়ার ভিতর থেকে যখন হামিদ তার প্রশংসা করলে ষষ্ঠীর জনপ্রিয়তা বাড়লো।

তার এই ভাই ভাই বক্তৃতা একেবারে লোকের প্রাণে গিয়ে ঠেকল।

একজন রসিক ছোকরা উকীল বল্‌লে—বলেন কি মশায়। হিন্দু বলে জল, মুসলিম বলে পানি। এরা এক কিসে ?

ষষ্ঠী বল্‌লে—টা টার মুখে জল হয় পানি পানি হয় জল—যেমন ফীয়ের টাকায় তেষ্টা ভাঙ্গে উকীলের—মক্কেল পানি খেয়েই দিক্ আর জল খেয়েই দিক্।

অশিক্ষিতের দল হেঁসে উঠ্‌লো। ষষ্ঠীর প্রাণ জ্বলছিল। সে বল্‌লে—ভাই সকল। এদের কথার ফেরে পড়না স্যাঙ্গাত। এদের চাই তোমার মাথায় ভাঙ্গা কাঁটালের কোয়া। এদের টাকা নিতে তর সয় না। গাঁঠে-বাধা রুপচাকী দেখিয়ে বলে—টাকাটা আগে দিয়ে গাঁঠ খোল মিঞা।

—বেশ বল্‌ছ বাবু—বল্‌লে জীবন মণ্ডল, ফি দেবার পর তার মামলা মুলতুবি হয়েছিল।

ষষ্ঠী বল্‌লে—মায়ের জাতে হিঁদু-মোসলমান এনোনা ভাই। মা হলেন মা। আসল কথা শোন। গরীব মিঞা আর দুঃখু বাবুর পানি আর জল একই পানা ডোবার। বড় বাবু আর বড় মিঞার জল আর পানিকে কয় সরবত। জল আর পানি এক—জল আর সরবত ফারাক।

এর পর একজন আবেগ-ভরে বল্‌লে—জল-পানির জয়।

জয়ধ্বনি সংক্রামক। ভারত মাতার জয় বল্লেই বল্‌তে হয় মহাত্মাজীকা জয়। কাজেই একজন বল্‌লে—ষষ্ঠীবাবুর জয়।

আদালত প্রাঙ্গণে জয়ধ্বনি। কোর্টবাবু বার হয়ে জনতাকে স্থানান্তরে যেতে বল্‌লে।

পথে একজন বিজ্ঞ গাঁতি-দার ষষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু হিঁদু-মোছলমানের পানি তো বোঝালে। সাহেবদের পানি কি এক ?

ষষ্ঠী বল্‌লে—মিঞা, এমন কথা ব'ল না। সাহেবের পানি বোতলে থাকে—সে রাঙা-পানি মিঞা, আসে কালা-পানি পার থেকে। ফক্‌রে ফাঁসা লোক একটা কথা বলি শোন। ও বিলাতী পানির ভাবনা না ভেবে নিজের দানাপানির খেয়াল করা সেয়ানার কাজ। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হাতী মুতার বেকুফী। ভাঙ্গা শামুকে পা কাটে—আস্ত শাঁক বাজিয়ে ঘরে দেবতা আনা হয়।

চার

কলিকাতা হতে বিশেষ সংবাদ-দাতা গিয়েছিল খুলনায়—কামিনী হরণের মামলার বিবরণ লিখ্‌তে। কাজেই তৃতীয় দিন ষষ্ঠীচরণের শ্রীমুখ নিস্থত মুকুতারাশি পরিবেশন কর্ল্লে কলিকাতার সংবাদ পত্রগুলি।

ষষ্ঠীচরণ দেখে বল্‌লে—কি হামজ্জুল্লি! এর পর তো পথে বার হওয়া দায়।

অবশ্য কাছারির ময়দানে যে সব কথা হয়েছিল তারা অপ্রকাশিত রহিল। ষষ্ঠীচরণ ভাবলে—উকীলটাকে বেকুফ করার সমাচার না দিয়ে যদি হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ার কথা দিত খবরের কাগজে, দেশের ভাল লোকেরা উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য নিরাকরণে সচেষ্ট হত।

সন্ধ্যার সময় যখন প্রগতি মিত্র এলো তাকে অভিনন্দন করতে খুড়ো

বড় লজ্জিত হল। সে বল্‌লে—বাপজ্ঞান মন্দা কথা গুরুচরণ। দেশে পাশ করার দল জাত ক্ষেপাচ্চে।

সে বোঝালে অপচেষ্টার পরিমাণ।

প্রগতি বল্‌লে—এখন গোল টেবিলের বৈঠক বসবে। হিন্দু জোট বাঁধবে না কারণ দ্বাদশ রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। মুসলমানকে পানিতে ডোবাতে পারলে স্বার্থপর লোকের দানাপানির সুবিধা হবে। হিন্দু এখনও জলে ডুবে আছে পরেও থাকবে। ক্রমশঃ ভেসে যাবে।

রাত্রে ষষ্ঠী দেশের কথা ভাবলে। শেষে নিজের কথা। সে আজকাল দেশের কথা, দশের কথা ভাবে কেন? এ বালাই তো তার কোনো দিন ছিল না। অকস্মাৎ কোন্ পরশ-মনির কুহক স্পর্শে তার লোহার হৃদয় সোনার হল। কার? কার?

তার কথা ভাবলে ষষ্ঠী। নলিনী তার জীবন পথে এসে সারা বিশ্বের রঙ্ বদলে দিলে। এ সব কথা তো কোনোদিন তার হৃদয়ের অন্তস্তলকে আলোড়িত করেনি।

দুত্তোর!—বল্‌লে ষষ্ঠী।

কিন্তু আবার নলিনীর তেজদীপ্ত মুখ তার মনে হ'ল। দুর্ব্বোধ জীব। কুসুমের মত নরম কিন্তু বজ্রের মত কঠোর। কাজ কি বাপু কংগ্রেস করে?

কংগ্রেস কি? স্বরাজ পাবার চাৎকার। স্বরাজ কি? চিঁড়ের ফলার, কেহ বল্‌তে পারে না স্বরাজ কি। প্রগতি পারে না, কমলাপতি বলে—চুলোর ছাই। সুচিকিৎসাই স্বরাজ। কমলাপতি অসম্ভব।

পরদিন সে দেখতে পেলে নলিনীকে। সে মামলার কথা শুনলে। হিন্দু-মুসলমানের ওস্কানোর কথা।

ষষ্ঠী বল্‌লে—বলছিলাম কি আপনি তো কংগ্রেস করেন, স্বরাজ কি?

নলিনী ঝাঁঝালো হল। তার ভঙ্গি ষষ্ঠীর দৃষ্টি-সুখকর হল। তার চক্ষে জ্যোতি এল।

নলিনী বল্‌লে—স্বরাজ পূর্ণ স্বাধীনতা। দেশের লোকে দেশের শাসন ভার নেবে।

একটু বুঝলে ষষ্ঠী। শেষে বল্‌লে—পল্টন ?

—পল্টনের আবশ্যক হবেনা। আর যতটুকু দরকার দেশের লোক হবে।

—ইংরাজ থাকবে।

—অতিথি হিসাবে, বন্ধু হিসাবে, ব্যবসায়ী হিসাবে থাকে থাকবে। কর্ত্তা, হয়ে, মনিব হয়ে, রাজা হয়ে থাকবে না।

ষষ্ঠী বললে—হুঁ ! পল্টন হতে হতে—নেপালী খাঁদারা বাঙ্‌লা দেশ জয় করবে—কাবুলমণি নেবে পাঞ্জাব।

নলিনী স্তম্ভিত হল। কিন্তু তখনই তার কংগ্রেসী মেজাজ ফিরে এলো। শ্রদ্ধানন্দ পার্কের চোখা চোখা কথা জোগাল স্মৃতি তার মুখে। সে দাস মনোবৃত্তি, গোলামী, জালিয়ানওয়ালাবাগ, যায় যাবে জীবন যাবে ইত্যাদি নানা কথা বল্‌লে।

ষষ্ঠীর মনোভাব বদলালো না। সে বল্‌লে—হিন্দু-মুসলমান ঝগড়ার কি হবে ? চাষা ভাইর ছাতা দিয়ে কে মাথা রাখ্‌বে ? এ সব কে করবে ?

—স্বরাজ হলে সব হবে।

স্বরাজ চিঁড়ের ফলার।

ষষ্ঠীর বে-আদবী তার সহ্য হলনা। সে তাকে ভৎর্সনা কর্ল্লে।

—যত গর্জ্জে তত বর্ষে না। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

কস্তুরী-সুতা এবার তার ভাঁড়ামীর অন্তরে বিদ্রূপ দেখ্‌লে। সে জেরা করে তাকে কোণঠাসা করছিল—প্রশ্নগুলাও চোখা চোখা। তার

সরলতা চাতুরি। সেই বড় লোকগুলার সে গুপ্ত চর। তাকে আর তার নিরীহ পিতাকে ষষ্ঠীচরণ বিদ্রূপ করতে আসে। তার চোখের পরদা খুলে গেল।

কামারসালের ফুলকী বার হল তার তুরপুন আঁখি হতে।

সে বল্‌লে—বুঝেছি। আপনি আমাদের নিয়ে রঙ্গ কর্ব্বার জন্য আসেন। দয়া করা এখানে—

—এখানে আসব না। নারিকেল-মুড়ি মারবেন? আস্‌তে মানা করছেন? জানেন আমি দেওয়ালী পোকা।

—আবার চাতুরী। আবার সেই পাগলামী? মুড়ি-মুড়কী—

—মুড়ি মুড়কী না। নারিকেল মূড়ি—ঝাঁটা। বলেছি তো দেওয়ালী পোকা। আগুন দেখে এসেছি। ঝাঁটা-ই মারুন আর আধ-চাঁদাই দিন—ও ঝাঁঝে আমায় টেনেছে। শুনুন বলি—

সে ষষ্ঠীর দিকে তাকালো। আবার সেই সরল মুখ—আন্তরিকতা ফুটে বেরোচ্ছে তার চোখের ভিতর দিয়ে। কিন্তু—

ষষ্ঠী বল্‌লে—ও-সব স্বরাজ বিরাজ ছেড়ে গরীব বেওয়াদের মাথায় সিঁদুর দেবার ব্যবস্থা করি চলুন। গাঁয়ে গাঁয়ে গরীবদের বোঝাই ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই পিঁপ্‌ড়ের পাখা। তারা বুঝবে। ও স্বরাজ স্বর্গের মত। কথক-ঠাকুরের গানের কথা। পৃথিবীই আসল।

সে বুঝলে না কি হচ্ছিল তার মনে। সরল সোজা কথা—কিন্তু বিদ্রোহী। তার সারা জীবনের কঠোর সাধনার বিদ্রোহী। তার দেবতা পিতার স্বার্থত্যাগ তার ব্যঙ্গের বিষয়। অথচ সে ষষ্ঠী—বেচারা ষষ্ঠী, সরল প্রবল ষষ্ঠী। অথচ সে অতিথি।

সে নীরবে পাশের ঘরে গেল। বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদলে। ষষ্ঠী সেটা দেখলে না। রোষ ও অনুতাপ কী মর্ম্ম-পীড়া দেয়!

একলা কি করবে বসে? পথে বাহির হয়ে বল্‌লে—কী হামজুল্লি। বাহিরে ষষ্ঠীচরণের মনে হল শ্রীমতী মতের গরমিলের জন্য তাকে দীনেশবাবুর বাড়ি যেতে মানা করেছে। আরও মনে হল—যে কাজটা ভাল হয়নি। আবার মনে হল—বোধ হয় অপমান কর্ব্বার জন্য তাকে ও-রকম কটু বাক্য বলেনি শ্রীমতী। ওটা কথার পিঠের কথা।

নলিনীর নির্দ্দোষিতার স্বপক্ষে ষষ্ঠী যতই তর্ক করলে, তার মন কিন্তু হু হু কর্ত্তে লাগলো। লঘু পাপে গুরু দণ্ড প্রভৃতির কথা মনে হল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল—ভাবলে ষষ্ঠী। অবশ্য সে ঠিক ঐ কথাগুলা ভাবলে না। তার চিরাচরিত অভ্যাস মত ভাবলে—মশা মারতে গালে চড়।

শেষে নিধু-সাহিত্য হতে রত্ন আহরণ ক'রে ষষ্ঠীচরণ তিক্ত মনকে শান্ত করলে—

মণি কোথা পাওয়া যায় সই—ফণীর শিরে হাত না দিলে।

পাঁচ

ষষ্ঠীচরণ দারুণ যত্নে ডাঃ কমলাপতি সেনের চিকিৎসা-ঘর পরিষ্কার করলে। দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ, কৃতী-হিসাব-নবীশের চালে দোরস্ত করলে। মোটর গাড়ির চালক থেকে বাসনমাজা দাসী অবধি হিম-সিম খেয়ে গেল, খুড়ো বাবুর গৃহ-সংস্কার হাঙ্গামায়। হান্নার কন্যা শেফালী, দাদুবাবুর কোল থেকে, পথে বাম স্কন্ধ, মাথার উপর দিয়ে, দক্ষিণ কাঁধ বহে, টিকটিকির মত মাটিতে নেমে হাততালি দিলে। সে অনেক ভাল পুতুল পেলে। একদিন তার জামায় একটু দাগ ছিল। হান্নাকে মৃদু ধমক সহ্য করতে হল তার জন্য।

—কণ্ঠীওয়ালাকে দুটা ভিজে ছোলা দিলেই সে কপ্‌চায়। বৈশাখী বাচ্চাকে চোঁচে করে খাওয়াতে হয়।

পক্ষী-তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হলেও হাস্না বুঝলে যে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন খুড়ো। কমলাপতিকে কম যত্ন ক'রে কন্যা শেফালীকে অধিক যত্ন করবার নির্দ্দেশ দেওয়া হচ্চে। কেন?

হাস্না লক্ষ্য করলে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ষষ্ঠী পূর্ব্বের মত সাদা বা নীল খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে হাওয়া খেতে যায় না। তার বাগানের সকল গাছের শুক্‌নো পাতা দূর হল—গাছের মূলে জল পৌছাবার ব্যবস্থা হল, তলার মাটি খোঁড়া হ'ল। কেন?

সে কমলাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এ সব বিষয়ে। খুড়োর গৃহস্থালী যে তাকেও স্পর্শ করেনি এমন নয়। তার এক ডজন দেশী রেশমের কামিজ এলো, দুটা এণ্ডির নূতন সুট হ'ল। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে হেসে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

সহজ বুদ্ধি হাস্নার প্রখর। কমলাপতিকে সে বল্‌লে—তুমি জিজ্ঞাসা করে দেখ, সেই মহিলাটির সঙ্গে খুড়ো মশায়ের মনোমালিন্য হয়েছে।

—সম্ভব। তাহলে ঝি-চাকরগুলোর মুণ্ডপাত করছে কেন? বোধ হয় ওদিকে বরং সুবিধাই হয়েছে। গৃহস্থালী শিখ্‌ছে খুড়ো।

এবার হাস্না নিজ-মূর্ত্তি ধারণ কর্ল্লে। বল্‌লে—বুকের মাঝে ফুস-ফুসের আশে-পাশে কটা নলি আছে তা জানা সোজা। কারণ ম্যাপ দেখার মত সে জ্ঞানটা অনেকটা চাক্ষুস।

—তাতে কি হ'ল?

—কিন্তু বুকের ভিতর একটা যন্ত্র আছে যার সূক্ষ্ম গতি কলিকাতা, এডিনবরা বা কোনো দেশের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শেখা যায়না।

কমলাপতি এক যক্ষ্মা-রোগীর পিট্‌ ফুঁড়ে তার ফুসফুসের পিছনে

হাওয়া ঢুকিয়ে এসেছিল। সে মানুষ যন্ত্রের কল-কব্জাগুলা একবার মানস-চক্ষে দেখে নিলে। কি ননেন্স বক্‌ছে হাস্না?

সে বললে—তোমার মস্তিষ্কের সমাচারটা আমি ঠিক পেয়েছি। ঐ মাসিক পত্রগুলাতে প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর ঠিক করার বদ্‌-অভ্যাস না ছাড়লে তোমার হেঁয়ালীতে কথা কওয়া বন্ধ হবে না। নন্‌সেন্স।

হাস্না হাস্‌লে। বল্‌লে—ডাক্তার সাহেব, মানুষের বুকের মধ্যে যে চিত্ত ব'লে একটা যন্ত্র আছে, তার সন্ধান তো কোনোদিন রাখনা।

—ওঃ! সেই পুরাণো কথা। এবার বল যে তোমার অগাধ প্রেম ভাগিরথীর গভীরতা মাপিনি—ছয় বাম তিন হাত। একে অধিক কাজ করে ষষ্ঠী খুড়ো ভোগাচ্ছে, তার ওপর যদি তুমিও জ্বালাও তো ষষ্ঠী খুড়োর কথায় বলতে হয়—বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?

এবার হাস্না তাকে সান্ত্বনা দিলে। লোকের মাথায় ডাক্তার বরফের থলি বসায় তাদের রক্তের স্রোত শীতল রাখবার জন্য। সে নিজে যদি প্রতি কথায় উত্তেজিত হয়, পরের ধমনী যে দুর্দ্দান্ত রক্ত-প্রবাহে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়বে। সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে, প্রাণে দরদ নিয়ে, নিজের দৈনিক কর্ত্তব্য পালন করতে হবে। বুঝলে ডাক্তার সাহেব।

সে একটু শান্ত হল। বল্‌লে—বেশ মেচ্‌নিকফ্‌ বাজে?

হাস্না বল্‌লে—আমি মূর্খ নারী। বায়ু পিত্ত কফের কি জানি?

—ওঃ! অসম্ভব। হাস্না অসম্ভব। সেই সেকেলে কবিরাজি ননসেন্স জান—মেচ্‌নিকফ্‌কে চেনো না? মেচ্‌নিকফ্‌ বৈজ্ঞানিক।

হাস্না খুব হাসলে। কী সর্ব্বনাশ। মানুষের নাম কফ্‌। এ-সব মজার কথা সে সরলা অবলা, মাত্র হাস্নাহানা, কি ক'রে জানবে?

পিতার বিরক্তি এবং জননীর রহস্য-চপল ভঙ্গীতে শেফালি একটা গণ্ডগোলের সন্ধান পেলে।

সে বল্লে—আমজুল্লি!

তার অমৃত-ভাষণে হান্না আরও হাসলে।

অন্যদিন যদি তার দুলালী কন্যা আধভাষে হামজুল্লি বলবার চেষ্টা করত—তাহলে ডাঃ কে পি সেন সম্ভবতঃ আনন্দ উপভোগ করত। তার আজকের মেজাজে কন্যার মুখে হামজুলি!

সে বল্লে—এটা মোটে হাসবার কথা নয়। সুষ্টু সমাজে পরে যাকে বাস করতে হবে, সে শৈশবে যদি ভাষা শেখে যা ধিক্কার দেয় মেছুনীকে—

—আবার মেছুনীকফ। যে মেছুনীকফকে না জানার অপরাধে আমার বাল্মিকীর তপোবনের ব্যবস্থা হচ্ছিল।

—ওঃ! ননসেন্স! আমি আফিস ঘরে চল্লাম।

স্বামীর হাত ধরলে হান্না! একহাত কাঁধের ওপর দিলে। বল্লে—রাগ কেন? কেন মেজাজ খারাপ হয়েছে? মেছনিকফ ব'লে কি বলছিলে? আবার সুরু হক।

ষষ্ঠীর ভাষা অনভিপ্রেত। কিন্তু ষষ্ঠীর বচন ধীরে ধীরে এদের মস্তিষ্কের বাঁক-কেন্দ্রে একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

সে বল্লে—আচ্ছা বারোয়ারীর যাত্রার মত আবার পালা আরম্ভ করি। দন্ত-বিকাশ না ক'রে, ঠাট্টা বোট্‌কেরা না করে, বিচার কর।

হান্না বল্লে—এ কথা জজে শোনে। মার্বেলমুখো জজের মত গম্ভীর হয়ে শুনছি বল।

সে বোঝালে। গোলা লোকে যা করে করুক। কিন্তু কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ পাকা ফোড়া না কাটিয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ডেকে মার্ক সল খেয়েছে। পাষ্টুর, মেছনিকফ, লেষ্টার প্রভৃতি মণীষি হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে কোটি কোটি রক্ত-বীজ আবিষ্কার করলে—কার জন্য? তুমিই বলনা—

পণ্ডিত মশায়ের টিকি স্মরণ করে হাসি চেপে হাস্না বল্‌লে—অবশ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপকের জন্য।

—তবে! মুবারীবাবু বৈজ্ঞানিক হয়ে কোন্ প্রাণে কোন্ আইনে পাকা ফোঁড়া ফাটাবার জন্যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খেলে?

—না কাজটা অন্যায় হয়েছে।

এর পর তার প্রাণে হাস্না-প্রীতি ফিরে এলো।

কিন্তু হাস্না ভাবলে কপালে নেইক ঘী ইত্যাদি। লম্বা মেটে-হলদে খামে পোরা একটা চিঠি দিয়ে গেল তাদের ভৃত্য। পত্রপাঠ চিকিৎসকের মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ল। হাস্না ভাবলে—এ আবার কি হামজুল্লি। স্বামী নিয়ে কিছুদিনের জন্য কাজ ছাড়িয়ে সাগর-কূলে কিম্বা পাহাড়ে পালাতে না পারলে, গৃহের শান্তি-শৃঙ্খলা গোল্লায় যাবে।

বিপদের এই আসন্ন কালে এসে জুটলো সভাস্থলে ডাঃ প্রগতি মিত্র। তাকে দেখে হাস্নার বুকে বল এলো। বন্ধুর সঙ্গে কথা কহে তার স্বামী যন্ত্রণা ভুলবে—বিশেষ ঐ সরকারী খামে-ভরা অ-প্রেম পত্রের আঘাত।

—কি হে কেমন আছ?

—ননসেন্স!

হাস্না অপ্রস্তুত হল। একি কথা। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—তাতে অভ্যাগত, তদুপরি বাল্যবন্ধু এবং হাস্য-মুখ তদুপর—এমন ভদ্র লোকের কুশল সমাচার জানবার প্রচেষ্টাকে এইরূপে ব্যাহত করা। তার সরল প্রাণে ব্যথা লাগলো।

প্রগতি কিন্তু দমবার পাত্র নয়।

সে বল্‌লে—পায়ের কড়ে আঙ্গুলে কড়া হয়েছে বুঝি?

—ননসেন্স!

—তোমায় আজ ননসেন্স পেয়েছে দেখছি। বলি ব্যাপার কি ডাক্তার সাহেব ?

—দেশটাকে উচ্ছন্ন দিলে তোমরা।

প্রগতি বল্‌লে—না একথা আশ্বাসপ্রদ। তবু যে দেশের কথা ভাবচ—দেশের বাপের ভাগ্যি।

—ননসেন্স।

প্রগতি হাসলে। বল্‌লে—দেশ উচ্ছন্ন গেল কেন ? আর আমরা কারা ?

সে বল্‌লে—তোমরা শিক্ষিতেরা। তোমরা আসল কথা বোঝনা কেবল গলাবাজি কর। দেশ আর রহিল কোথা ?

প্রগতি এবার মিসেস সেনের নিকট সমাচার গ্রহণ করবার চেষ্টা করলে। ঘোড়া-রোগ ধরতে গেলে সহিসের শরণাপন্ন হ'তে হয়। বোধহয় একটু দাম্পত্য খিটিনাটির ফলে বন্ধুর মেজাজ ননসেন্স-মার্গে ঘুরছে।

সে বল্‌লে—মিসেস সেন বলুনতো ডাক্তার সাহেব খ্যাপচুরিয়স হ'য়েছে কেন ?

—ঐ দেখ।—বল্‌লে ডাক্তার—খ্যাপচুরিয়স্। শেফালী বল্‌লে—হামজুল্লি। আর হান্নাতো ষষ্ঠী-অভিধানের সকল ননসেন্স কথাগুলো নিজস্ব করেছে।

পণ্ডিতমশায়ের টিকি স্মরণ করে হান্না বল্‌লে—খ্যাপ্—মানে—রাগ হবার কথা। কোন্ বিজ্ঞানের প্রফেসর হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়ে পাকা ফোঁড়া ফাটিয়েছে।

—কিহে ? কোন মূর্খ ?—জিজ্ঞাসিল প্রগতি।

সে বল্‌লে—ও সব বাজে। ইনকামট্যাক্সের ব্যাপারটা ভাব দেখি। আর তার জন্যে নোটিস ?

এবার হান্না বুঝলে মেটে-হলদে খামের মর্ম্ম-কথা। প্রগতি বুঝলে—উৎসন্ন গত দেশটা কোন্ দেশ। তারা নীরবে ডাক্তারের মুখের দিকে দরদী চোখে তাকালে।

প্রগতি বল্‌লে—হ্যাঁ, বল্‌তে পার দেশের কথা।

—পারি না? আইন ক'রে কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি, চাঁদসী সব বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। দেশেরই বা দোষ কি? কাগজে দেখলাম চীনের সঙ্গে নাকি জাপানের যুদ্ধ লাগছে। কোন্ দিন শুন্‌ব—রোমের পোপ মরে গেছে।

প্রগতি বল্‌তে যাচ্ছিল—চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসার ফলে। কিন্তু বল্‌লে না।

সে ডাক্তারের মুখের দিকে আর একবার তাকালে। যার অমন অস্ত্রোপচারের হাত সে নিত্য সেফটি ক্ষুরে কামাবার সময় নিজের গাল কেটে ফেলে। তার গবেষণা বাধা পেলে ষষ্ঠীচরণের অকস্মাৎ গৃহ-প্রবেশে।

সে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—পেট্-কাটার লোক এসেছে।

—ননসেন্স! কে এসেছে?

ষষ্ঠী আবার বল্‌লে—পেট্-কাটার লোক।

ডাক্তার বল্‌লে—দেখ ষষ্ঠী-খুড়ো আমি দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিজ্ঞানের অপমান সহ্য কর্ব্ব না। তুমি অন্য কোনো কাজ দেখ—খদ্দর বিক্রী, চালের দোকান, কিম্বা জীবনবীমার দালালী।

—নাও ঠেলা। তুমি কাট্‌লে তার পেট্। তাকে বলব কি কন্ধাকাটা না সূর্পণখা।

—অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্। বল—তিনবার বল—অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—অ্যাপেণ্ডি—

—আচ্ছা তাই হল। অ্যান্টিস্যান্টি। সে অ্যান্টিস্যান্টি যে হেঁচকী তুলছে।

—তার যা ইচ্ছা তা তুলুক না। আমি কি করব? হেঁচকী তোলার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ নাই।

দরদী ষষ্ঠী বল্‌লে—তুমি কাট্‌লে তার পেট্ আর হেঁচকী ওঠার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে ও পাড়ার ভূতোর মার।

—আমি ছবির মত কেটেছি। অতি সফল অস্ত্রোপচার। সার্জ্জেনের সঙ্গে হেঁচকী ওঠার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রগতি বল্‌লে—তা হ'তে পারে। কিন্তু রোগী কষ্ট পাচ্চে তার জন্য একটা কিছু করা উচিত।

ডাক্তার বল্‌লে—সত্য প্রগতি আমি হেঁচকীর চিকিৎসা জানি না। সেটা ফিজিসিয়নের কাজ।

ষষ্ঠীর হৃদয় এখন সর্ব্বদা পরহিতে মসগুল থাকে। ষষ্ঠী বল্‌লে—ধমকী খেলে হেঁচকী সারে। যদি রোরা ক'রে বকা দেওয়া যায়—

—চুপ!

ষষ্ঠী নিজের মনে বলে গেল—হেম কব্‌রেজ হিঙের ধোঁয়া দিয়ে হেঁচকী সারাতো।

চিন্তাশীল চিকিৎসক নীরবে কর্ম্ম-কক্ষে গেল রোগীর হেঁচকীর ব্যবস্থা করতে—

প্রগতি বল্‌লে—কর্ত্তা চটেছে কেন?

—ভগা জানে। লোকটার পেট কেটে পরদা ফাঁক করেছে। এখন বাকী শুধু হেঁচকীটি। চুবড়ি হাঁতড়াচ্চে পটোল তুলবে বলে। নিজেরাও সারাতে পারবে না—কবিরাজ কি হৈমবতীর টোট্‌কা দিয়ে হেঁচকী বন্ধ করতে বলবে না।

ডাক্তার ফিরে এসে বল্‌লে—যা' জানি না তা অপরে করলে দোষ কি? আমি ভদ্রলোককে বল্‌লাম—শীঘ্র কবিরাজ ডেকে হেঁচকী বন্ধ করুন। নারাণ কবিরাজ মশায়ের নাম ব'লে দিয়েছি।

এই রোগীটির চিন্তাতেই ডাক্তারের মেজাজ রুক্ষ হ'য়েছিল। তার সাধ্যাতীত নিদান, অথচ প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নয়। জীবন-মরণের ব্যাপার।

আধঘণ্টা পরে যখন টেলিফোনে সংবাদ এলো হিঙের ধোঁয়ায় হেঁচকী বন্ধ হয়েছে—ডাক্তারের মুখে হাসি এলো।

ছয়

সাতদিন গেল না ষষ্ঠী দীনেশের বাসায়। কি আবশ্যক আলেয়ার পিছনে দৌড়াবার। নলিনী শ্রদ্ধেয়া। নলিনী ভেড়ার গোয়ালের ভেড়া নয়—কলিকাতার রাজ-পথে যে সব লক্ষ লক্ষ লোক চলে যায় নলিনী তাদের হ'তে বিভিন্ন। কারণ তার ব্যক্তিত্ব আছে, স্বাধীনতা আছে, তেজ আছে আর নিজের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু যার ব্যক্তিত্ব আছে সে কেন অপরের ব্যক্তিত্বকে সম্মান করে না? যে শাসক-সম্প্রদায়ের আদর্শর চাপ থেকে ভারতবাসীকে স্বাতন্ত্র দিতে চায়, সে কেন অন্যের অভিমতের ঘাড়ের ওপর নিজের আদর্শকে বসাবার জন্য এত ব্যস্ত? এ সবের মাত্র একটি উত্তর দিলে তার মন। সে মূর্খ। তার পক্ষে নিজের আদর্শ নিয়ে পরের সঙ্গে কোঁদল কর্ব্বার কিবা প্রয়োজন। কিন্তু তার অন্তরাত্মা বল্‌লে—যা উপলব্ধি করবে তা যথাযথ বলার নাম সত্য কথা বলা। মানুষ মূর্খ হয় লেখাপড়া না শেখার জন্য। মানুষ সত্যবাদী হয়

যা ভাবে তা বল্‌লে। কথা যদি অন্যায় হয়, তার ভুল ভেঙ্গে দিলে, সে ন্যায্য কথা বুঝ্‌তে পারে।

ষষ্ঠীর উদাসীনতায় নলিনী উদাসীন থাক্‌তে পারলে না। লোকটা সরল। তার সন্দেহ ভিত্তিহীন। সরল ভাবে সে যা ভেবেছিল—তা বলার জন্য তাকে তিরস্কার করা এবং তাকে বাসায় আসতে নিষেধ করা অবিধেয় হ'য়েছে। শেষ কথাগুলা স্মরণ ক'রে প্রতিদিন সে অনুতপ্ত হ'ত। তার চোখ ফেটে জল আসত। তার পরিচিতের অভাব ছিলনা—বন্ধু ছিল মাত্র একজন এই বিশ্বাস বিশাল বিশ্বে—তার পিতা। তার সঙ্গে একথা কহা যায় না। পিতা অসন্তুষ্ট হবে তার অভদ্রতায়।

বন্ধুত্বের কথায় আরও অনেক কথা ভাবলে যুবতী। বন্ধুত্ব লাভ করবার জন্য ষষ্ঠী অনেক কিছু করেছিল। কিন্তু তাকে কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি—সে তার জীবনের সঙ্গ-লাভে লালায়িত। এমন শ্রদ্ধা তাকে কেহ দেখায়নি। কেহ তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সুত্রে নিজেকে বাঁধতে চাহেনি।

কিন্তু সে যোগসূত্রটুকু কি মাত্র বন্ধুত্বে পর্য্যবসিত হবার জন্য আত্ম-গোপন করে তাকে জড়িয়ে বাঁধবার চেষ্টা করছিল? মনকে আঁখিঠারার কোনো কারণ ছিল না। নলিনীর নারীত্বের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বুঝেছিল ষষ্ঠীর প্রাণে ভালবাসার অস্তিত্ব। কিন্তু সে ভালবাস · বিন্দু মাত্র আবিলতা ছিলনা। কই এর পূর্ব্বে এমন গোপনে তো কেহ ·াকে ভালবাসেনি।

ভালবাসেনি। কিন্তু তার দেহ পূর্ব্বে অপরকে মুগ্ধ করেনি। এমন নয়। সে কংগ্রেস বক্তা নবীনচাঁদের কথা স্মরণ করলে। মেদিনিপুর সভার শেষে কলিকাতায় ফেরবার পথে সে নলিনীর হাত-ধরে বলেছিল—তোমার প্রেমে আমার প্রাণ পূর্ণ। তার পর নবীন তাকে চুম্বন কর্ব্বার চেষ্টা করেছিল। চকিতে পায়ের চটি জুতা খুলে নলিনী তাকে সাত-ঘা

পিটেছিল। সে কথা সে কাকেও বলেনি। সে কথা ভাবলে তার হাসি আসত—মনে গর্ব্ব আসত। সেদিন ষষ্ঠীকে কটু কথা ব'লে নলিনী সাত দিন অনুতাপ করছিল কেন?

প্রবঞ্চনার পাঠ পড়েনি শ্রীমতী নলিনী দেবী। আত্ম-প্রবঞ্চনা শ্রীরাম চন্দ্রও করেছিলেন, যেদিন জানকীর পুণ্য-স্বভাব জেনেও তিনি তাঁকে নির্ব্বাসন করেছিলেন—নিষ্ঠুর লোকানুরঞ্জনের দোহাই দিয়ে। আত্ম-পরীক্ষায় নলিনীর আত্ম-প্রবঞ্চনা বড় বড় কথার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারলে না। তার সরল নিষ্কলঙ্ক মনের শ্রদ্ধা বিধবাকে গর্ব্বিত করেছিল। যে সংযমী কুমার। নলিনীও সংযমী কুমারী। তাদের মিত্রতা কুৎসিত আকার ধারণ করবার আশঙ্কা ছিলনা।

কিন্তু যাকে বিদায় দিয়েছে কটু কথা ব'লে—তাকে ফেরাবার তো কোনো উপায় ছিলনা। সে নারী—তেজস্বিনী হ'লেও লজ্জা তার ভূষণ। সে তো সেই দম্ভের আবাস-ভূমিতে গিয়ে বলতে পারে না—ওগো তুমি আমার দাদা। তোমায় কি ছাই ভষ্ম বলেছি। তুমি সেই নীল জামাটি গায়ে দিয়ে এসে, আমায় শোনাও হামজুল্লি, পায়তাড়া আবল—তাবল। না তা হয় না।

সে স্মরণ করলে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত সাক্ষ্য। চোরেচোরে-মাসতুতো-ভাই—মাতৃ-জাতির বিশ্ব-জনীন মাতৃত্ব। তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। এমন কেহ নাই এত বড় দুনিয়ায় যে তাকে একবার তার কাছে এনে দেয়। সে তার ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করে।

লাভ

মানুষের ভাগ্য হয় নানা প্রকার। অর্থ-ভাগ্যে অর্থলাভ, যশের ভাগ্যে যশলাভ, বাহন ভাগ্যে গাড়ি-চড়া হয়।

কমলমণির ভাগ্যে ছিল বন্ধুত্বের ছেঁড়া সুতায় ফাঁস বাঁধবার যশ। এমন কাজ সে জীবনে কতবার করেছিল।—বিনা চেষ্টায় অজানত —কেবল সৌভাগ্যের ফলে।

এ যুগের তরুণী ছিলনা মুকুলমণি। অর্থাৎ কেহ পরিচয় না করিয়ে দিলেও যদি কোনো মহিলা তার সম্মুখীন হত—আর তাদের চার চক্ষের মিলন হত—আর যদি আগন্তুক-নারীর চক্ষে দাম্ভিক বিরোধিতা না থাকত—মুকুলমণি হেসে তাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্ত—আপনার বাড়ি কোথা? কালিঘাটে দেখা হ'লে বলত—দর্শন হ'ল? আর সিনেমায় দেখা হ'লে বলত—ছবিটা বেশ নয়? এবং পাঁচমিনিটের পরিচয়ের পর সে এমন একটি বে-য়াদবী কর্ত্ত যা শুনলে এ যুগ শিহরে ওঠ্‌বার কথা। সে পাঁচ মিনিট আলাপে পরিচিতাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্ত—আপনার কটি ছেলেমেয়ে?

ভিক্টোরিয়া-স্মৃতি সৌধের সন্নিকটে নিজের খোকাকে নিয়ে বসে ছিল মুকুল। পরিপাক যন্ত্রের কল্যাণ-কামী হ'য়ে প্রগতি ময়দানে ঝটিকা-বেগে পরিভ্রমণ কর্চ্ছিল। তাদের খোকার বয়স তিন বৎসর। সেও বাপের মত বেড়াবার জন্য জননীর সঙ্গে হাঙ্গামা করছিল। নানা কল্পিত বিভীষিকার ভয় দেখিয়ে মুকুলমণি তার অতি-সবুজ উৎসাহকে দমন কর্ব্বার চেষ্টা করছিল।

—ওঃ! বাবা ঐ দে'খ।

দুটি স্ত্রীলোক ঠিক সেই সময় গাড়ির পাশে এসে পড়েছিল। মাতা-পুত্রের সাংসারিক বিবাদের সন্ধান পেয়ে নারী-সুলভ ঔৎসুক্য-বশতঃ তারা বিবদমানদের দিকে তাকালে।

তার পুত্রের দিকে দুজন মহিলা তাকিয়েছে। মুকুলমণির সহজ সৌজন্য সিদ্ধান্ত কর্ল্লে যে পুত্রের কর্ত্তব্য তাদের অভিবাদন করা।

সে পুত্রের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—বল নমস্কার। নমো কর।

অভ্যাস মত পুত্র তাদের নমস্কার করলে। কাজেই অপরিচিতেরা গাড়ির দ্বারে উপনীত হল।

গৃহ-বিবাদ পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগের জন্য কিম্বা বাপ-মার অমনোমত কুমারীকে বিবাহের জন্য নয়। মুকুলমণি বুঝিয়ে দিলে—খোকা গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে চায়।

—নামতে দিন। ছুটতে দিন। খোকা মজবুত হবে।—বল্‌লে মহিলা-যুগলের একজন যাঁর বাড়ি আহমেদাবাদ। তার নাম কাবেরী দেবী।

কাবেরী দেবী খদ্দর-পরিহিতা। মহাত্মাজির অবৈধ লবণ অভিযানের চিত্রকে রোজ প্রভাতে উঠে এই দেশ-ভক্ত মহিলা প্রণাম করে।

অন্য স্ত্রীলোকটি বল্‌লে—ডানপিটে না হলে কি ছেলে মানুষ হয়। এস খোকা।

এ মহিলার নাম শ্রীমতী নলিনী দেবী ওরফে কস্তুরী-সুতা।

ঠিক সেই সময় এর বিষয় ষষ্ঠীচরণ সেন তিন মাইল দূরে বসে ভাবছিল—যদি বা মিলালো বিধি ; হ'য়ে গেল—তেলি হাত ফোস্কে গেলি।

চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া। মাষ্টার নন্তু এ আহ্বানের মর্য্যাদা রেখে —প্রথমে এক লম্ফে নলিনীর ক্রোড়স্থ হল। তার পর অচিরে ঝাঁপাই ঝুড়ে মাটিতে পড়ে, শুকদেব গোস্বামীর মত মারলে ছুট মাঠের মাঝে।

এসব ঘটনার অনিবার্য্য পরিণতি হল—শ্রীমতী মুকুলমণি মিত্রের গাড়ি হতে অবতরণ। তখন মাতৃ-জাতির এই তিন প্রতিনিধি মুগ্ধ হরষে শিশুর বিক্রম দেখতে লাগলো। শিশু ছুটে গিয়ে এক ভ্রাম্যমানের

সার্ট ধরে টানলে। যার সার্ট ধরে টান্‌লে সে শিশুর পিতা—ডাঃ প্রগতি মিত্র, এম-এ, ডি-লিট্।

পুত্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে তার জননী সামাজিক কর্ত্তব্যে মন দিলে। নলিনীকে বল্‌লে—ঠিক্ বলেছেন। ছেলেপুলে হুটোপাটি করলে থাকে ভাল। ময়দানে ভয় নাই। তবে পথে গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। ভয় হয় যদি ছুটে পথে নামে।

—ঐ ভয়করাটিকে ভয় কর্ত্তে হবে। তাকে ভাবতে হবে শত্রু। ভয়কে মনের ত্রি-সীমায় আসতে দিলে, সে বেশ বুকে হাঁটু দিয়ে বসে।

মুকুলমণি হেঁসে বল্‌লে—ক্ষুধা তৃষ্ণার মত ভয়ও একটা বৃত্তি।

নলিনী বল্‌লে—ওটা আদিম বৃত্তি। ওকে দমন না করলে উপায় নাই। ওর আধিপত্যে ভালমানুষে দেশ ছেয়ে গেছে। দেশের চরম লক্ষ্য যে স্বরাজ—তার দেখা নাই।

তার কথার ভঙ্গি মুকুলমণিকে স্মরণ করিয়ে দিলে তার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে। অপরিচিতার বয়স অল্প। কিন্তু কথাবার্ত্তা চাল-চলনে স্বাধীন গৃহিণীর ভাব।

কাবেরী হাসলে। বল্‌লে—বাঙ্গালী বড় বিলাসী। সে আমোদ চায়। কাজ চায়না। আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন দেখলাম।

নলিনী স্বজাতি-প্রেম এ ছেঁদো কথায় আঘাত পেলে। সে বল্‌লে—তোমার দেখার বলিহারি। হাজার হাজার কলেজের ছেলে ঘর-বাড়ী, আমোদ আহ্লাদ, ছেড়ে জেলে বিলাস করতে গিয়েছিল। আর সেই অবসরে তোমাদের দেশের কাজের লোক তাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে পয়সা লুটে লক্ষ-পতি হচ্ছিল। অবশ্য অকেজো বাঙ্গালী!

কাবেরী এ কথার জবাব দিলে হেসে। কথা বলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কি বলবে ঠিক করতে পারলে না।

বল্‌লে—না তা না।

নলিনীর কাবেরী-বিজয় প্রীত কর্লে মুকুলমণিকে। সত্যই আপন-ভোলা বাঙ্গালী জাত। নিজের প্রবৃত্তি বশে কাজ করে আর তার বলিদান পরিণত হয় অন্যের লাভে।

ঠিক সেই সময় নারী-ত্রয়ের সম্মিলনীতে সপুত্র প্রগতি মিত্র এসে উপস্থিত হ'ল। সে বল্‌লে—কী হামজুল্লি! এক ঝাঁকে হাঁস আর সারস-পাখি।

সে বল্‌লে—নমস্কার।

বিস্ময়ে তাকালে নলিনী তার দিকে। হ্যাঁ সেই লোক। ষষ্ঠীবাবুর ডাক্তারের বন্ধু। কি যোগাযোগ! সে নিমেষে তার স্ত্রীর দিকে তাকালে।

অনিশ্চিত স্বরে বল্‌লে—নমস্কার।

ইত্যবসরে মাষ্টার নন্ত পিতার হাত ছেড়ে নলিনীর বামহাতের তর্জ্জনী ধরলে।

প্রগতি স্ত্রীকে বল্‌লে—মুকুল ইনি শ্রীমতী কস্তুরী-সূতা। ইনি দেশ-প্রাণ দেশ-সেবিকা।

দেশ-সেবিকা এবং স্বদেশ-প্রাণ এবং তদুপরি ইনি যে স্পষ্ট-বাদিনী, এবং অ-বাঙ্গালীর মুষল তা বিলক্ষণ বুঝেছিল মুকুলমণি। কিন্তু ইনি যে কস্তুরী-সূতা সে সন্দেহ তার মনে স্থান পায়নি। সে নয়ন ভরে তাকে দেখে বল্‌লে—ওঃ! ভারি আচম্বিতে দেখা তো।

মনে মনে ভাবলে, সত্যই খুড়ো গোখরো সাপের নেজের ডগায় কান চুলকোতে সঙ্কল্প করেছে।

এদের পরস্পরের মধ্যে একটা মিলনের সূত্র আছে। তার উপর সদ্য সদ্য শ্রীমতী কস্তুরী-সূতার বাক্যবাণের আঘাতে মর্ম্মাহত। একটু ম্লান-বিস্ময়ে কাবেরী দেবী তাদের তিনজনের দিকে তাকালো।

কমলমণিকে গৃহস্থালীর শুভ কামনায় প্রগতি, "সরল প্রাথমিক

প্রতিবিধান" পড়িয়েছিল। তার বহু-পূর্ব্বে সহজ সংস্কার তাকে মানসিক কাটা-ঘায়ে মলম দিতে শিখিয়েছিল।

সে কাবেরী দেবীর দিকে তাকিয়ে স্বামীকে বল্‌লে—ইনিও স্বদেশ-প্রেমিক। গুজরাটের মেয়ে। অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণ করেছেন।

প্রগতি সবিনয়ে তাকে নমস্কার করলে। মুকুলমণিকে দেখিয়ে বল্‌লে—মারি ধনীয়াইন ছে। ফরবা যাওছ সুঁ।

কাবেরী হেসে বল্‌লে—সৌভাগবতী ছে। ছোকরো ঘনু ডাহয়ো ছে। জী হাঁ হুঁফরবা যাওছুঁ।

তখন শোভাযাত্রা ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলে।

মুকুলমণি কস্তুরী-সূতার হাত ধরে বল্‌লে—আপনার কথা শুনেছি।

ভয করাকে যে ভয় করে সে একটু কেমন-কেমন বোধ করতে লাগলো। ভরসা করে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারলেনা সংবাদ-দাতার নাম-ধাম।

মুকুলমণি বল্‌লে—আপনি সত্যই মহাত্মাজীর মেয়ে। আপনার দেশ-ভক্তি খুব প্রবল।

তার প্রবল দেশ-ভক্তিকে তুচ্ছ করে প্রবলতর হল নন্তুবাবুর চতুষ্পদ প্রীতি। সে একটা প্রকাণ্ড কুকুরের প্রতি দেশ-সেবিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্‌লে—তুতু।

পুত্রের সৌষ্ঠবের প্রতি মনোযোগিনী হয়ে তার জননী বল্‌লে—ছিঃ নন্তুবাবু মাসিমাকে বিরক্ত করনা।

তার চাহনীতে তুরপুনের ছিদ্রকরী শক্তি ছিলনা। মুকুলমণি তার হৃদয়ের কোমল কক্ষের চাবিকাটির সন্ধান পেয়েছিল। অজ্ঞাতে নলিনীও বিজিত হয়েছিল। মাসিমা!

তার নারীত্ব অভিভূত হ'ল। সে সাদরে নন্তুবাবুকে কোলে তুলে নিয়ে বল্‌লে—তুতুকে ভয় ক'রনা। কেমন?

পিছনে ছিল কাবেরী দেবী ও প্রগতি মিত্র। একটা বিদেশী ভাষায় কথা বলবার অবসর পেয়েছে ভাষাতত্ত্ববিদ্, এ সুযোগ সে ছাড়তে পারেনা। সে শ্রীমতী কাবেরী দেবীর সঙ্গে গুজরাটী সাহিত্যের ভাষায় গল্প করছিল।

হঠাৎ যখন স্নেহ-ভরে তার পুত্রকে কোলে তুলে নিলে নলিনী দেবী, সে নিজেকে ভাবলে থারমপিলিতে মার খাওয়া দিগ্বিজয়ী পারসিক ভূপতি। সে সারাবিশ্ব ঘুরে যে বিদ্যা শিখ্‌তে পারেনি, তার সহধর্ম্মিণীর সে বিদ্যা ছিল সংস্কার জাত। এ রকম কাজে সে প্রতিদিন পরাজিত হত মুকুলমণির কাছে। প্রগতির পত্নী-প্রীতি বিপুলায়তন হল।

সে একটু কান থাড়া ক'রে শুনলে।

নলিনী বল্‌লে—আমাদের পথ এক—আপনাদের পথ অন্য।

তার পর হেসে বল্‌লে—সকল পথিককেই যে এক পথে ভিড় করতে হবে তার কি মানে আছে?

বিস্মিত প্রগতি! সরলা নলিনী বালা! এত বড় সত্যটা বল্‌লে নলিনী—সুরে গুরু-গিরির আমেজ নাই—ঘাড় নাড়ায় শ্রীমতী নায়ডুর নকল-নবিসি নাই।

মুকুল বল্‌লে—আমাদের পথ স্বার্থের পথ, ভোগের পথ। আপনার পথ, গৌরবের কারণ পরার্থপরতার।

মেয়েটা রেশমের কাপড় পরেছে সত্য—কিন্তু ভাল মানুষ। কালো চুলের প্রান্তে—সাদা পাওডারের আমেজ পাওয়া যায়। তা কি হবে? হাজার হাজার হিন্দু-মহিলা যখন পাওডার মাখে—এ বেচারাই বা মাখবেনা কেন? কস্তুরী-সুতা একবার অপাঙ্গে তার বেশভূষা পরীক্ষা করলে—বিদেশী পোষাক। তার আর উপায় কি?

কস্তুরী-সুতার মানসপটে প্রতিফলিত হল—কার্পেট-বোনা আহ্লাদী

পুতুল। হান্না। কথা কয় কম—কিন্তু আপাদ মস্তক দম্ভে ভরা। নীরব দম্ভ—যাকে কথার বাণে জখম করা যায়না। এরা দুজনে নিশ্চয় বন্ধু—মেষশাবক আর খ্যাঁক-শেয়ালীর মিতালী।

উপমা স্মরণ ক'রে সে ষষ্ঠীকে স্মরণ করলে। কারণ এসব উচ্চাঙ্গের ভাষা ষষ্ঠীখুড়োর। ষষ্ঠী কি এর সঙ্গে কথা বলে? অসমসাহসিক কস্তুরী-সুতার সাহস কুলাল না ষষ্ঠীর কথা কহিবার।

তারা কিছুদূর নীরবে পথ চল্‌লো। কস্তুরী-সুতার তুলনা-মূলক প্রজ্ঞা হান্না ও মুকুলের রূপেরও তুলনা করলে। সে পুতুলটার কেশ-বিন্যাস ও প্রসাধনের চাতুরীতে তাকে আচমকা সুন্দরী দেখায়। কিন্তু নস্তু-জননী সত্যই সুন্দরী।

তার নিজের নিস্তব্ধতা তাকে বিস্মিত কর্ল্লে। সঙ্গী থাকলে সে নীরব থাকেনা।

সে কথা না খুঁজে পেয়ে বলে ফেল্লে—আপনার আঙ্গুলের ডগায় খয়েরের দাগ—আপনি পান সাজেন।

মুকুলমণি বল্‌লে—গেরস্ত ঘরে সবই কর্ত্তে হয়।

তার পর সে হাসলে।

হাসির তাৎপর্য্য বুঝলে নলিনী। সে বল্‌লে—আমি পান খাইনা। বাবা খান। বাজারের পান আমি প্রাণ ধরে বাবাকে খেতে দিতে পারিনি। একটা মজার কথা শুনবেন?

মুকুলমণি মুখে কিছু বল্‌লে না। তার চক্ষু বল্‌লে—অক্লেশে।

নলিনী বল্‌লে—আমি জেলে গিয়ে ঐকথা ভাবতাম। বাবার পান খাওয়া হবে না। আর বাবা যখন জেলে যান ঐ দুর্ভাবনাটাই আমার প্রধান।

কথার পিঠে কথা না দিলে ভদ্রতা হয় না।

মুকুলমণি বল্‌লে—রান্না জিনিস অগ্নিতে শুদ্ধ হয়—আর তাতে অত হাত লাগে না। কিন্তু পান কাঁচা জিনিস আর আগাগোড়া হাতেগড়া।

এই মহিলাযুগল যখন পান-তত্ত্ব আলোচনা করছিল—কাবেরী দেবী প্রগতি প্রফেসারকে ভালো মানুষ পেয়ে অকাতরে বাঙ্গালী-বিদ্বেষের বিষের থলি ওজাড় করছিল। নলিনীর কষাঘাতে তার অহিংসা-নীতি রসাতলে গিয়েছিল।

প্রগতি ভাবছিল—মহাত্মাজী, অহিংসাবাদ, দুধ-কলা দিয়ে সাপ-পোষা, প্রভৃতি অনেক কথা। ইংরাজের যতই দোষ থাক, সে খরিদ্দারকে ঘনু আলসু বলে না। কিন্তু নারীর সাথে তর্ক! কি জানি কথায় কথায় যদি কোনো রূঢ় কথা বেরিয়ে যায়।

কথা পাল্টাবার জন্য প্রগতি তাকে জিজ্ঞাসা করলে—তমে কলকাতামা কেট্‌লি বখত রহেসো?

সে বল্‌লে—বহুদিন আছি। বাঙ্‌লার সব জানি।

শিষ্ট প্রগতি অতি মৃদুস্বরে বল্‌লে—হুঁ তমোনে বাঙ্গালিনী ঘনু মুলাকাত লেবানী ভলা মনু করছুঁ।

দুরন্ত নন্তুবাবুর দুষ্টামীর কথা শুনছিল নলিনী। বাঙ্গালী কুৎসা গানের রেসটুকু প্রবিষ্ট হল তার কর্ণে। সে গুজরাটি বোঝে না। কিন্তু বঙ্গ-শব্দ থেকে উৎপন্ন সকল শব্দ তার অতি প্রিয়। বাঙ্গালী কথা তার কানে গেল। সে বল্‌লে—বাঙ্গালীর কথা কি হচ্চে? তারপর দিলে এক বক্তৃতা।

সে সন্ধান পেয়েছিল—নর্ম্মদা, কাবেরী, গোদাবরী সকল দেবীর মনের। এদের আত্মীয়েরা বাঙ্গালীর অর্থে ধনী হয়েছিল। ব্যবসাদার জাতি অর্থকে ভাবে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাদের প্রাণ চায় ধনীর তোষামোদ করুক নির্ধন—সংসারের সাধারণ নিয়মে। বাঙ্গালী ফকীরের

জাতি। সে জ্ঞানকে পূজা করে। ধনীকে ভাবে অপদার্থ। এই আদর্শের পোষকতা ক'রে সে নির্ধন—কিন্তু ধনীর চক্ষে প্রতীয়মান হয় দাম্ভিক ব'লে। পেটের দায়ে সে অ-বাঙ্গালীর কাছে চাকুরী করে—কিন্তু তার অর্থ-লোলুপতা, অজ্ঞতা ও রীতিনীত নিয়ে পরিহাস করে।

এই সব কথা স্পষ্ট ভাষায় জোরের উপর বল্‌লে কস্তুরী সুতা, জননী কস্তুরী দেবীর দেশের মেয়েকে। তার বক্তৃতার স্রোতে হাবুডুবু খেলে কাবেরী দেবী।

সে একবার আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে। বল্‌লে—আমি সে বাঙ্গালীর বুদ্ধির কথা বলছি না। তারা ব্যাপার করে না সেই কথাটাই বলছি।

—কাবেরী দেবী ব্যাপারটা তো ঐ ব্যাপার নিয়ে। ব্যাপার তোমাদের দেবতা। তোমরা মহাত্মাজীকে সামনে রেখে নিজেদের ব্যাপার বেশ গুরুতর করে নিয়েছ। কিন্তু এসা দিন নেহি রহেগা।

দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে যখন পাশাপাশি ঘাড় নেড়ে তর্জ্জনী হেলায়ে সে বল্‌লে—এসা দিন নেহি রহেগা—তার এলো খোঁপা খুলে গেল। চক্ষে অগ্নি, দোদল দোলায় ঘাড়, আর আলুলায়িত কেশের গোছা। নিরাভরণ তেজস্বিনীকে কেশরীর মত দেখতে হ'ল।

নন্তু মনোযোগ দিয়ে তার হাবভাব লক্ষ্য করছিল। কিন্তু দেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্পন্দনগুলা ছিল এত জটিল ও ক্ষিপ্র যে সেগুলা অনুকরণ করা তার পক্ষে হয়ে উঠছিল সাধ্যাতীত। কিন্তু এসা দিন নেহি রহেগার ঘাড় নাড়া ও তর্জ্জনী-হেলন ছিল বিলম্বিত লয়ের উপর।

সে ঘাড় নাড়লে আঙ্গুল নাড়লে—শেষে আনন্দে হাততালি দিলে।

তারপর আর ঝগড়া চলে না।

কাবেরী বল্‌লে—ঐ দেখ বাঙ্গালীর জাতের গর্ব্ব। খোকাবাবু অবধি আমার সঙ্গে বিবাদ করছে।

প্রগতির মনে পড়ল—সাগর উদ্দেশে ইত্যাদি এবং ষাঁড়ের শক্র বাঘে মারার কথা।

তর্কে বিধ্বস্ত হয়ে কাবেরী দেবী প্রগতির সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনায় রত হ'ল।

মুকুলমনির সঙ্গে কস্তুরী-সূতার দেশী অস্ত্রের কথা হ'ল। নলিনী তার কথার যুক্তি বুঝলে। সে যে অস্ত্র বেচতে গিয়েছিল, সেগুলা উপযোগী না হ'তে পারে। কিন্তু এত সব পণ্ডিত রয়েছে চিকিৎসা জগতে, তারা নিশ্চয়ই দেশে ঔষধ তৈরি কর্ত্তে পারে, অস্ত্র নির্ম্মাণ করতে পারে। করে না দাস-বৃত্তির ফলে, নূতন কাজ আরম্ভ করবার সৎসাহসের অভাবে।

মুকুলমণি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করে বল্‌লে—এখন তো হচ্চে। তবে আমরা ঐ যে বল্লেন আদর্শের দোষে সকল কাজে পেছিয়ে পড়েছি।

নলিনী বল্‌লে—খদ্দর সত্যই এর উপায়। খদ্দর চল্‌লে দেশের গরীব অন্ন পায়, আনুসঙ্গিক বিলাসিতা কমে। তাহলে বিদেশীর লুট বন্ধ হয়। আপনি জানেন আহমেদাবাদী অনেক কাপড় মাপে কম। যার ওপর যা মাপ ছাপা থাকে, ঠিক সেই মাপের কাপড় থাকে না।

মুকুলমণি বল্‌লে—যারা অন্যরকম অভ্যাস করে ফেলেছে হঠাৎ পরিবর্ত্তন করতে পারে না। ধরুন—

সে বল্‌লে—বুঝেছি। কিন্তু দরদও নাই। মৌখিক সহানুভূতি নাই। আমি খদ্দরের জামা-সেমিজ তৈরি করি—আমার বাবা বিক্রী করেন। আমিও মাঝে মাঝে যাই খদ্দর বেচতে। যে সে ঠাট্টা করে শুনলে জাতের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়ে যায়। এক একবার মনে হয় এসব ছেড়ে দিই। কার জন্য এত নিগ্রহ।

মুকুলমণি এমন অবসর ছাড়লে না। সে বল্‌লে—আপনাদের মত মহাপ্রাণদের উচিত দীনের সেবা করা। অসহায় বিধবা—উপক্রুত নারী।

নলিনী নিজের চিন্তা-স্রোত অনুসরণ করছিল—উপার্জ্জনক্ষম উকীল, ডাক্তার, রাজকর্ম্মচারীদের শান্ত সংসার আর স্বার্থ-পরতার গণ্ডী।

সে বল্‌লে—আমাদের দেশের নারীদের জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা গোলামের গোলামী করে আর নিজেদের ভাবে দেবী, গৃহ-লক্ষ্মী।

মুকুলমণি আবার বিশ বাঁওড় জলে পড়লো। সে বল্‌লে—না। আমি গরীব বিধবাদের কথা বলছি। তাদের মধ্যে অনেকে অযথা উৎপীড়ন সহ্য করে। আত্মীয়ের বাড়ী ক্রতদাসী হ'য়ে বাস করে। অনেকে আবার পেটের দায়ে, প্রলোভনে, কিম্বা দুষ্টের অত্যাচারে—ওর নাম কি হ'য়ে যায়।

অত্যাচার যার উপর হয়, কস্তুরী সূতা তার মিত্র। সে বল্‌লে—হ্যাঁ তা—দে—র কথা ভিন্ন।

মুকুল তাকে ধীরে ধীরে বৈধব্য-দমন সমিতির উপকারিতা বোঝালে। তার স্বামী অর্থ দিয়ে, শক্তি দিয়ে সমিতির সেবা করে। সে যদি নলিনীর মত শক্তিমতী মহিলা কর্ম্মী পায়, বিধবাদের অশেষ কল্যাণ সম্ভব।

নলিনী বিস্মিত হল। ষষ্ঠীর কথায় এ নারী সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে এর কাজে ঢাক ঢাক গুড় গুড় নাই। পেটে এক মুখে আরের পাঠ পড়েনি নলিনী—আর কতদূর কি পড়েছে জগত সে সমাচার নির্ভুল ভাবে রাখে না।

সে বিস্ময় প্রকাশ করলে। বল্‌লে—কি আশ্চর্য্য। আমি ওঁকে গোপাল ভাঁড় ভেবেছিলাম।

মুকুলমণির পতি-ভক্তি চোট খেলে। স্ত্রীলোকটি সুষ্ঠু সমাজের কোনো বিধি-বিধান তো জানেই না। পুরাণের অতি প্রসিদ্ধ গল্পগুলাও শোনেনি। পতি-নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। অতি বড়

শত্রু কিম্বা মূর্খ না হ'লে কোনো লোক স্ত্রীর কাছে স্বামীকে গোপাল ভাঁড় বলে না। আর স্বামীও তো যে সে মানুষ নয়—প্রসিদ্ধ বিদ্বান। তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাক-লাগানো বিদ্বান।

সে ভাবলে—থাক্ ষষ্ঠীখুড়ো চিরকুমার। এই বুনো সারস ধরবার জন্য আমি অনেক কিছু করতে পারি—স্বামী-নিন্দা শুন্‌তে পারি না।

সে নীরবে মাটির পানে তাকালে—নভেলের বা ছায়াচিত্রের নায়িকার ভঙ্গিতে নয়। নিজেকে সংযত করবার জন্য।

মুকুল যদি প্রকাশ্য অসন্তোষ প্রকাশ কর্ত্ত—কস্তুরী সুতা বিদ্রোহী হত। কারণ, বিদ্রোহকেই সে এ দুস্তর জীবন-সাগরে শত্রুর অভিযান প্রতিরোধক মাইন বলে জানে। কিন্তু এ কোমল-স্বভাব মহিলার তিতীক্ষা তাকে হেঁটমুণ্ড করলে।

সে তার হাত ধরে বল্‌লে—অপরাধ নেবেন না। আপনার স্বামী খুব রসিক। আমি তাঁর সেই রসিকতাকে লক্ষ্য করে ও কথা বলেছিলাম।

মুকুলমণি লোক ভাল—প্রতিহিংসা-পরায়ণ নয়। কিন্তু তার স্বভাবে খেলোয়াড়ের মনোবৃত্তির অভাব ছিল। নিদেন তার সামাজিক দোষ সংশোধন করাও তো কর্ত্তব্য। সে নলিনীর টুটি টিপে ধরলে।

—বিলক্ষণ! অপর কেহ পতি-নিন্দা করলে মর্ম্মাহত হতাম। আপনি আমাদের স্তরে নিজেকে নামাতে পারেন না। আমরা ক্ষুদ্র—আমরা গৃহী, খেলনা নিয়েই খেলা-ঘরে দিন কাটাই। ছেলে বেলায় পুতুল খেলা করেছেন কিনা জানিনা—নিশ্চয়ই জীবন্ত পুতুল নিয়ে, নিজের জীবনের সকল মধু দিয়ে মৌচাক গড়েন নি। বিয়ে-থাওয়া করতেন দিদি তো বুঝতেন—হোমের আগুন আর সংস্কৃত মন্ত্রের যাদুকরী শক্তি।

সে হাসলে। কোমল নয়নে তার দিকে তাকালে। মানব-প্রকৃতির বিকাশে বিকসিত হল দরদী পতি-প্রাণার ধবধবে কুন্দ দাঁত।

স্বদেশ-প্রেমিকা মানবতার স্তরে নেমে এলো—দরদের যাদুস্পর্শে। দিদি! তাকে তো এত আপনার কেহ করেনি কোনোদিন—দাম্ভিক গোলামদের সংসার হ'তে। মেয়েটা সত্যই ভালো। মধুর! উচ্চ! কেবল দেশের ডাকে কারাবরণ করাই মহত্ত্বের মাত্র নিদর্শন নয়।

নরম কাদা স্বভাবতঃই কমনীয়। মাটি গুললে, সে জলকেও আবিল পঙ্ক মলিন করে। কামার-শালে শক্ত লোহা যখন গলে—সে দ্রব হ'য়ে অপূর্ব্ব ঢল-ঢলে লাল বর্ণ ধারণ করে। তার গলা-দেহ থেকে রশ্মির ছটা বার হয়।

কোথায় বা তুরপুন আঁখি—কোথা গেল তার বাগ্মীর প্রচার ভঙ্গী। যুবতী নারী নলিনী যুবতী নারী মুকুলমণির কাঁধে হাত দিয়ে বল্‌লে—ভাই রাগ ক'রনা। আমারও অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল—কিন্তু আমি অভাগিনী। ঘরও পাইনি বরও পাইনি। ঊষার রবির মত একবার উঠেই অস্ত গিয়েছে। স্বামী-সোহাগ সত্যই বুঝিনি ভাই খোকার মা।

খোকার মা! ম্যাজিক করেছে পাজি ছেলে নন্তবাবু। তার বিষাদের সুরে মুকুলমণির চোখ ছল ছল করে এলো।

সে বল্‌লে—আমার নাম মুকুলমণি। তুমি আমায় মুকুল বলো দিদি।

নলিনী বল্‌লে—আমি নলিনী দিদি। কস্তুরী-সূতা আমার রাজনীতির নাম!

সে নরম ভাবকে তাড়াবার একটা অবসর পেলে। কী ঘটনাস্রোতে তার পিতৃদত্ত নাম নলিনী, তার স্ব-কপোল-কল্পিত নাম কস্তুরী-সূতার চাপে চাপা পড়েছিল—সে গল্প শোনালে মুকুলমণিকে।

সাত পাকের কুহক কিম্বা ফ্রয়েডি চাপ রিপ্রেসন মুক্ত হয়ে হাঁপ ছাড়ার প্রচেষ্টার ফলে সে আবার সেই পুরাতন স্বামী প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করলে।

যে বল্লে—তুমি :যা বলছ ভাই সে সুখের স্বাদ পাইনি কিন্তু কল্পনা কর্ত্তে পারি। বিবাহের পর মাত্র এক বছর স্বামী জীবিত ছিল। তার পর বারো বছর বয়সে চিতার আগুন নেভার সঙ্গে সঙ্গে আমার সংসার ঘরের দীপ নিভলো।

তারা উভয়ে নীরব হল। কাবেরী ও প্রগতি বহু দূর চলে গিয়েছিল। নন্তু ড্রাইভারের কাঁধ থেকে গাড়ির চালানো-চাকার উপর উঠে বসেছিল।

মুকুলমণি বুঝলে স্বামী সোহাগ পেলে আবার এই গর্ব্বিতা নারী তার মত শান্ত গৃহ-লক্ষ্মী হয়ে আত্মীয় সেবা করতো। যতক্ষণ সে নলিনীর কাছে ছিল ষষ্ঠী খুড়োর কথা তার স্মরণ পথে. পড়ছিল। তার চোখাচোখা নীতি-সুধা তার চিন্তায় ও ভাষাতে মিশিয়ে যাচ্ছিল। সত্যই তো এই বেড়াল বনে গেলে বন বেড়াল হয়। এ ক্ষেত্রে তার উল্টোটা হ'ত। এই বন-বেড়াল ঘরের কুণো বেড়াল হতে পার্ত্ত তেমন বেষ্টনীর সহায়তায়।

সে ধীরে ধীরে বল্লে—হ্যাঁ এ ক্ষেত্রে দেশ-সেবাই আপনার স্নেহ-মমতাকে সরস ক'রে রেখেছে।

—স্নেহ-মমতা! কি জানি? কর্ত্তব্যর টানই বুঝতে পারি।

সে নীরব হল।

মুকুলমণি তার চিন্তাফলকে সশব্দে প্রকাশ করলে—হ্যাঁ দেশের সেবা অনির্দ্দিষ্ট জনের সেবা। সকলের সেবা অথচ কারও ব্যক্তিত্বের সেবা নয়।

এবার নলিনী হাসলে। ষষ্ঠীর ভাষা সাংঘাতিক। সে বাক্ কেন্দ্রের গভীরে বাসা বাঁধে।

নলিনী বল্লে—যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর। তাঁরি কঠিন কাজ।

মুকুলমণি বল্‌লে—পরসেবা মানে নির্দ্দিষ্ট পরের সেবা—যেমন অসহায় ব্যক্তির রোগে সেবা, উপক্রুত নারীর উপদ্রব-নিবারণ। এই রকম সব কাজে একটা মায়ার আদান-প্রদান হয়।

এবার নলিনী তার মনের একটা গুরুতর সমস্যার যেন উত্তর পেলে। মুকুলের ধীর শান্ত চাহনীতে শান্ত সংসারের ছায়া দেখলে।

সে চমক্‌-ভাঙ্গা সুরে বল্‌লে—পণ্ডিত স্বামীর সঙ্গগুণে আপনার অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে। আমি বাবার কাছে বেদান্ত পড়তে আরম্ভ করেছিলাম —সেও নীরস কঠিন। অনির্দ্দিষ্ট, অচেনা অজানার সেবা। নাম জপ— তাতে প্রতিমা পূজার উৎসব নাই—আবাহনের আনন্দ নাই, নিরঞ্জনের অশ্রু-বেদনা নাই।

মুকুলমণি গভীর জলে গিয়ে পড়ছিল। কিন্তু যে মুখে প্রগতির যশোগান গীত হয় সে মুখ বরণ্যে।

সে বল্‌লে—ঠিক্ বলেছ নলিনীদি। কথাগুলা ওরই কাছে শেখা। উনি বলেন নিরাকারের ভজনা বড় সাধনা—কিন্তু সাকারের পূজা মনোরম প্রাণের জিনিস। জয়মা কালীর কাছে স্বামীর মঙ্গল কামনা, ঈশ্বরকে আত্মীয় করে। আর ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ভাবতে ভাবতে, বোধ হয়, রক্তের চাপ বাড়ে।

নলিনী হাসলে। বল্‌লে—আমার এই নিরাকার আবার কিম্ভুদ-কিমাকার যখন দেখি যার জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করি—সে লাঞ্ছনাকে লাঞ্ছিত না করে তার কলেবর বাড়ায়। আমার সহকর্ম্মীরা—কে বড়, কে ছোট, কে নেতা, কে আজ্ঞাবাহী কর্ম্মী হবে—এই নিয়ে বারো আনা শক্তির অপচয় করে। বলেছিতো যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর।

—ষষ্ঠী খুড়ো ঠিক ঐ কথাই বলে।

তারা দেখেনি। কাবেরী দেবীকে ট্রামে চড়িয়ে দিয়ে প্রগতি তাদের

অনুসরণ করছিল। সে অনেক কথা শুনেছিল। তাই নলিনী কুপিত হবেনা ভেবে সে বল্‌লে—ষষ্ঠী খুড়ো ঠিক ঐ কথাই বলে।

তারা পিছন ফিরে যুক্তপাণি প্রগতিকে দেখে হাসলে। তারাও চাইছিল হাল্কা কথা কহে আবহাওয়া ফিকে করতে।

নলিনী বল্‌লে—আড়িপাতা পণ্ডিতের লক্ষণ নয়। অথচ বলবার যো নেই। পতি-নিন্দা শুনে এখনি সতী মুকুলমণি দেহত্যাগ করবে।

সর্ব্বনাশ! নলিনী হাস্‌তে জানে। আবার রসিকতা! সে প্রকাশ্যে —ব'লে ফেল্লে—কী হামজুল্লি।

তারা সবাই হাসলে।

মুকুল বল্‌লে—তুমি তো খুড়োকে দেখেছ। ভারি মজার মজার কথা কয়।

নলিনী হাসলে। কথার জবাব দিলে না।

প্রফেসার বল্‌লে—ষষ্ঠী খুড়ো মুকুলমণিকে বলে—জোনাকী।

অন্যমনস্ক হয়ে নলিনী বল্‌লে—কেন?

—উনি আঁধার রাতি। আর আমি আঁধার রাতের মিট্‌মিটে আলো ব'লে।—বোঝালে মুকুল।

প্রগতি আবার বল্‌লে—কি হামজুল্লি!

তৃতীয় ভাগ

এক

ষষ্ঠীচরণ সেন অস্ত্রোপচারের নানা অস্ত্র গরম জলে সিদ্ধ করছিল। এক আগন্তুক তাকে জিজ্ঞাসা করলে—মশায়ের নাম কি ষষ্ঠীচরণবাবু।

—বাপ মা দেওয়া নাম ষষ্ঠীচরণ। নিজ গুণে কেহ বলে বাবু কেহ বলে খুড়ো।

সে বল্‌লে—প্রফেসার মিত্র আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন।

—সেও নিজ গুণে। এখন পত্রপাঠ বলুন মনের কথা।

—আজ্ঞে লজ্জা করছে।

প্রায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা, বিয়াল্লিস ইঞ্চি ছাতি, কৃষ্ণ-বর্ণ মানুষের লজ্জা !

ষষ্ঠী উপরে নীচে তার দিকে তাকালে। পোষাক পরিচ্ছদ খদ্দরের—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

সে বল্‌লে—বাপ্ আবলুস্ খোল—নাজে মরি বসন চুরি ছাড়। মনের কথা কও। না পার দক্ষিণ দুয়ার যাও।

লোকটা এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার। ছেলেরা তার হুকুম শোনে। যে না শোনে তাকে ধমক দেয়। কিন্তু একি ?

সে বুঝলে ছেলেদের প্রতি আচরণ হতে ভিন্ন আচরণে এর সঙ্গে বার্ত্তালাপ করতে হবে। স্কুল বোর্ডের সভ্য কিম্বা স্কুল-সব-ইন্‌স্‌পেক্টরের প্রাপ্য শ্রদ্ধার ন্যায়তঃ দাবী করতে পারে ষষ্ঠীচরণবাবু।

সে বল্‌লে—আসল কথা স্যার আমার বিবাহের কথা।

ষষ্ঠী বল্‌লে—নকল কথা না চাও তো বলি—তোমার বিবাহ সধবার একাদশী।

সে একটা ফোটানো ছুরি এলকহলে ভেজানো তুলায় মুছে বাক্স-জাত করলে।

হেড মাষ্টারের নাম—মুরারি দাস। সে বুঝলে লোকটা ভীমকায়, হাতে অস্ত্র এবং শাণিত-জিহ্বা হলেও মারাত্মক নয়। বিশেষ যে সয় সেই রয়।

সে বল্‌লে—আজ্ঞে স্যার যাকে বিবাহ করব তিনি একাদশী করেন—বিধবা।

ষষ্ঠীর চিন্তা-শক্তি সজাগ হ'ল। প্রগতি, বিবাহ, একাদশী। ওঃ! লোকটা বিধবা বিবাহ করবে, তাই সভার পক্ষ থেকে তার গল্প শুনে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ষষ্ঠীর মনের জড়তা দূর হ'ল না।

সে বল্‌লে—তোমার দেওয়া সিঁদুরে ডবল বৈধব্য। আচ্ছা—কিবা হাড়ি কিবা ডোম—বল কি চাও।

লোকটার কথাগুলা একটু কড়া কিন্তু চোখের কোণে দরদ আছে।

সে বল্‌লে—স্যার আমি মোহনপুর স্কুলের হেড মাষ্টার, জাতিতে মাহিষ্য।

ষষ্ঠী ভাবলে কিন্তু বল্‌লেনা—মাহিষ্য জাতে হ'তে পার চেহারা মহিষের মত।

নীরব শ্রোতা চিরদিন উৎসাহিত করে বক্তাকে। হেড মাষ্টার বল্‌লে—দেশে একটি বিধবা মেয়ে আছে—অনাথা বিধবা।

—বয়স?—জিজ্ঞাসা করলে ষষ্ঠী কাঁচি সাফ কর্ত্তে কর্ত্তে।

—আঁজ্ঞে বিধবাটির বয়স ২৩-২৪।

—হুঁ! ডাল পালা?

—ডাল পালা!

ষষ্ঠী তার দিকে তাকালে। বল্‌লে—ওঃ ছেলে তাড়া। তাই তাল-কানা। ছেলেপুলে ?

—বিধবাটি আপাততঃ নিঃসন্তান। একটি পুত্র ছিল, তিন বৎসর পূর্ব্বে দেহ-ত্যাগ করেছে।

—হুঁ ! তোমার বয়স ?

—এই সাতাশ হবে।

আবার তার প্রতি বিরক্তির চাহনী নিক্ষেপ করলে ষষ্ঠীচরণ। বল্‌লে—হাঁটুর না পুরো বয়স। তেত্রিশের এক মিনিট কম নয়।

লোকটা ভাবলে স্কুল বোর্ডের সভাপতি, দেশের জমিদারের পাশ করা ছেলে কটূ ভাষী বটে। এর ভাষার তুলনায় তাদের ভাষা আশীর্ব্বাদ। কিন্তু গরজ বড় বালাই।

সে বল্‌লে—আজ্ঞে অত হবেনা। তিরিশ আন্দাজ হবে। মানে হ'চ্চে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার জন্ম-পত্রিকা আরশালায় খেয়ে ফেলেছে।

—বেঁচে থাক্ আরশোলা। বুঝেছি। শোন মাষ্টার তুমি ঐ বিধবাটিকে বিয়ে করতে চাও। সেটি কি জাতের মেয়ে।

—আজ্ঞে মাহিষ্য।

—ভাল। এক জাত। তোমার ঝাড় তাকে ঘরে নেবে ?

ঝাড় মানে বংশ। অনুবাদ করে বুঝে হেড্ মাষ্টার বল্‌লে—আজ্ঞে আমাদের বংশ ভারি আধুনিক এবং উদার। কিন্তু—মানে ঐ বিধবাটিকে তারা শাঁক বাজিয়ে বরণ করে ঘরে নেবে। আমার মা এবং মাসি বিধবা—বিধবা অনাথার মর্ম্ম তাঁরা হাড়ে হাড়ে বোঝেন।

—হাড়ে হাড়ে বোঝেন ? তুমি চাল চিঁড়ে দাও না।

হেড্ মাষ্টার থতমত খেয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে তা নয়। মর্ম্ম মানে—মনের ব্যথা।

নিজের মনে বল্‌লে, প্রকাশ্যে বল্‌লে না ষষ্ঠী—তুমি মুরারী, বিধবা চিন্তু। মুরারীর মু আর চিন্তুর চি। মুচির মুখতোড় চটি। রাজযোটক।

মুরারী বুঝল যে সেন মশায় প্রসন্ন। সে একটু হাসলে।

ষষ্ঠী জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি বিবাহে সম্মত কিনা। মুরারী বল্‌লে সে মেয়েটির নিজের মুখ থেকে সম্মতি-লাভ করেছে। তার পূর্ব্বে গ্রামের বিশিষ্ট প্রসাধন-শিল্পি বিধু নাপিতানী বিধবার মন থেকে কু-সংস্কার দূর করেছে।

—হুঁ! ব্যাপার গড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বিবাহ আবশ্যক। বাধা দিচ্চে বুঝি তার কলমী-লতা।

—কলমী-লতা?

—ছেলে তাড়াও মাষ্টার বাঙ্‌লা বোঝনা।

ক্রমশঃ মাষ্টারের ধৈর্য্য অধঃপাত যাচ্ছিল। লোকটা তার প্রতি মুটে মজুরের মত ব্যবহার করছে। তার পর নিজে কহিবে বিচিত্র ভাষা আর তাকে কিনা বলে যে মাতৃ-ভাষা জানেনা। প্রফেসার প্রগতি মিত্র সশ্রদ্ধ-ভাবে তার উল্লেখ করেছে। লোকটা গুণী নিশ্চয়। কিন্তু তার গুণপণা যদি রূঢ়তায় আবদ্ধ থাকে, তার গুণের হিংসা করবেনা—হেড্‌ মাষ্টার।

ষষ্ঠীর বিচার-শক্তি অভ্রান্ত। সে মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলে এবার মাষ্টার প্রতিবাদ করবে। সে তাকে পরীক্ষা করছিল। প্রেমের নেশায় লোকটা ছুটে এসেছিল কিনা—সেই কথা ছিল তার বিবেচ্য।

সে বল্‌লে—তার জ্ঞাতি গোষ্টী, আত্মীয়স্বজন কি বলে?

—ওঃ! কলমী-লতা! হ্যাঁ। সেই জন্যই তো আপনার শরণাপন্ন হয়েছি সেন মশায়। চিন্তামণির—মানে সেই বিধবাটির—বাপ নাই। মা আছে আর এক বড় ভাই আছে। ভাইয়ের সংসারে সে দাসী।

আমি উদার পন্থী। বি, এ পাশ করেছি। হিন্দু সমাজ যাতে সাপের খোলসের মত নিরর্থক কু-সংস্কার বর্জ্জন করে—

—থো কর মাষ্টার। তেত্রিশ বছর বয়স। তুমি বউ-মরা ?

—আজ্ঞে আমি বি-পত্নীক। মেদিনীপুর জেলায় আমার ঘর। পুত্র কন্যা নাই। দেশে ধান জমি আছে—পুকুরে মাছ আছে—

—মাছের পট্‌কা আছে, কানকো আছে। থাক্‌। ছেলে পড়াতে পড়াতে চিন্তামনি বিধবার প্রেমে পড়লে। বেশ করেছ। আড়ালে আবডালে দুটা কথাও কহে নিয়েছ। আর কি করেছ না করেছ—

—দোহাই আপনার কিছুনা। কেবল ধর্ম্মের মুখ চেয়ে—দেশের জন্য —দশের জন্য—

—ভদ্র-ঘরের বিধবার সঙ্গে প্রেম করছ। যাক্‌ ঘ্যানঘেনে হ'লেও তুমি ভদ্র। কারণ হুমো-পাখির মত উধাও করবার চেষ্টা না করে, তুমি তাকে নোয়া পরাবার চেষ্টা করেছ। তার মা আপত্তি করেছে—ভাই বেটা কি করে আর কি বলে ?

—ভাইয়ের মুদীর দোকান আছে। বিধু নাপতিনী যখন প্রস্তাব করেছিল—তাকে, আমাকে আর ক্ষিরো গোয়ালিনীকে পুলিসে ধরিয়ে দেবে বলেছিল।

—হুঁ ! আর তার গাই ?

—ন ভুত না ভবিষ্যত গালাগালি দিয়েছিল ঐ পরোপকারী মহিলা দুজনকে। হুমো পাখির কথা স্যার যখন বল্‌লেন, তখন বলি। এক সময় শ্রীমতী ক্ষিরোদা গোয়ালিনীর সঙ্গে চিন্তামণি মুক্তির পথে এখনি চলে আসতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু আমি অবৈধ ওর নাম কি—

—বুঝেছি। থাক।

চকিতে ভেবে নিলে খুড়ো। গন্ধর্ব্ব-মতে পালালে মাষ্টারের চাকুরী

যাবে, স্ত্রীলোকটার ইহকাল পরকাল যাবে। এখন সে ভ্রাতার সংসারে দাসীর কাজ করছে—ভাবীকালে অন্যের বাড়ি দাসীর কাজ কর্ত্তে হবে। এক্ষেত্রে অগ্নি-সাক্ষ্য রেখে বিবাহই মিলনের সুষ্ঠু উপায়। কমিটিকে ব'লে এমন উপায় অবলম্বন কর্ত্তে হবে যার ফলে এই দুই ব্যক্তি উদ্বাহের ফাঁসে ফেঁসে যেতে পারে।

সে বল্‌লে—ঐ গ্রামে এমন লোক নাই যারা বিধবা-বিবাহের পক্ষে।

—বুঝেছেন তো। বিধবা-নির্য্যাতনের পক্ষে সারা বিশ্ব। ওদের অবস্থা একটু ভাল হ'লে এতদিন লোকে ওদের ধোবা-নাপিত বন্ধ করত।

—হুঁ! গ্রামে ঢিঢিকার হ'য়েছে তোমাদের প্রেমের কথা?

—বোধ হয় কেহ জানেনা। আর প্রেমের তো কোনো কথা নাই। মানে—

—থাক্। আচ্ছা তুমি সামনে রবিবার এস।

সন্ধ্যার সময় ষষ্ঠীচরণ গেল প্রগতির বাড়ি।

আলোচনার ফলে ঠিক্ হল—স্বামী শব্দানন্দ রবিবার প্রাতে হেড্‌মাষ্টার মুরারী মাইতির সঙ্গে মোহনপুর গ্রামের বাহিরে যে শিব-মন্দির আছে সেখানে যাবে। তার পর সমিতির যা যা প্রক্রিয়া সেই সব উপায় অবলম্বন করা হবে।

দুই

স্বামী শব্দানন্দ মোক্তারী পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে আলিপুর দেওয়ানী আদালতের এক উকীলের মুহুরী নিযুক্ত হ'য়েছিল। তখন তার নাম ছিল সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। আদালতের আরজি লিখে আর সাক্ষীর তালিকা লিপিবদ্ধ ক'রে তার অন্তরের বাগ্মীতা এবং মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী-শক্তি মাঠে মারা যাচ্ছিল। অনেক কথা তার মনের মাঝে গুমরে গুমরে, আত্ম-প্রকাশের অক্ষমতায় চিন্তা এবং জীবন স্রোতকে আবিল করছিল।

রাজনীতিতে সর্ব্বেশ্বরের শ্রদ্ধা ছিলনা। ওলট্-পালট্ ডিগবাজী, সিংহ-পটাবৃত রাসভতা তাকে অভিভূত করতে পারলেনা। সে বাঙ্গালী-সমাজের কতকগুলা কঠোর বিধিকে চিরদিন উৎপীড়ক ভাব্‌তো। ঊনত্রিশ সালে যখন তার স্ত্রী-বিয়োগ হল—তাকে সংসারে বাঁধবার শৃঙ্খল চূর্ণ হল।

কিছুদিন সে আর্য্য-সমাজে ঘুরলে। হরিদ্বারে এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিলে। গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে স্বামী শব্দানন্দ হল। লছমনঝোলা বা স্বর্গদ্বারে শব্দের একান্ত অভাব। সেখানে বসে নীরবে ইষ্ট-মন্ত্র জপ জীবন্ত সমাধি। সে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে দেশে ফিরলো।

সেই সময় অধ্যাপক মিত্র প্রভৃতি মণীষি পরিচালিত বৈধব্য-দমন-সমিতি ঢক্কা-নিনাদে আপনার উপকারিতা প্রচার করছিল। স্বামী শব্দানন্দ সেই ঢাকের শব্দে আকৃষ্ট হল।

লোকটা মেধাবী। বাগ্মীতা তার সহজ বৃত্তি। আদালত-প্রাঙ্গণের গাছতলা প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে সে মনুষ্য-চরিত্রের অনেক গোপন-রহস্যের সন্ধানলাভ করেছিল।

কোনো বিষয়ে সিদ্ধির জন্য মন না কাঁদলে সাধনা নিষ্ফল। বাঙ্গালী বিধবার জন্য সত্যই মন কাঁদত সর্ব্বেশ্বরের। ব্রহ্ম-চারিণী হিন্দু-বিধবা পৃথিবীতে বিশ্ব-জননীর প্রতীক। অবশ্য হাজার দেবীর মধ্যে বহু নষ্ট-চরিত্র স্ত্রীলোক আছে। আবার বহু নষ্ট চরিত্রের মধ্যে অনেকের স্বভাব অভাবে নষ্ট হয়েছে। এই নষ্টা রমণী এবং তাদের সন্ততি ক্রমশঃ—জীর্ণ হিন্দু-সমাজের গণ্ডীর বাহিরে যায়। এদের জন্য সর্ব্বেশ্বরের প্রাণ কাঁদত। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে স্বামী শব্দানন্দ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হল বিধবার দুঃখ-মোচন করবে, নিজের প্রাণ পণ করে। প্রকাণ্ড কুসংস্কারের হিমাচল তার যাত্রা পথ অবরোধ করবে প্রতি পদে। কিন্তু সার্থক হবে তার জীবন, একটা উপদ্রুত জীবনেও সুখ-শান্তির বিধান করতে পারলে।

সে ডাঃ প্রগতি মিত্রের সমাজে এই সব কথা ব্যক্ত করে বৈধব্য-দমন-সমিতির প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা হ'ল। অনেকগুলি কর্ম্মী সংগ্রহ করিল সন্ন্যাসী। কেহ অর্থের লোভে, কেহ নামের লোভে, কেহ হুজুকে, স্বামী শব্দানন্দের সহায়তায় ব্রতী হল।

ষষ্ঠীচরণ এতাবৎ কলিকাতায় বসে কাজ কর্ত্ত। শ্রীমতী নলিনী দেবী বৈধব্য-দমন-সগিতির কাজ করতে সম্মত হ'য়েছিল—কিন্তু দুই মাসের মধ্যে তার সহায়তার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি।

রবিবার প্রাতে স্বামী শব্দানন্দ শিষ্য জিতেন ভট্টাচার্য্য সমভিব্যাহারে মোহনপুর শিব-মন্দিরে উপস্থিত হল। মোহন-পুরের তরুণ জমিদার শ্রীযুক্ত রমেশ চৌধুরীর সঙ্গে শনিবার প্রগতি ও তরফদার সাক্ষাৎ কর্ল্লে। এতদুভয় বিশিষ্ট নাগরিকের শুভাগমনে রমেশ অভিভূত হল। সে গোপনে লোক পাঠিয়ে মন্দিরের পূজারী শিব ভট্টাচার্য্য এবং গোমস্তা বিশু মণ্ডলের উপর পরোয়ানা জারি কর্ল্লে, স্বামীজির সকল আদেশ মানবার। রমেশ

কৃতবিদ্য। তার জমিদারীর মধ্যে এমন একটা ঘটনা সংঘটিত হ'লে তার নবীনতা ফুটে উঠ্‌বে।

যাবার আগে সন্ন্যাসী ষষ্ঠীকে বল্‌লে—খুড়ো। সংবাদ পাঠালেই তুমি শ্রীমতী নলিনী দেবীকে রওয়ানা করবে মোহনপুর। তুমি নিজে আসতে পারলে সুবিধা হয়।

কর্ম্মীদের মধ্যে অধ্যক্ষ ছিল স্বামী শব্দানন্দ। অনুশাসন না মানলে কোন কর্ম্ম সাধিত হ'তে পারেনা। তাই ষষ্ঠী ওস্তাদ বলে মান্‌ত সন্ন্যাসীকে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—যো হুকুম ওস্তাদজী। কিন্তু বাবা লোটা-কম্বল, মোহন-পুরে কি মন্তর ঝাড়বে একটু জানালে শিখে নিতুম।

সাধু বল্‌লে—খুড়ো নিজের ফরমুলা ভুলে যাচ্চ। বিয়ে বুঝে তো মন্তর।

ষষ্ঠী কাজ না পড়লে এখন নলিনীর বাড়ি যায়না। আর এমন সময় যায় যখন তার পিতা গৃহে থাকে। কন্যার সামাজিক কাজে পিতা উৎসাহ দেয়। সত্যই তো সামাজিক সমস্যা স্বরাজ-লাভের সমস্যা হতে পৃথক নয়।

স্বামীজির আজ্ঞা নিয়ে ষষ্ঠীচরণকে যেতে হলনা নলিনীর বাড়ি। কারণ পরদিন টেলিফোন এলো প্রগতির।

—হ্যালো খুড়ো আছ ?

—শত্তুর মুখে দেদো মণ্ডা দিয়ে খুড়ো হ্যালো থাকবে—ফুল্‌লো আর মোলো সহজে হবেনা।

—ভগবান তাই করুন।

এ কথার খুড়ো উত্তর দিলনা। মনে মনে বল্লে—অন্ধের কিবা রাত কিবা দিন।

—খুড়ো শ্রীমতী নলিনী দেবী এসেছেন।

—বাপ্‌জান বেল পাক্‌লে নেড়ার ভয়, কাকের কি ?

—হ্যালো। স্বামীজির কথা তাকে বলবেনা ?

—এইতো কলির সন্ধ্যা। পরে হবে।

প্রগতির মাথায় একটু দুষ্টামী এলো। সে বল্‌লে—ওঃ! এখানে দেখা করতে চাওনা। বেশ পরে তার বাড়ি যেও।

ষষ্ঠী বুঝলে। বল্‌লে—ধোবীপাট বাপজান ? আচ্ছা আসছি।

সেখানে মুকুলমণি ছিল, যখন ষষ্ঠী এলো।

সে বল্‌লে—আপনারা সমিতির কথা কন—আমি যাই।

ষষ্ঠী বল্‌লে—দেখ মশায়। মূল-গায়েন না হলে কি গাজন জমে ?

সে নলিনীকে বল্‌লে—লোটা-কম্বল হুকুম দিয়েছে—

—লোটা-কম্বল ?

—আহা! সন্ন্যাসী—কানাইয়ের মা।

বহু কষ্টে হাসি চেপে নলিনী বল্‌লে—ডাঃ মিত্র ষষ্ঠীবাবুর সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। হেঁয়ালীর অর্থ করব—না কাজ করব ?

প্রগতি বল্‌লে—উনি কাঁটিওয়ালা টিয়ে—এখন আর নূতন করে কপ্‌চাবেন কী করে। লোটা-কম্বল মানে সন্ন্যাসী। কানায়ের মা পুত্রহীন। তেমনি শব্দানন্দ স্ত্রী-হীন স্বামী—এইতো খুড়ো।

—এইতো বেউড় বাঁশ।

—অসম্ভব।

ষষ্ঠী বল্‌লে—মানে বাঁশের মত সোজা। তবে চুনো কথায় বলি।

মুকুলমণির আত্ম-সংযম জাহান্নামে গেল। সে প্রকাশ্যে হেসে ফেল্‌লে। সভাকে একেবারে ফুটবল ক্ষেত্রের অবসর সময়ের জনতা করলে ফন্তুবাবুর আবির্ভাব।

সে বল্‌লে—আমজুল্লি দাদু তুস্তি লড়বে ?

প্রগতির চেষ্টায় আবার যখন শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রত্যাবর্ত্তন করলে ষষ্ঠী স্বামীজির আদেশ বোঝালে।

নলিনী বল্‌লে—সেবার বোদেপলসায় প্রচার করতে গিয়ে প্রায় প্রহার লাভ হয়েছিল। এবার ষষ্ঠীবাবু না গেলে যাবনা। কস্তুরী-সূতা মরলে স্বরাজ-লাভের দিন তে-রাঙ্গা নিশান ধরে রাষ্ট্রপতির আগে আগে যাবে কে?

—অবশ্য।—স্বামী-স্ত্রী বল্‌লে সমস্বরে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—বিদেশ ভ্রমণ তো ষষ্ঠী খুড়োর ভাঙ্গা-বেড়া। কিন্তু ফোড়া-কাটা বাবাজীর কাজ যে হোঁচট খায়।

নলিনী প্রগতির দিকে চাহিল। মুকুলমণি তর্জ্জমা করে বুঝিয়ে দিলে—ডাঃ কমলাপতির কাজে বাধা পড়বে।

প্রগতি কমলাপতির সম্মতিলাভ কর্ব্বার ভার নিলে।

নলিনী বল্‌লে—আমার একটা হামজুল্লি—মাপ করবেন—

একটা হাসির রব উঠ্‌লো। ফন্তু বল্‌লে—লে পাঁয়তালা! হল্‌ হল্‌ মোআদেও।

দ্বিতীয় হাসির স্রোত যখন থাম্‌লো, নলিনী বল্‌লে—বলছিলাম কি যে ষষ্ঠীবাবুকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে উনি আমার সঙ্গে বাঙ্‌লা বলবেন। আমি বাঙলা দেশের মেয়ে। সারা রাস্তা ধাঁধাঁর উত্তর ভাবতে ভাবতে পথ চলতে পারব না।

ষষ্ঠী বল্‌লে—কী হামজুল্লি।

তার কাঁধের উপর হতে ফন্তু মিত্র বল্‌লে—বেজায় আমজুল্লি।

সভার শেষে নলিনীকে বাড়ি পৌছাতে গেল বৈধব্যদমন সমিতির অন্যতম কর্ম্মী—শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ সেন।

নীরব পথ-চলাকে মুখর করে শ্রীমতী বল্‌লে—সেন মশায় দু'মাস ধরে আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম।

ষষ্ঠী বল্‌লে—তারও মাসখানেক আগে থেকে আমার মন হাঁকুপাঁকু করছিল অনেকগুলা কথা বলবার জন্য।

—আমার ইচ্ছা যে আমার কথাগুলা আপনি দয়া করে আগে শোনেন।

সে বল্‌লে—আমারও ঠিক্ ঐটিই বাসনা—তবে দয়া আপনার।

গর্ব্বিতা কস্তুরী-সৃতা বিনয়ে অভিভূত হলে।

সে বল্‌লে—আমি সেদিন আপনার প্রতি বড় কঠোর বাক্য—মানে অসভ্য কথা—অর্থাৎ—

—থাক্ আর পরিশ্রম। আমি বে-মালুম বুঝেছি। হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই সেদ্ধ কি কাঁচা ধরা যায়।

নলিনী বল্‌লে—সেন মশায় আপনি উদার। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন?

ষষ্ঠী বল্‌লে—ষাট্ ষাট্ অমন অ-লক্ষণের কথা বলবেন না দেবী। বাঘের মুখে হাম্বা।

কথাটা তলিয়ে বুঝলে বাঘিনী বোধ হয় হালুম কর্ত্ত। কিন্তু তার বিনয় ও সুষ্ঠু আচারে সে মোহিত হয়েছিল।

নলিনী বল্‌লে—এবার আপনার কথাটা হোক সেন মশায় সাঁই পাঁই করে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—সঙ্গ দোষে গ্রাম নষ্ট। বাচ্ছাগুলা যখন হামজুল্লি শিখেছে আপনি সাঁই পাঁই শিখবেন না কেন? আজ বোধ হয় বৃষ্টি হবে।

কস্তুরী-সৃতা বুঝলে ষষ্ঠী কথা চাপা দিতে চায়। সে কার্য্য তাকে কর্ত্তে দিলে বাজি হার হবে। শুনতে হবে তার কথা—ভাল হ'ক মন্দ হ'ক।

সে বল্‌লে—হ্যাঁ বলছিলাম এবার আপনার কথা হক।

ষষ্ঠী বল্‌লে—আমি মনে করে করে দেখলাম—সে-কথাগুলা আপনি শুনেছেন।

সে বল্‌লে—শুনেছি তো অনেক কথা। আপাততঃ কথা হচ্চে—

ষষ্ঠী বাধা দিয়ে বল্‌লে—তবে আবার শুনুন। প্রথম কথা—আপনি খুব ঝাঁঝালো।

সে হেসে বল্‌লে—শুনেছি।

—আপনি বেশ।

—তাও শুনেছি।

—ওঃ! তাহলে একটা কথা কেবল আগে শোনোনি। সেটা আমিও পরে জেনেছি।

ষষ্ঠীচরণের সরল কথা তার বড় ভাল-লাগছিল।

সে বল্‌লে—সে কথাটা তো বল্‌লেন না সেন মশায়।

সেন মশায় বল্‌লে—রাগ করবেন না। আগে আপনার ফোঁস দেখে আপনার সঙ্গে ভাব করেছিলেম যেচে। তারপর মুকুল বৌমার সঙ্গে আপনার কাঁধ ধরাধরি দেখে বুঝলাম আপনি চাক্‌-ভাঙ্গা।

একটু ভেবে নলিনী বল্‌লে—ওঃ! মধু। কিন্তু আপনার মুকুল বৌ-মাও কমলালেবুর চাক্‌-ভাঙ্গা। ভারি মধুর মেয়ে। আর জানেন সেন মশায় তার ঝাঁঝও আছে—এক বিষয়ে।

—বাজে কথা! ও কুলোপানা চক্কর। ঠাকুর দেবতার নিন্দে শুনে ওরা কাঁদে। কাঁদায়না।

নলিনী ভাবছিল—লোকটা সত্যই সরল না বিজ্ঞতাকে ভণ্ডামীর মুখোস্‌ পরিয়ে রেখেছে।

তাদের দুয়ারে এসে সেন মশায় বল্‌লে—তবে ফররাঙ্‌। এখন আপনার খোঁপে গেলে কর্ত্তার সঙ্গে বক্‌বকম্‌ কর্ত্তে হবে। আমার প্রণাম দেবেন কর্ত্তাকে।

তিন

স্বামী শব্দানন্দ গৈরিক পোষাকে গৃহীর বন্ধু। আকাশ-চাওয়া ইহকাল-ভোলা পরকাল চাওয়া সাধু নয়। তার কর্ম্মের মূলে ছিল—পরোপকার এবং সমাজের হিতকামনা।

ষষ্ঠীর সঙ্গে একদিন তার যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল তা থেকে তার কর্ম্ম-জীবনের নীতি বুঝতে পারা যায়।

—কি জান ষষ্ঠীবাবু যখন সংসারের জন্য কাজ কর্ত্তে হবে তখন সংসারের আইনে সকল কর্ম্ম করতে হবে।

—বুঝেছি। দরকার হলে জালও কর্ত্তে হবে। মধু।

সে বল্‌লে—শুনেছি তাতে রাজ্যলাভ হয়েছিল। এ-সব শাস্ত্রের কথা।

—বহুত আচ্ছা বাবা গেরুয়া-গেলাব। মোটর গাড়ির মত শাস্ত্র সামনেও ছোটে, পেছুও হাটে।

শব্দানন্দ তাকে বোঝালে শাস্ত্র। গৃহীর শাস্ত্র সন্ন্যাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা। শঙ্করাচার্য্যের পরামর্শ নিয়ে সাত-মেয়ের-বাপের কন্যাদায় ফ্যাসাদ কাটেনা। তাজমহলে মারবেলের গম্বুজ চাই—মেটে ঘরের চালা হবে গোলপাতার কিম্বা খড়ের।

এতদূর অবধি নীতিকে প্রজ্ঞা ব'লে মানতে সম্মত হল ষষ্ঠীচরণ। কিন্তু শাস্ত্রের প্রমাণ কোথা?

শাস্ত্র প্রমাণ দিলে শব্দানন্দ, সে গৃহস্থ জীবন কাটিয়েছে নজীর-খোঁজার আব-হাওয়ায়।

সে বল্‌লে—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বল্‌তে হয়েছিল—অশ্বত্থামা—ইতি গজ। রাবণ মারতে শ্রীরামচন্দ্রকে কোন্ বাণ ছুঁড়তে হয়েছিল? অযোধ্যার ফ্যাক্টারীর বাণ বিফল হয়েছিল। বানরদের কিষ্কিন্ধা ফ্যাক্টারীর দাঁত-খিঁচানো বাণে রাবণ হাসতো। তার নিজের অস্ত্রাগার থেকে বাণ চুরি করিয়ে এনে তবে রাবণ-বধ করতে পেরেছিল দশানন।

ষষ্ঠীকে এসব কথায় ঘাড় নাড়তে হ'ল।

শেষে স্বামীজি তার সিদ্ধান্ত শোনালে।

—পৃথিবী শঠে পূর্ণ। নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য রোজ আমরা নানা প্রকার কপট ব্যবহার করছি। সমাজের মঙ্গলের জন্য, স্ব-দেশের মুক্তির জন্য, একটু ভণ্ডামী করলে, যদি ভগবান বলেন—তুই বেটা মহাপাপী, নরকে যা, আচ্ছা বাবা।

ষষ্ঠী বল্‌লে—গিয়ে দেখবে নরক গুলজার! সব স্যাঙ্গাত সেখানে হামজুল্লি করছে। দু একটা ঝড়তি-পড়তি স্বর্গে গিয়ে মন-মরা হয়ে টহল দিচ্চে।

এই রকম সব প্রগাঢ় নৈতিক ও বিজ্ঞ-সিদ্ধান্তের ফলে হেড্‌মাষ্টার ও চিন্তু দাসীর প্রেমকে সফল কর্ব্বার জন্য, শব্দানন্দ প্রথম দু'দিন শিবালয়ে মহাদেবের আরাধনায় দিন কাটালে। পুরোহিত মশায় ও বাবুদের গোমস্তা তার মাহাত্ম প্রচার করলে হাটে বাজারে। দলে দলে লোক দর্শন করতে এলো স্বামীজিকে। চিন্তামণি এলো, তার জননী এলো, ভ্রাতৃবধূ এলো। যে সব তরুণরা এলো—তাদের মধ্যে যারা লবণ আইন না মেনে কারাবরণ করেছিল, সাধু তাদের টেনে নিলে নিজের দলে। সমাজ-সংস্কার স্বরাজ-সমরের অগ্র-সেনা সে কথা তাদের বোঝালে। সমাজের প্রধান দুটি মারাত্মক ব্যাধি—বিধবা-নিগ্রহ এবং অছুৎ নাম দিয়ে স্বদেশ-বাসী ভাইদের নিগ্রহ। এ-দুটি অমঙ্গল দেশত্যাগী না হলে, দেশে মঙ্গল

আসবেনা। তারা যখন বল্লে—কথাটা নিছক্ সত্য, তখন স্বামীজি বুকে বল পেলে।

এইভাবে জমি দুরমুস করতে এক সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হল। কতশতকের জমাট কু-সংস্কার। বিধবা-বিবাহের নামে নাসিকা-কুঞ্চন করবে মোহনপুরের হিন্দু-সমাজ। মোহনপুরে পদ্মরাজ এবং মাহিষ্যদের মধ্যে অনেক খৃষ্টান ছিল। তারা মন্দিরের ভিতর গেলনা। তবে অভিমতগুলা যে পাদরী সাহেবদের অভিমতের অনুরূপ, এ চিন্তায় সুখ অনুভব করলে। কেহ কেহ তাকে ক্ষেতের শসা ও গাছের রম্ভা উপঢৌকন দিলে। একে সাধু তাতে বন্দেমাতরম দোসর। মুসলমান মুরব্বীরা সহধর্ম্মীদের সাবধান করে দিলে—ও-সব হারামির ভিতর যেয়োনা।

একদিন চিন্তামণি বেওয়ার ভ্রাতা রসিক মণ্ডল মুদিকে একেলা পেলে স্বামী শব্দানন্দ। স্বপ্নে মহাদেব সাধুকে আদেশ দিয়েছিলেন—দেশের ভক্তদের ভুরি-ভোজন করাবার।

রসিক মণ্ডলের স্বপ্ন মাহাত্মে দৃঢ় বিশ্বাস বিশেষ ভোরের স্বপনের স্বার্থকতায়।

সে বল্লে—বাবা স্বপ্নের কথা বড় ফলে।

সাধু হেসে বল্লে—তুমি তো স্বপ্নে বিশ্বাস করবেই রসিক। আমার স্বপ্নে যে তোমার লাভ আছে।

—এক পেট পেসাদ খাব বলে বলছেন বাবা!

—না হে কর্ত্তা তা না। ব্যাপারটা জান? বাবার হুকুম?

রসিক বিনয় সহকারে নিবেদন করলে যে যেহেতু সে পাপী, তাপী এবং গরীব মানুষ বাবার আদেশ অনুধাবন করা তার সাধ্যাতীত।

শব্দানন্দ বল্লে—তুমি বেটা পাপী! তুমি বাবার পুষ্যি-পুত্তর। স্বপ্নে

বাবা আদেশ দিয়েছেন—ভোজের চাল থেকে নুন এমন কি শালপাতাখানি অবধি কিন্‌তে হবে তোমার দোকান থেকে।

ভূমিকম্পের পূর্ব্বে মুঙ্গেরের লোকেরা যেমন একটা গমগমে শব্দ শুনতে পেয়েছিল, ধরিত্রীর অন্তরে সেই রকম গম্‌গমে একটা শব্দ অনুভব করলে মুদী রমেশ মণ্ডল, তার ঘন-কেশ-আবরিত বক্ষের ভিতরে।

তারপর স্বামীজি তাকে মুগ্ধ করলে।

—আর শুনেছ মোড়লের পো বাবার হুকুম? আগে দাম দিয়ে তবে মাল নিতে হবে তারপর ভোগ চড়াবার ব্যবস্থা।

—কিন্তু কাট কেনবার হুকুম নাই। গাঁয়ের ছেলেরা বন-বাদাড় ঘুরে কাট কুড়িয়ে আন্‌বে। সেই কাঠের জ্বালে ভোগ রান্না হবে।

এই সংবাদ পাবার পর মণ্ডল-ঝাড় ভক্তি নম্র হৃদয়ে সাধুবাবার পদ-ধূলির সন্ধানে মন্দির-পথে তীর্থ যাত্রা কল্লে। স্বামী শব্দানন্দ চিন্তামণিকে দেখলে! সক্ষম সুস্থ দেহ, বড় বড় চক্ষু, মলিন বেশ। রসিকের স্ত্রী কৃশ—তার কোলের খোকা চিন্তামণির ক্রোড়ে, তার উপরেরটি পিসির হাত-ধরা। তাদের জননীর মুখে চির-বিরক্তির ভাব—বিধবার অন্তরের অশান্তি আর প্রসার-স্পৃহায় তার সারা অঙ্গ চঞ্চল। সন্ন্যাসী নিমেষে বুঝলে একমুঠা অন্নের জন্য আপনাকে গুটিয়ে ছোট করতে মোটে চায়না চিন্তামণি। এ নারী ঘর পেলে অনেক কিছু কর্ত্তে পারে। এমন লোকের কল্যাণ কামনায় তার সহকারী জিতেন ভট্টাচার্য্যের উচিত দু একটা স্বপ্ন দেখা। ভোজের পর সে কার্য্য করতে হবে। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।

চার

মুকুলমণি অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে শ্রীমতী নলিনী দেবীকে হাস্নাহানার গৃহে এনেছিল। ডাক্তার গৃহে ছিলনা। প্রগতি ষষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করছিল।

প্রগতি বল্‌লে—খুড়ো ভোজ-টোজ নিয়ে প্রায় পাঁচশত টাকার ব্যাপার।

ষষ্ঠী বল্‌লে—তারপর জুয়াচুরির অপরাধে যদি লোটা-কম্বল বেটার ঘানি-টানা হয়—আরও কিছু আদালত খরচা আছে।

প্রগতি বল্‌লে—না ঘানি টানবেনা। ধরা পড়ে মার খাবে। কমলাপতি আর তুমি ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেবে। চল উপরে গিয়ে যৌথ সভা করি।

তারা যখন উপরে এলো, নলিনী বলছে—পাপ পাপ—ধর্ম্মের নামে আরো পাপ।

এত বড় নৈতিক গবেষণায় কোনো মন্তব্য প্রকাশ করবার মত ধৃষ্টতা বন্ধু যুগলের ছিল না। পাপ নিশ্চয়ই পাপ। কিন্তু কমলাপতি ও প্রগতি যে প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয় সে কস্মিনকালে পাপ নয়।

ষষ্ঠী এ কথাগুলে বল্‌লে।—দেবী আসল ব্যাপার ইন্দুর মারা—কি বয়ে গেল বেড়ালটা যদি হয় চেলা-কাঠের।

—ছিঃ সেন মশায়। বল্‌লে নলিনী।—আচ্ছা আপনি মহাদেবের নামে স্বপ্ন দেখতে পারেন হেড্ মাষ্টারের বিবাহের জন্য।

—শর্ম্মা না পারলে যে কাজটা হবে নরক-ঘেঁষা এর কি মানে আছে? আমি আরশূলা দেখে তুড়ি লাফ দি বলে, কি চীনেম্যান আরশোলা খাবেনা?

হাম্না ভাবলে টিকি।

কমলমণি ভাবলে।—বুঝি হনুমানে কুম্ভকর্ণে লাগে হুড়াহুড়ি।

দেবী ভাবলে—কি হামজুল্লি! আবার ঝাঁঝালো তর্ক করলে অভিমান করে। তবু একবার চেষ্টা করা ভাল।

সে বল্‌লে—দেখুন সিংহ যখন শীকার ধরে সামনে থেকে ধরে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—তারপর আর শীকারের ঘাড়ে মাথা থাকেনা বিধবা-বিয়ে করবার।

নলিনী ভিন্ন সবাই এবার হাঁসলে।

উৎসাহ পেয়ে ষষ্ঠী বল্‌লে—নিবেদন করছি যে এটা মারার কেস নয়। এমন কি সাপ মারা লাঠি না ভাঙ্গার দনাদনও নয়। এ হল, ধরি মাছ না ছুঁই পানি ওর নাম কি?

—অর্থাৎ হামজুল্লি! বুঝেছি।—বল্‌লে নলিনী। এর সঙ্গে তর্ক না করে হাসাই ভাল। সে হাসলে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—আরো চিৎপুর ক'রে বোঝাই।

মুকুলমণি বল্‌লে—চিৎপুর কি খুড়ো মশায়?

—সোজা রাস্তা মালক্ষ্মী। কি রকম জান—গঙ্গার জল গঙ্গায় রহিল, পিতৃ-পুরুষ উদ্ধার হল।

নলিনী বল্‌লে—মিনতি করছি চুপ করুন। তর্ক শাস্ত্রের কতকগুলা নিয়ম আছে।

ষষ্ঠী ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্‌লে—যার নিয়ম আছে অতি বেশী সে বাঁধা গরু। নিয়মের বাঁধনে হাড় জিড়জিড়ে। সেই বাঁধা নিয়ম কাটাবার জন্যই তে স্বরাজ, বিধবা বিবাহ, ষষ্ঠী খুড়োর মত হাতি-মুখ্যুর বক্তৃতা।

সধবা দুজন হাসছিল। বিধবার মুখ গম্ভীর হ'চ্ছিল। প্রগতি বুঝলে ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ।

সে তর্ক থামাবার জন্য বল্‌লে—আমরা যা নিয়ে তর্ক করছি তার মূলে সত্য আছে কিনা, তা-ই জানিনা। কে জানে স্বামীজি সত্যই স্বপ্ন দেখেছে কিনা। ওরা সাধু মানুষ। সর্ব্বদা মহাদেবের মন্দিরে রয়েছে, রসিক মণ্ডলের কথা ভাবছে। এ ক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যে একটা ভুরি ভোজের ভাবনা স্বাভাবিক। যেমন ভাবনা তেমনি স্বপ্ন। এই সব মিলিয়ে একটা স্বপ্ন।

তার্কিকদের বলতে হ'ল—অবশ্য।

কিন্তু এত খরচ দেয় কে? এক একটা বিধবা-বিবাহে সমিতির পাঁচশত টাকা খরচ হলে ব্যাপার হবে সাংঘাতিক।

ষষ্ঠী বল্‌লে—হ্যাঁ। সারা দেশের গুদাম সাবাড় করতে গেলে—কুবেরের ধন চাই। আমি বলি—টাকা দিক ছেলের রাখাল।

—কাজ সফল হ'লে তবে তো।—বল্‌লে প্রগতি।

কিন্তু উপস্থিত কর্ত্তব্য ষষ্ঠী ও নলিনীর মোহনপুর যাত্রা—নগদ টাকা নিয়ে।

ঠিক সেই সময় ডাঃ কে পি সেন এসে হাজির হ'ল। শ্রীমতী নলিনী দেবীকে তার গৃহে দেখে চিকিৎসক অভিভূত হ'ল। একটু সময় করে উঠ্‌তে পারলে সে স্বয়ং তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে।

শেষ কথায় একটা হাসির রোল উঠ্‌লো।

ডাক্তার বল্‌লে—ননসেন্স। হাসবার কি আছে?

প্রগতি বল্‌লে—সময় করে ওঠা শক্ত কি?

ষষ্ঠী বল্‌লে—রোগীদের হেঁচকী ওঠা বন্ধ হলে।

এতে আর এক কিস্তী হাসির উৎসবে, ডাক্তারের সৌজন্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ব্যবস্থা হ'ল।

সে ষষ্ঠীকে বল্‌লে—ননসেন্স। খুড়োর ক্রনিক কলিকাতা ত্যাগে

আমার পরিশ্রম আরও বেড়েছে। এই সেদিন খুলনা সেসন কোর্টে সাক্ষী দিতে গেলে। কাজের গোলমাল। তার ওপর লোকের সঙ্গে মেয়ে চুরির গল্প করতে সময় যায়।

প্রগতি বল্‌লে—লোক দুটার তিন বৎসর করে সাজা হয়েছে। কিন্তু দেশের কি অবস্থা! একদল মুসলমান তাদের গলায় মালা দেবার জন্য গিয়েছিল। পুলিস তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে।

নলিনী বল্‌লে—এই সাম্প্রদায়িকতায় দেশ ছেয়ে যাবে। কিন্তু মেয়ে চোরের গলায় মালা দেওয়া মানে ঐ পাপকে পূণ্য ভাবা। কি সর্ব্বনাশের প্রচার নিজের সম্প্রদায়ে।

কমলাপতি একেবারে নীরস মন নিয়ে ছুরি চালাত—এ কথা সত্য নয়। তার রসবোধ আত্ম-প্রকাশ করলে।

—এক পক্ষে ভাল। ফুলের দাম বাড়বে।

নলিনী হৃষ্ট-চিত্তে বিদায় নিলে।

প্রগতি অন্তরালে খুড়োকে বল্‌লে—খুড়ো এ রোগী রোজা হবে না।

খুড়ো বল্‌লে—বহুদিন বুঝেছি বাপজান—সে গুড়ে বালি।

প্রগতি বল্‌লে—তর্কের সময় আমি তাকে লক্ষ্য করছিলাম। ষোলো আনা মস্তিষ্ক পরিচালনা—অন্তঃকরণের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যে লোকের দুর্ব্বলতা নাই—তাকে পেড়ে ফেলা শক্ত।

ষষ্ঠী হাসলে, কথার উত্তর দিলেনা। মনে মনে বল্‌লে—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

পাঁচ

মোহনপুরের সোজা পথ ডায়মণ্ড হারবারের ভিতর দিয়ে। গঙ্গার উপর দক্ষিণে যেতে হয় নৌকায়। ডায়মণ্ড হারবার হতে যেতে এক ঘণ্টা লাগে।

ভোরের ট্রেণে তারা পৌছিল ডায়মণ্ড হারবার। বেলা নয়টার সময় তারা মোহনপুরের মন্দিরে এসে স্বামীজির সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিল। সেদিন সন্ধ্যায় এক বিরাট সভা আহুত হয়েছিল। ষষ্ঠীচরণ এবং শ্রীমতী নলিনী দেবীকে সেই সভায় বক্তৃতা দিতে হবে। লবণ সত্যগ্রহের মুক্ত বন্দীরা সোৎসাহে সভার কাজে মন দিয়েছে। তাদের সভার কার্য্য সম্বন্ধে গোপন সমাচার নেবার জন্য, দুজন ছদ্মবেশী পুলিস এসেছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য, গ্রাম্য চৌকীদার এবং দফাদারকে সহায়তা কর্ত্তে ডায়মণ্ড হারবার হতে দুজন কনষ্টেবল এসেছে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—এ ছোট গাঁয়ে টিক্‌টিকি পুলিস কোথা ঘাপ্‌টি মেরেছে ?

—একখানা নৌকায় তারা আছে। সেই নৌকাতেই কনষ্টেবলরা এসে জমিদারী কাছারীতে উঠেছে।

নলিনী বল্‌লে—এই হল পুলিসের গোপন কাজ। এরা আশা করে যে উচ্চ প্রাণ দেশ ভক্তদের বুদ্ধি এদের এই বুদ্ধির কাছে পরাজিত হবে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—দিনগত পাপ ক্ষয়।

সন্ন্যাসী বল্‌লে—এর ফল হয়েছে ভাল। আইন-ভাঙ্গাদের আগ্রহ খুব বেশী। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে পাড়ায় পাড়ায় হাটে বাজারে—ঐ শোন।

—বন্দেমাতরম—মহাত্মা গান্ধী কী জয়—শব্দে গগন পবন ধ্বনিত হ'ল।

শ্রীমতী নলিনী দেবীর প্রাণ নেচে উঠ্‌লো। ষষ্ঠীর হৃদয় আপ্লুত হল। সবুজের মেলা। আলো-ছায়ার খেলা, বাঙ্গালা পল্লীর প্রাণ জুড়ানো হাওয়া, দেশ-মাতৃকার বন্দনা-গীতি। ছেলের দল বিপুল উৎসাহে শোভাযাত্রা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নদীর ধারে গেল। কারণ সেখানে পুলিস ঘাঁটি বেঁধেছিল।

বৈকালে বিরাট জনতা সম্মিলিত হ'ল বুড়ো শিবের মাঠে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এ মাঠে গাজন হয়, রথের সময় মেলা বসে, পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষলা হয়, মাঘ মাসে শিবরাত্রির উৎসব হয়। মোহনপুরের আশে-পাশে লোকের দেশাত্মবোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো শিবের ময়দানে স্বদেশী দ্রব্য প্রচার এবং কংগ্রেসের আনুগত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

বন্দেমাতরম ধ্বনির তালে তালে বক্তারা দেশসেবা, স্বরাজ-লাভ প্রভৃতি প্রচার করতে আরম্ভ করলে। যখন কলিকাতার প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীমতী নলিনী দেবী মঞ্চে উঠল বিপুল সম্বর্দ্ধনা তাকে উৎসাহিত করলে। ষষ্ঠী হর্ষ ও বিস্ময়ে শুনলে তার অভিভাষণ। শেয়ে নলিনী বল্‌লে—এই যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা—এ কার উদ্দেশ্যে। নগণ্য কস্তুরী-সূতার জন্য নয়। কারণ তার মত লক্ষ লক্ষ নারী অনুপ্রাণিত করছে অধুনা ঘুমভাঙ্গা বাঙ্গালী জাতিকে। এ সম্বর্দ্ধনা মাতৃজাতির (বন্দে গাতরম)—এ-সম্মান বাঙ্গালার নারীর। আর সেই নারীর প্রতি যখন অত্যাচার হয়, তখন কি আপনাদের মুখে কলঙ্কের কালি কুৎসিত রূপ সৃষ্টি করে না? বিধবা নারীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল আজ বাঙ্গালী হিন্দুর অধোগমন। যদি পুরুষ একাধিকবার বিবাহ করতে পারে—নারী—যে অন্য কিছু শেখেনি, যাকে জীবিকার জন্য পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, যার সারা জীবন, সমস্ত যৌবন, পূর্ণ প্রাণ সেবার জন্য ব্যস্ত—সে কেন ইচ্ছামতে দ্বিতীয়বার বিবাহ কর্ত্তে পারে না।

পাছে কেহ এ কথার প্রতিবাদ করে, জিতেন ভট্টাচার্য্য এবং তার

শেখানো স্বেচ্ছাসেবকের দল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, বন্দে মাতরম—প্রভৃতি শব্দে সভাস্থল মুখরিত করলে।

শ্রীমতী আরও খানিকটা বক্তৃতার পর মুহু-র্মুহু করতালির তালে তালে মঞ্চ হতে অবতরণ করলে।

এবার ষষ্ঠীর পালা। সে জানত না এত শক্তি নলিনীর। তার শেষ আশাটুকু চূর্ণ করলে শ্রীমতীর বাগ্মিতা, তার ভাষার দ্যোতনা, সুরের ঝঙ্কার। তার তেজ-দীপ্ত মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুললে তার আন্তরিকতা। তার বক্তৃতার রেশ মদিরার নেশার মতো তার শিরা উপশিরায় ছুটাছুটি করতে লাগলো।

নলিনীর সাধুভাষা তার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে বিদ্যালয়ে-শেখা ভালো কথার গুচ্ছ এনে ষষ্ঠীচরণের জিহ্বাগ্রে ধরলে। করতালি পড়লো সে যখন বক্তৃতা মঞ্চে উঠলো।

নিজের ভাবে মসগুল ছিল নলিনী। তখনও তার নিজের মস্তিষ্কে না-বলা কথাগুলা ঘোরপাক খাচ্ছিল। হঠাৎ তার চমক ভাঙ্গলো চটাপট্ শব্দে। চক্ষু মেলে সে দেখলে ষষ্ঠীচরণ বক্তার মাচায়। লজ্জায় তার চক্ষু ভূমি-চাওয়া হ'ল। দরদ তার চিত্তকে অভিভূত করলে। সভাপতি স্বামী শব্দানন্দর উপর তার দারুণ ক্রোধ হল! বেচারা সেন মহাশয়কে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করে ভণ্ড তাকে হাস্যাস্পদ কর্ত্তে চায়! নলিনী বুঝলে তার নিজের অভিভাষণের পর সভাপতির বক্তৃতা জমবে না বলে সে মাঝে ষষ্ঠীচরণের হামজুল্লির ব্যবস্থা করেছে। নীচ। কাপুরুষ।

ষষ্ঠীচরণ হাসলে। মহাদেবের মন্দির উদ্দেশ্য করে প্রণাম করলে। দৃঢ় নির্ভীক-স্বরে বল্‌লে—মায়েরা, বোনেরা, ভাইসকল—আজ এই শুভদিনে বাবা দেবাদিদেব বুড়ো শিবকে প্রণাম কর। বল—হর হর মহাদেব। জয় শিবশম্ভু!

শত মুখে রব উঠলো—হর—হর—মহাদেব। জয় শিবশম্ভু! নলিনী

যে ঘন আব-হাওয়ার সৃষ্টি করেছিল সেটা ফিকে হ'ল। স্ত্রীলোকেরা বোধগম্য ভাবের সন্ধান পেলে। অজ্ঞ সংস্কৃতের উৎপীড়ন-মুক্ত হয়ে আবার পল্লীর মুক্ত বায়ুতে ফুসফুস ভরে নিলে।

ষষ্ঠী আর একবার হাসলে। তারপর আবার নির্ভীক দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়? আমি তো চাই না। মায়েরা তোমরা কি পরের হাত-তোলায় থাকতে চাও। ভায়েরা তোমরা কি চাও সাঁঝে সকালে, দিনে দুপুরে অন্যের হুকুম শুনতে।

সমস্বরে তারা বল্‌লে—না।

—তবে কেন মনের কথা শুন্‌বে না? এই যে মহাদেব এঁর মাথায় জল দিতে কার না সাধ হয়? কিন্তু যদি নিজের বাবার মাথায় জল দিতে যাই—এক গণ্ডুষ জল, পুরুত মশায় বলেন—উঁহু হু! শামুক যেমন খোলের মধ্যে গুটিয়ে যায়, তুমি আমি গুটিয়ে যাই। কেন ভাই? তোমার আমার মা কি অপবিত্র? মা যে চিরদিনের পবিত্র। পতিত উদ্ধার করেন মা ভাগিরথী। আমাদের ছোঁয়াছে গঙ্গাজল অপবিত্র হয়? কোথায় তোমার স্বাধীনতা? যদি দেবাদিদেবের মাথায় না এক গণ্ডুষ জল দিতে পার তো পরাধীন হ'য়ে বেঁচে লাভ কি?

লজ্জায় অভিভূত হ'ল কস্তুরী-সুতা—এ সত্যই ধান ভান্‌তে শিবের গান। জনতা কিন্তু চঞ্চল হচ্ছিল। একঘেঁয়ে স্বরাজ, স্বরাজ, আর স্বাধীনতা, যার স্বরূপ তাদের বোধের অতীত। এ-নূতন কথা—ঘরের কথা, মনের কথা। কেহ ভাবলে অপরাধ হবে। ব্রাহ্মণেরা ভাবলে দাঙ্গা হবে। পুলিশের দুতেরা ভাবলে একটা নূতন কিছু হবে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—আজ শুভ দিন আজ স্বাধীনতার দিন। আজ পুরোহিত মশায়ের শ্রীচরণে এক কথা নিবেদন কর্ব্ব। তিনি কি বিশ্বাস করেন—মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।

সে নীরব হল। সকলে দম বন্ধ করে পুরোহিত মহাশয়ের উত্তর প্রতীক্ষায় রহিল।

পুরোহিত দাঁড়িয়ে বল্‌লে—নিশ্চয়।

হর—হর মহাদেব—বল্‌লে ষষ্ঠী। ভীষণ জয়ধ্বনিতে জীর্ণ মন্দির কেঁপে উঠলো।

এবার স্বামীজির চমক ভাঙ্গলো। ভীষণ মগডালে উঠেছে ষষ্ঠী। পড়লে একেবারে চূর্ণ হবে। স্থির থাকলে দিগ্বিজয়ী হবে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আমার এই মায়েদের ঘটে আসল মা আছেন—মা দুর্গা—মা হরমনোরমা?

নিশ্চয়—বল্‌লে পুরোহিত।

আবার জয়ধ্বনি।

ষষ্ঠী বল্‌লে—যার ভেতর মা বিরাজে তার জলে বাবা তুষ্ট?

কি সর্ব্বনাশ! লোকটা কি যাদুকর?

পুরোহিত বল্‌লে—অবশ্য।

বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। যে কয়েকজন গোঁড়া ছিল—সে উত্তেজনাকে বন্ধ করতে সাহস করলে না।

—ভাই সব, জননীরা। কি সৌভাগ্য আজ আমাদের বাবার পূজারী-রূপে পেয়েছি—সাধুরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে। ব্রাহ্মণ হবে উদার। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে মানুষ পুণ্যবলে। কিন্তু মানুষ সব এক। আমি শেষ কথা নিবেদন করব আমাদের মহাত্মা সাধুরামকে। আজ এই সভার শেষে, এখানে যত লোক আছে, সবাই একে একে যদি গঙ্গার জল এনে বাবার মাথায় দেন—আপনার কি আপত্তি আছে ভট্টাচার্য্য মশায়?

—আমি কে বাবা! বাবার ছেলেমেয়ে বাবার মাথায় জল দেবে। আমি কে?

তারা বিশ্বাস করতে পারলে না যে কথা শুনলে সে কথাকে? বিস্ময়ে পুলকে তারা তাকিয়ে রহিল ষষ্ঠীর দিকে।

এবার সত্যই ষষ্ঠী নিজের কুহকে নিজে মজে গেল। সে মাচা থেকে নেমে জীর্ণ-শীর্ণ ব্রাহ্মণকে কাঁধে তুললে। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠলো। মহাত্মা সাধুরামের জয়—হর হর মহাদেব।

ষষ্ঠী ব্রাহ্মণকে কাঁধে বসিয়ে বল্‌লে—বাঙ্‌লা সুজলা। মা জাহ্নবী আজ আনন্দে বহে যাচ্চেন। কেন জান? আজ বাবার সঙ্গে মিলবেন বলে। কে মেলাবে জান? তুমি আমি সবাই মিলে মাকে আঁচলা আঁচলা ক'রে তুলে বাবার সঙ্গে মিলিয়ে দেব। হাস মা গঙ্গা—হাস মা জাহ্নবী।

সে ধীরে ধীরে সাধুরামকে নামিয়ে দিয়ে বল্‌লে—বাবার আদুরে ছেলে সাধুরাম পথ দেখাবে। প্রথম গণ্ডূষ জল ইনি দেবেন। তারপর একে একে মায়েরা। জয় বাবা মহাদেব।

—জয় মহাদেব। জয় সাধু মহাত্মা সাধুরাম।

ষষ্ঠী একটা ভুল করেছিল। সে ভুল সাধুরাম শোধরালে। সাধু তার ব্রাহ্মণীকে বল্‌লে—বড়বৌ দেখছ কি? আজ পাগলা বাবার নূতন খেয়াল চেপেছে। চল বাবার মাথায় জল দি।

ব্রাহ্মণীর দুই চক্ষু বহে জল পড়ছিল। জনতা চীৎকার করে বল্‌লে—জয় বামুন-মায়ের জয়।

তারা কম্পিত-করে বাবার শিরে জাহ্নবীর জল দিলে। মুগ্ধনেত্রে সকলে দেখলে। সাধুরাম বল্‌লে—বাবা পাগলা ভোলা—আজ ষাট বছর তোর মাথায় জল দিয়েছি—এতদিন তো দেখা দিস্‌নি বাবা! আজ যে দেখা দিলি বাবা। এতদিন এদের আট্‌কে রেখেছিলাম বলে পাপী ছিলাম। ওরে! তোরাই বাবার আসল ছেলেমেয়ে। দে জল! দে জল। বল্‌ —বাবা বুড়ো শিবের জয়।

ভেসে গেল মন্দির জাহ্নবীর জলে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ষষ্ঠী ঘরে নিয়ে গিয়ে দ্বারে দাঁড়াল। বল্‌লে—আজ তোমরা বুড়ো-বুড়ির পায়ের ধূলা নিতে পাবে না। ওরা আনন্দে নিরালায় ঠাকুর দেখুক।

একজন বৃদ্ধ মণ্ডল বল্‌লে—বাবা তবে তুমি পায়ের ধুলা দাও।

ষষ্ঠী এবার ফরমে এসেছিল। বল্‌লে—ওসব হাম জুল্লি ষষ্ঠী সহিবে না। যে বেটা পায়ের ধূলা নিতে আসবে খেঁটে পিট্‌বো। দিতে পারিস দে। দেবার পাট ষষ্ঠী পড়েনি।

সবাই আনন্দে আত্মহারা। কেবল কেদার চক্রবর্ত্তী ভাবলে—জাত-ধর্ম্ম আর রাখলে না বেটারা। কিন্তু যখন দেশের ব্রাহ্মণ জাতির মেয়েরা ভক্তিভরে শিবের মাথায় জল দিতে লাগলো—সে পুণ্যতীর্থের পবিত্রতা কেদারকে বর্জ্জন করলে না। সেও ভীড়ের মধ্যে গিয়ে এক গণ্ডুষ জল দিলে শিবের মাথায়।

কেদার চক্রবর্ত্তীর এই আচরণ! সে স্পর্শ দোষে দুষ্ট হ'য়ে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিল। আজ লোকে তার পায়ের ধূলা নিতে গেল। সে সকলকে আলিঙ্গন করে বল্‌লে—ঐ ম্যাজিক-ওয়ালাটাকে ছাড়িস নি। ওটা মহাপুরুষ।

একজন বল্‌লে—দাদাঠাকুর—সেনমশায় খেঁটে মারবে বলছে।

—খেঁটে মারা দেখাচ্চি—ব'লে কেদার চক্রবর্ত্তী ষষ্ঠীকে জড়িয়ে ধরলে। তাকে নিয়ে যার যা ইচ্ছা করলে। এবার বৃদ্ধ সাধুরামের মত ষষ্ঠী কাঁদলে।

সে পালিয়ে একটা আমগাছের নীচে আশ্রয় নিয়ে শেষে নিজের মনে বল্‌লে—কী হামজুল্লি! এ পথে এমন মজা কে জানে?

মাঝরাত্রে স্বামী শব্দানন্দ শ্রীযুক্ত ষষ্ঠী সেনের সঙ্গে বিরলে কথা কহিবার অবসর পেলে।

সে বল্লে—খুড়ো। আমি ভণ্ড না তুমি ভণ্ড।

খুড়ো বল্লে—কেন বাবা লোটা-কম্বল।

—একেবারে জোচ্চোর। তোফা বাংলা বল্লে—আর কি চাতুরী। কে জানে কত যুগের জমাটি গোড়ামীটাকে ম্যাজিকের মত উড়িয়ে দিলে? নমস্কার খুড়ো। এবার গায়ে জোর করব।

—কেন বাবা বুজরুক?

—ঐ জন্যে। গায়ে যদি জোর থাকতো তোমায় তুলে আচাড় মারতাম বুজরুক বল্লে। আমি হলাম বুজরুক আর উনি ষষ্ঠীচরণ।

ষষ্ঠী হাসলে। বল্লে—বাবাজী! ছলনা করব কেন? জমি না তৈরি হ'লে রোয়া যায়। ঐ মুনে বেটারা পুলিসের মার খেয়ে, পায়ে বেড়ি প'রে, নমঃ শিবায় বুড়োর মনটাকে ভিজিয়ে রেখেছিল।

স্বামীজি বল্লে—ব্রাহ্মণ সত্যই মহাপুরুষ। তা' না হ'লে হঠাৎ ভিজ্‌তো কি?

—অবশ্য। কিন্তু মা-ঠাকরুণ দেবী। গ্রামের দুঃখ ওঁকে প্যাঁ করায়। সুখে ব্রাহ্মণ খিল খিল করে।

স্বামী শব্দানন্দর এবার সত্যই ক্রোধ এলো। সে বল্লে—দেখ খুড়ো তোমায় ত্রিশূল-পেটা করব। আবার সেই ভাষা।

খুড়ো বল্লে—সত্যি সাধু—এইটেই আমার বুলি। ভেবে বানিয়ে অপরটা বল্‌তে হয়।

শব্দানন্দের আজ আনন্দের সীমা ছিল না। একটা মন্দিরের দরজা খুললে, ধীরে ধীরে সকল মন্দিরের দরজা খুলে যাবে। সে ছত্রিশ জাতে ভাগ করা বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধকে ভণ্ডামি ভাবতো। সে ষষ্ঠীকে সে কথা বল্লে।

ষষ্ঠী বল্লে—জহুরী না হ'লে জহর চেনে না। তুমি ভণ্ড—ভণ্ডামী বোঝ ভাল।

শব্দানন্দ বল্লে—না ঠাট্টা না। কথাটা ঠিক।

ষষ্ঠী বল্লে—এতে কি আর সন্দেহ আছে। নিজের বেলা আঁটিসুঁটি পরের বেলা দাঁত-কপাটি। আমার দেবতাকে ছুঁতে দেবনা—আমার থালে লুস্তে দেবনা—কিন্তু আমার বেলা গোরার অছুতের ঘাড়-মটকাবো।

কিন্তু তাদের আসল কাজের কি হবে? বিধবা-বিবাহ।

ষষ্ঠী বল্লে—দেবীকে পাঠাও চিন্তুর মার কাছে। কাল টাকা দিয়ে রসিকের সওদা কেনো। আর জিতেনকে স্বপ্ন দেখাতে।

স্বামীজি বল্লে—খুড়ো কাল তুমি ভোজের পর ঐ রকম একটা বক্তৃতা দাও।

সে বল্লে—ঝাঁসা পট্টিতে কাজ হবেনা। বার বার ঘুঘু ধান খায়না সাধু।

সাধু বল্লে—যিনি খান চিনি তাকে জোগান চিন্তামণি। একটা মতলব ভেবে রাথ।

দুজন ক্লান্ত সহকর্ম্মী নাটমন্দিরে শুয়ে পড়লো।

ক্ষিতীশ মজুমদার গোমস্তার বাড়িতে শুয়ে ছিল নলিনী। ক্ষিতীশের একটি দশ বছরের কন্যা তার ঘরে শুয়েছিল। কুমারীর নাম চপলা।

চপলা জিজ্ঞাসা করলে—ষষ্ঠীবাবু কি করেন?

নলিনী বলতে যাচ্ছিল—হামজুল্লি। সামলে নিয়ে বল্লেন—উনি ডাক্তার।

চপলা নিস্তব্ধ থেকে কিছুকাল পরে বল্লে—চাষাদের মেয়েরা বলছিল—উনি দেবতা। তাদের বহুদিনের সাধ পূর্ণ করেছেন উনি।

নলিনী অন্যমনস্ক ভাবে বল্লে—তুমি কি বল চপলা?

চপলা বল্লে—উনি রামচন্দ্রর মত। কি চমৎকার হাসেন! কি চমৎকার চেহারা। আর জানেন—ওঁর গায়ে দারুণ ক্ষমতা।

—কি করে জান্‌লে ?

—দেখেননি ? ঠাকুর মশায়কে যেন ছোটছেলের মতন কাঁধে করে নিয়ে লেকচার দিলেন।

কস্তুরী-সুতা জবাব দিলেনা। ভাবলে। প্রথমটা কি ভাব্‌লে বুঝতে পারলে না। শেষে ভাবলে ষষ্ঠীর ভাষা। আড়ম্বর নাই—অথচ মর্ম্ম-ছোঁয়া। আর তার চাতুরি। কি জানি হয়ত সরল লোক কিম্বা গভীর জলের মাছ। কিন্তু জন-প্রিয়তা অসাধারণ। শিশু চপলা অবধি তার সুগঠিত দেহ আর মন-খোলা হাঁসিতে অভিভূত।

ছয়

ভোরে গঙ্গার ধারে বেড়াবার সময় নলিনী নিরালায় সাক্ষাৎ পেলে ষষ্ঠীর। একটা প্রকাণ্ড আম গাছের স্কন্দে ঠেলা-মেরে সে ব্যায়াম করছিল। তার পূর্ব্বে দুশো বার ওঠ-বোস করেছে।

শ্রীমতীকে দেখে সে নিরস্ত হল। গামছায় মুখ মুছলে। মালকোচায় আবদ্ধ কোঁচার টিপ্ মুক্ত করে, অমায়িক হাসলে। দু'হাত জোড় করে তাকে নমস্কার ক'রে ষষ্ঠী বললে—স্থানটা চমৎকার। গঙ্গায় জোয়ার এসেছে।

নলিনী নমস্কার ক'রে বল্‌লে—হ্যাঁ। তাই সমুদ্র থেকে জাহাজ যাচ্চে কলিকাতার দিকে।

দু-খানা বড় জাহাজ দেখা যাচ্ছিল—বিশাল নদীর উপর। আরও অনেক জেলেডিঙ্গি, চালের কিস্তি, খড়-বোঝাই ভড়। তাদের মাথার উপর একটা মাছ-রাঙা ডাক্‌ছিল।

মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসা করলে ষষ্ঠী শ্রীমতীর বাগ্মিতার—আর আপনি যখন বক্তৃতা করেন, আপনার অঙ্গ থেকে বিজলি বেরোয়।

হাসলে কস্তুরী-সুতা। সে বল্‌লে—আমার বক্তৃতা আপনার ভাল লাগতে পারে, আপনি আমাকে স্নেহ করেন।

একি শুনি? ভাবলে ষষ্ঠী। সে বল্‌লে—আমি কেন, দুনিয়ার ভাল লাগে। কোণে দাঁড়িয়ে চোর-ধরা বাবু টুকছিল। তার চোখ ফুটে আ-মরি সাঁতরাচ্ছিল।

নলিনী হেসে বল্‌লে—মানলাম। কিন্তু কথা যদি অপরের মন-ভোলানোর জন্যে হয়—আপনার কথার পরিণাম যে যুগ-প্রবর্ত্তক, ষষ্ঠীবাবু।

ষষ্ঠী ম্লান হাসি হাসলে। বল্‌লে—দেবী ছলনা করেন কেন? আমার কথা সত্য যদি মন-ভোলানো হ'ত আজ ষষ্ঠীর আইবুড়ো নাম খণ্ডে যেত।

এর অর্থ যদি হয় বিবাহ, তাহ'লে জনান্তিকে নদীর ধারে বিশেষ কোকিল-ডাকা আমগাছ তলায় এমন কথা অসমীচীন। কিন্তু ষষ্ঠীবাবুর কথার মোচ্‌কোফের বোঝার চেষ্টাও হামজুল্লি। সুতরাং বোবার শত্রু নাই। শ্রীমতী নিস্তব্ধ হয়ে জাহাজের চোঙার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

তার মৌন ভাবের অর্থ বুঝলে ষষ্ঠী—উৎসাহ! সে বল্‌লে—দেবী পোড়া কপালে নোড়ার ঘা। যদি আমার কথায় ফাঁস থাকত—আজ আপনি সন্ন্যাসিনী থাকতে পারতেন?

নলিনী প্রহেলিকা-মাখা চোখে তার দিকে তাকালো।

ষষ্ঠী মরিয়া হয়েছিল। জাহ্নবীর শীতল সমীরণ তাকে পবিত্র করছিল। সে শৈত্যে সে মনের আগুন নেভাতে কৃতসঙ্কল্প হল। দে ভিড়িয়ে জোয়ারের মুখে—ভাবলে ষষ্ঠী।

সে বল্‌লে—দেবী। প্রথম দেখার দিন থেকে আপনার আগুনের ফুলকী

পোড়াচ্চে ষষ্ঠীকে। ছুনিয়ার বিধবার ছুঃখে দরদ—নিজের প্রাণে দরদ পাবার জন্যে। দেবী অভয় দেন তো বলি।

স্বপ্ন-জড়ানো স্বরে, জাহ্নবীর লহরের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে নলিনী—বলুন।

—দেবী। সদয় হন। আসুন ছুজনে বাসা বাঁধি। বুকের রক্ত দিয়ে আপনার কষ্ট ধুয়ে দেব! এক জোটে নর-নারায়ণের সেবা করব—মন্দিরের দরজা ভাঙ্গবো—নারীর শুক্‌নো ঠোঁটে হাসি ফোটাব।

এবার তার স্বাভাবিক কণ্ঠে বিধবা বল্‌লে—কি বলছেন সেন মশায়?

নয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার—নিমেষে ভাবলে ষষ্ঠী। সে বল্‌লে—সোজা তো বলছি—মালা-বদল, সাত-পাক—বিবাহ।

ফ্যাকাসে হয়ে গেল নলিনীর মুখ। পরক্ষণে আবার রক্ত-বর্ণ হ্‌ল তার বদন। চক্ষে তেজ এলো।

সে বল্‌লে—আপনাকে সত্যই শ্রদ্ধা করি। অন্য কেহ এমন কথা বল্‌লে—তার কান মলে দিতাম।

আজ এর একটা হেস্তনেস্ত হ'ক—ভাবলে ষষ্ঠী।

সে বল্‌লে—অন্যে এমন কথা অন্তর থেকে বল্‌তে পারেনা। ষষ্ঠী বলছে—কারণ তার প্রাণে আগুন জ্বলছে। অপরাধ ক'রে থাকি কান মলে শেষ কর—দেবী। কিন্তু এ যে সত্য—একে দাবাব কিসের চাপে?

নলিনীর চক্ষু প্রোজ্জ্বল। স্বর দৃঢ়। সে বল্‌লে—আর এমন কথা বলবেন না। আমি সব সহ্য করতে পারি—অপমান সহ্য কর্ত্তে পারি না।

ষষ্ঠী হাসলে। বল্‌লে—অপমান। সিংহাসনে বসান, অপমান—

—চোপ্‌।—বল্‌লে নলিনী।

—সত্য কথা। ভীষণ ভালবাসি। ঐ দাবড়ানি—

নলিনীর সংযম খসে পড়ল। সে ষষ্ঠীর কান ধরে বল্‌লে—চোপ্‌। জীবনে আর এমন কথা—

ষষ্ঠী গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্লে। অদ্ভুৎ সংযম। পরক্ষণে সে হাসলে। তাকে নমস্কার করলে। বল্‌লে—ক্ষমা করুন। না। এ অপরাধ জীবনে এই প্রথম। আর হবে না।

ফিরে চলে গেল নলিনী। ষষ্ঠী তার দিকে তাকালো না। ধীরে ধীরে জলের ধারে নেমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিলে।

—কেউ দেখে শেখে মা, কেউ ঠেকে শেখে। ঠেকে শিখলাম মা! অন্তে ষষ্ঠীকে শ্রীচরণে রেখো।

নলিনী একটা ঝোপের ভিতর বসে খুব কাঁদলে। মর্ম্মের অন্তস্তলে নির্ম্মম কঠোর তীব্র তিরস্কার ধ্বনিত হ'ল।

—ছিঃ নলিনী! ছিঃ! একটা মহা-পুরুষের এমন নিগ্রহ করলে কেন? শত নারী যার পায়ের ধূলার জন্য কাল হুড়াহুড়ি করছিল, তুমি তার কান ধরলে কোন্ দম্ভে। ছিঃ! ছিঃ!

সাত

হৈ-হৈ কাণ্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। সামনের গঙ্গায় চব্বিশ ঘণ্টায় দু-বার জোয়ার ভাঁটা খেলে কিন্তু মোহনপুরের জীবনে জোয়ার ভাঁটা নাই। বাবুদের বরাদ্দ আছে শিব-মন্দিরে বারো মাসে তের পার্ব্বণ। কিন্তু সে পার্ব্বণ জীবনহীন, এক-ঘেয়ে অনুষ্ঠান। লবণ আইন দেশে জাগরণ এনেছিল। কিন্তু সে জাগরণ সার্ব্বজনিন নয়। তরুণদের মধ্যে দেশাত্মবোধ এসেছিল। তারা অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্তে মানুষকে স্তম্ভিত করেছিল। কিন্তু দেশে কর্ম্মী ও দ্রষ্টার বিভাগ ছিল। এমন কি একদল সমালোচকও ছিল।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হল—সে সার্ব্বজনিন।

সে আন্দোলন সমাজ-কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গালে। জীর্ণ শিব-মন্দিরের বুড়ো শিবের নির্জ্জনতা দূর হল। সম্ভ্রান্ততার গৌরবে মানুষের আত্ম-মর্য্যাদা বাড়ালে। আত্মীয়তার প্রসার হল।

সকল জড়তা দূর হল ভোজের দিন। বিদ্যালয়ের ছুটি হল। ছেলেরা কাঠ জোগাড় করে আন্‌লে জঙ্গল থেকে। ব্রাহ্মণের মেয়েরা রন্ধন-শিল্পের প্রতিযোগিতা-তৎপর হল। কেহ জল আনলে, কেহ কলাপাতা কাট্‌লে, কেহ বাজে চীৎকার করলে, কেহ আনন্দে নৃত্য করলে।

আসল কথা, পরকে খাইয়ে আনন্দ লাভ কর্ব্বার এ বাসনা বাঙ্গালীর মজ্জাগত। ভোজন ক'রে আনন্দিত হব, এ বাসনাও বাঙ্গালী হৃদয়ে অজ্ঞাত নয়। সুতরাং ভোজনের কার্য্য—ক্ল্যাসিকাল দীয়তাম্ ভুজ্যতাম রীতিতে বেশ সুচারুরূপে চল্‌ল। অনেকে ভোগ পরিবেশন করলে। কিন্তু তাদের মধ্যে নাম কিনলে দুজন। মেয়ে মহলে শ্রীমতী নলিনী দেবী আর পুরুষ মহলে—শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ সেন।

গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে ষষ্ঠীচরণ ভাবলে—দুত্তোর। কাঠি বেরিয়েছে যে টিয়ার তার পক্ষে পড়তে শেখার অপচেষ্টা—দুত্তোর। যে ষষ্ঠী চির-কুমার হয়ে জন্মেছে, যে মাতৃ-জাতিকে দূর হতে শ্রদ্ধা করে চিরদিন, সে ষষ্ঠীচরণ অবশেষে বিয়ে পাগলা—দুত্তোর! আর বোকামী করে সাহেবী চালে প্রেম জানাতে গেল সে—যার বাপ-পিতামহ গৌরী-দানের মেয়ে বিয়ে করেছিল—দুত্তোর। হামজুল্লি নয়, আপদ নয়, বিপদ নয়, কমলাপতির কথায় ননসেন্স —একেবারে নিছক্ ষোল আনা দুত্তোর! দুত্তোর! দুত্তোর!

কিন্তু এক একবার পোড়া চোখ ফেটে জল আস্‌তে লাগলো। যতই হ'ক ষষ্ঠী মানী লোক। এর পূর্ব্বে কেহ তার কান মলে দেয় নাই। কান-মলার স্মৃতি তার হৃদয়ে বেলেস্তারার ফোসকা তুলছিল।

ষষ্ঠী ভুগলে কিন্তু কস্তুরী-সুতার উপর অভিমান করলে না। নারীর

অপমানের প্রতিশোধ নিতে হামিদ এবং আবুকে সে লগুড়াঘাত করেছিল। নিঃসন্দেহ সে অপমানিত করেছিল দেবীকে। তবু তাকে প্রথম বার সাবধান করে দিয়েছিল নলিনী। সে কথাটাকে পরিহাস ভেবেছিল। তার পর—নলিনী তার নিগ্রহ করেছিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ইঁট মেরে পাটকেল খাওয়া। কিন্তু তা বলে—কর্ণ-বিমর্দ্দন! কেন না?

ষষ্ঠী ভাব্‌লে প্রায়শ্চিত্ত করবে। প্রেমে সুখ—এ কথা তার সুপ্ত-চিত্ত উপলব্ধি করেছিল। যদি একজনকে ভালবেসে মানুষ সুখী হয়—সে বহুকে ভালবেসে বহুগুণ সুখী হবে না কেন। পাটীগণিতের সোজা নিয়ম। সে পূর্ব্ব রাত্রের হাসি মুখগুলা স্মরণ করলে; আজ প্রাণ ঢালবে সে তাদের সেবায়। আজ প্রাণ ভরে ভোজকে উৎসবে পরিণত করবে। তাই প্রগাঢ় স্নেহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, সে পুরুষদের খাওয়ালে।

নির্ম্মম আত্ম-পরীক্ষার ফলে নলিনী প্রথমে সন্ধান পেলে আত্ম-প্রবঞ্চনার। সত্যই কি বিগত কয়েক মাস সে ষষ্ঠীচরণের গভীর প্রেমের সন্ধান পায় নাই? বলিষ্ঠ সু-পুরুষ ষষ্ঠীর প্রকৃতি-গত—নারীর প্রতি শ্রদ্ধা। কিন্তু তার প্রতি ষষ্ঠীর শ্রদ্ধার মূলে সংস্কারমাত্র ছিলনা। তার হাব-ভাব কথা-বার্ত্তা চেপে রাখতে পারত না তার অন্তস্তলের লুকানো সমাচার। সে প্রকাশ্য অপমান সহ্য করে নলিনীর বাড়ি আসত, কোন্ আবেগের বশে। নিশ্চয় নলিনী নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছিল। তার কর্ত্তব্য ছিল—এ বিষ-বৃক্ষকে অঙ্কুরে বিনাশ করা। তাকে প্রশ্রয় দিয়ে তার পর—

নলিনী শেষ কথাটা যত-ভাবে জ্বলন্ত বিবেকাগ্নি ততই তাকে ভস্ম কর্ব্বার জন্য লক্‌লকে জিহ্বা প্রসার করে। ছিঃ! কিছু না হয় সে তো তার জেষ্ঠ্যের মত। আবেগে একটা কথাই না হয় বলেছে। বহু উপায় ছিল—তার মুখ বন্ধ কর্ব্বার। তা বলে কান-মলা—ছিঃ! এমন ঘৃণিত

ব্যবহার শুনলে তার পিতা কি বলবেন। তার পিতার বিচারে ষষ্ঠীচরণ খাঁটি সোণা—আসল ভাল লোক—একেবারে বিশুদ্ধ চাক-ভাঙ্গা মধু।

বিবেকের কষাঘাত হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য নলিনী প্রাণ দিলে মোহনপুরের মাতৃ-জাতির সেবায়। নলিনী বলিষ্ঠ। তার মন সবল। প্রবল উদ্যমে সে ভাত, ডাল, ব্যঞ্জন পরিবেশন করলে। দেশের বৃদ্ধারা বল্‌লে—এমন না হলে মেয়ে। তরুণীরা ভাবলে—বৃথা লজ্জা, বৃথা ঘোমটা, মিথ্যা জড়ভরত হয়ে লাভ কি? খাওয়ার চেয়ে খাওয়ানোয় তৃপ্তি বেশী।

ভোজের শেষে সে চিন্তামণিকে বল্‌লে—সত্যি কথা বল বোন, হেড্ মাষ্টারকে বিয়ে করলে সুখী হও?

সে বল্‌লে—মা বলেন জাত যাবে।

—তোমার দাদা কি বলেন?

চিন্তামণি বল্‌লে—দাদা বিপক্ষে ছিলেন। কাল থেকে বলছেন—চিন্তু তোর এ বাড়ীতে থাকা সুবিধা হবেনা। কিন্তু তোকে ছেড়ে তো ভাই থাক্‌তেও পারব না।

—কেন দাদা এ-কথা বলছে কেন?

—কি জানি। কলকাতা থেকে যে ছোট সাধু এসেছে সে নাকি স্বপ্ন দেখেছে যে আমি তিন মাসের মধ্যে অন্য কোথাও না গেলে দাদার ছেলেমেয়ের অকল্যাণ হবে। বৌও চায় আমায় ভাগাতে।

এ স্বপ্ন ভাল লাগলো না নলিনীর। শব্দানন্দ লোক ভাল। কিন্তু জুয়াচুরি তার মজ্জাগত। ঠিক্ রসিক মণ্ডলের দুর্ব্বলতা ধরেছে।

সন্ধ্যার পর আবার সভা হ'ল। আবার নলিনী বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলে।

লোকে সেন মশায়ের জয় ব'লে তাকে বক্তৃতা করতে ডাকলে। এবার

সেন মশায় সরল ভাষায় বল্‌লে—শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। চাও যদি কোন মরদ বিধবা-বিয়ে করতে—সামনে এসো।

কেহ সামনে এলোনা। হেড্ মাষ্টারের লজ্জা এলো—সে নিজে সামনে আসতে পারলে না। ছেলের পাল কি বলবে? ছোট শিক্ষকেরা কি ভাববে?

বক্তা বল্‌লে—ভাই সব দেখলে। দেবী যখন ঝাঁঝালো কথায় বিধবা-বিবাহের কথা বল্‌লে—সবাই হাত-তালি দিলে। আমি যখন ডাক্‌লাম—বীরের দল পিঁপড়ের গর্ত্তে মুখ লুকালো। এতে কি সমাজের দোষ যায়। কথায় বলে—বড় বড় বানরের বড় বড় পেট—লঙ্কা ডিঙ্গোতে মাথা করে হেঁট।

এক পেট খেয়ে—গঙ্গার হাওয়ায় বসে—কথাগুলা শুনতে ভাল লাগছিল লোকের। কিন্তু বিয়ের কথা লোকের সামনে কহাই তো লজ্জার কথা। তার ওপর বিধবা-বিবাহ।

এবার ষষ্ঠী বল্‌লে—যে বড়, যে পণ্ডিত, সে যদি পথ দেখায় তাকে বলে গুণী। তোমাদের স্কুল আছে। তার হেড্ মাষ্টার আছে। সে যদি পথ দেখায়—হ্যাঁ বলি তাকে পণ্ডিত। কেবল পুঁথি পড়ালে পণ্ডিত হয় না।

জিতেন ভট্টাচার্য্য—হেড্ মাষ্টার, হেড্ মাষ্টার, বলে চীৎকার করলে।

ছেলের দল হুজুক পেলে। তারাও—হেড্ মাষ্টার হেড্ মাষ্টার বলে তারস্বরে চীৎকার করলে।

হেড্ মাষ্টার অষ্টমীর পাঁঠার মত লোকের গোচরী-ভূত হল।

শব্দানন্দ বল্‌লে—আপনি বিধবা-বিবাহ কর্ত্তে সম্মত।

তাকে অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে বল্‌তে হল—হাঁ।

আনন্দ ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হল।

কিন্তু কনে কোথায়? শব্দানন্দ বল্‌লে—সে খোঁজ কর্ব্ব আমি।

পরদিন প্রত্যুষে ষষ্ঠীচরণ—ফররাঙ্।

আট

এক সপ্তাহ পরে শ্রীমতী নলিনী সাক্ষাৎ করলে শ্রীমতী মুকুলমণি ও ডাঃ প্রগতি মিত্রের সঙ্গে। পরে নবীন মতে শৈথিল্য জন্মিতে পারে, এই আশঙ্কায় স্বামী শব্দানন্দ সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত মুরারী দাস এবং শ্রীমতী চিন্তামণির শুভ-পরিণয় সম্পাদন করেছে। পূজার ছুটি আরম্ভ হয়েছে। দুই দিন পূর্ব্বে নব-বধূ সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত মুরারী দাস মেদিনীপুর জেলায় প্রস্থান করেছে এবং বৈধব্য-দমন-সমিতির তহবিলে নগদ তিনশত এক টাকা উপহার দিয়ে নব-পরিণীত মুরারী সমিতির সভ্য হয়েছে।

প্রগতির অত্যন্ত আনন্দ হল। ঐ রকম যে একটা কিছু হবে ষষ্ঠী খুড়োর সংক্ষিপ্ত বিবরণে সে বুঝেছিল। সে শ্রীমতীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলে। সমিতির সৌভাগ্য-ক্রমে শুভ-মুহূর্ত্তে নলিনী দেবী সমিতির আনুগত্য স্বীকার করে কর্ম্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

নলিনী বল্‌লে—ভুল বুঝেছেন ডাক্তার সাহেব। এ কার্য্যের অন্ততঃ বারো আনা যশের অধিকারী সেন মশায়।

মিত্রের আনন্দ হল। এদের প্রেম গভীর এবং ঘন নিশ্চয়। তা না হলে এত বড় শুভ কর্ম্মের কৃতিত্ব প্রত্যেকে অপরের স্কন্ধে প্রক্ষেপ কর্ত্তে ব্যগ্র কেন।

সে বল্‌লে—ঠিক বিপরীত কথা বলে খুড়ো। সে বলে আপনার বাগ্মিতা, আপনার জ্যোতি, আপনার আন্তরিকতা বহু শতকের অজ্ঞতা এবং গোঁড়ামীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ক'রে ছিল।

—তা হ'লে নিজের কোনো কথাই বলেন নি। আমি বহু বক্তার

বক্তৃতা শুনেছি। তারা ভালো ভাষায়, নানা ভাবে প্রাণমাতানো বক্তৃতা দেয়। কিন্তু ষষ্ঠীবাবুর বক্তৃতা—

—বক্তৃতা! খুড়োর বক্তৃতা! কি হামজুল্লি।

একটু বিরক্ত হল নলিনী। বেচারাকে এত অপদার্থ ভাবে কেন এরা?

সে বল্‌লে—বক্তৃতার উদ্দেশ্য যদি হয় ভিন্ন মতের লোককে নিজের মতে ভেড়ানো—

—ভেড়ানো!—বল্‌লে প্রগতি। খুড়োর ভাষাও আমাদের জয় করছে। ক্ষমা করবেন।

সে বল্‌লে—হ্যাঁ বলছিলাম—কথার উদ্দেশ্য যদি হয় পরকে নিজের মতাবলম্বী করা—সেন মশায়ের বাগ্মীতার-তুলনা হয়না। সরল স্পষ্ট কথা সাঁওতালের তীরের মত—একেবারে বুকে গিয়ে বেঁধে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকালে প্রগতি। আনন্দে বল্‌লে—খুড়ো বক্তা! আর ধাপ্পা মারলে—নিজের কথা একবার বল্‌লে না।

নলিনী বল্‌লে—এক বক্তৃতায় মন্দিরের দ্বার খুল্‌তে পারেন নি মহাত্মাজী।

প্রগতি বল্‌লে—খুড়োকে মারতে হবে। নিজের কথা একেবারে গুদমজাত করেছে।

মুকুলমণির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। সে যেটুকু বোঝে স্পষ্ট বোঝে।

সে বল্‌লে—দুজনেরই কথা সত্য। দিদি জমি পাট-সাট্ করে রেখে-ছিলেন। খুড়ো মশায়ের গাছ তাই শীঘ্র গজিয়ে গেছে।

কস্তুরী-সুতা তার্কিক। কারণ সে আদর্শ-বাদী। যা তার মতে সত্য নয়—সে কোনো প্রকারে সে কথাকে সভায় ভিদ্ গাড়তে দেবেনা। সে প্রতিবাদ করলে।

তারপর গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত সে ষষ্ঠীচরণের সকল বক্তৃতা আবৃত্তি করে এদের শোনালে।

মুকুলমণি বল্‌লে—বিধবা বিবাহের ঘটক কে ?

নলিনী বল্‌লে—তাতেও সেন মশায়ের কৃতিত্ব আছে। কিন্তু আসল কাজটার মূলে আছে—মিথ্যা, জুয়াচুরি ফেরেবাজী। সেটা জানতে পেরে ষষ্ঠীবাবু কাকেও না বলে পালিয়ে এসেছিলেন।

নলিনী নিজেকে একটু পরীক্ষা করলে। সত্যই কি শব্দানন্দের মিথ্যা স্বপনে বিরক্ত হয়ে ষষ্ঠী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেছিল ? না—

সে বিব্রত হল। কিন্তু যেন তার মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্য প্রগতি বল্‌লে—হ্যাঁ শুনেছি। বক্তৃতার কথা শুনিনি। শব্দানন্দ চিন্তামণির ভাইকে মাল কিনে বাধ্য করে, আর স্বপ্নে দেখা অনিষ্টের ভয় দেখিয়ে, কর্ম্ম ফতে করেছে। পরিণাম যদি ইষ্ট হয়, পথের ভাবনা সে ভাবে না।

নলিনী আর এক কিস্তি তর্ক কর্ব্বার সূচনা করছিল। অধ্যাপকের ভৃত্য জমিদার মিঃ রমেশ চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের আগমন সংবাদ দিলে। মুকুলমণি কক্ষান্তরে গেল—রমেশবাবু গৃহে প্রবেশ কর্ল্লে।

রমেশ তরুণ সুশ্রী হাস্য-মুখ। সে কক্ষে প্রবেশ করেই বল্‌লে—স্যার আপনারা মোহনপুর তোলপাড় করে দিয়েছেন।

প্রগতি বল্‌লে—কেন ব্যাপার কি ?

—ব্যাপার, স্যার, গুরুতর। পুরোহিত মশায় চিঠি লিখেছেন। আপনাদের কে মহাপুরুষ ষষ্ঠীচরণ আর কে দেবী মিলে তাঁকে যাদু করে বুড়ো শিবের মাথায় ছত্রিশ জাতের মেয়েছেলে দিয়ে জল দিইয়েছেন।

—ভালই তো।

—বেশ স্যার। পুরোহিত মশায় ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছেন—আমি আর আমার মা কি বলবেন ভেবে।

প্রগতি খুব মুরুব্বির চালে বল্‌লে—তুমি কি বলবে জানি। তোমার মাঠাকরুণ কি বল্‌লেন।

যুবক হাসলে। বল্‌লে—প্রথমে মা ভয় পেলেন। একটু কান্নার সুর ধরলেন। ঠিক সেই সময় আমাদের আর একটা মৌজা থেকে টেলিগ্রাফ এলো সে একটা ডোবা টাকা উদ্ধার হয়েছে।

—দেখলে তো বাবার দয়া।

—আজ্ঞে স্যার ঠিক সেই কথাই বল্‌লাম মাকে। দশ দশ হাজার টাকা এই বাজারে মন্দ কি? মা বাবার উদ্দেশে প্রণাম করলেন। তবু মনে একটু দ্বিধা রহিল। হবেই ত।

প্রগতি বল্‌লে—এটা স্বাভাবিক। কত দিনের পুরাতন আচার। বিশেষ ঠাকুর দেবতার কথা। দু'চার দিন বোঝালে বুঝবেন।

এবার রমেশ হাসলে। বল্‌লে—বাবা বুড়ো শিবই বুঝিয়েছেন। এমন একটা ঘটনা ঘটেছে স্যার কাল—যার ফলে মা আক্ষেপ করছেন এতদিন কেন বাবার দরজা বন্ধ ছিল—অছুতের মিথ্যা প্রভাবে।

রমেশ তাদের একটু হেঁয়ালী রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছিল।

প্রগতি বল্‌লে—ব্যাপারটা কি রমেশ?

সে মাথা চুলকে বল্‌লে—কাল আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে সমাচার এসেছে—স্যার—মানে হচ্ছে আমার—মানে মার একটি নাতি হয়েছে।

রমেশ বেশ ছেলে—বিনয়ী বুদ্ধিমান। শিক্ষক তাকে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌লে—চিরঞ্জীবি হক তোমার খোকা।

এবার নলিনী আর আপনাকে স্থির রাখ্‌তে পারলে না। সে বল্‌লে—সত্যি পুণ্য কাজের ফল মধুর।

রমেশ অপ্রস্তত হল। আবেগের মুখে সে অপরিচিতাকে লক্ষ্য করেনি।

প্রগতি বল্‌লে—ইনিই দেবী।

রমেশ তাকে অভিবাদন করলে।

সে বললে—মহাপুরুষটিকে আর দেখব।

প্রগতি বল্‌লে—এ কথা জানলে সে দুর্লভ দর্শন হবে। ছল করে তাকে দেখতে হবে।

নলিনী স্ত্রীলোক। সে আসল কথা ভোলে না। বেচারা পুরোহিত মশায়! তার কি হল?

রমেশ বল্‌লে—আমি তার করে অভিনন্দন করেছি। চিঠি লিখে মার সম্মতি-জ্ঞাপন করেছি। কিন্তু বৃদ্ধ আর এক বিপদে পড়েছে।

তার প্রতি দরদ ছিল নলিনীর। তার স্ত্রী মূর্ত্তিময়ী দেবী। তার নূতন বিপদের কথা জানতে চাহিল নলিনী।

রমেশ বল্‌লে—রোজ এক পয়সা দু-পয়সা ক'রে প্রায় এক টাকা দু-টাকা প্রণামী পড়ছে বাবার কাছে নিত্য। ঠাকুর জানতে চেয়েছেন সে পয়সা কি হবে।

রমেশ খুব হাসলে। বল্‌লে—সে পয়সা তাঁর—এ কথা তাঁকে বলা হয়েছে—আর তাঁর যন্ত্রণা বাড়াবার জন্য নূতন খোকার নামে মা তাঁকে দশ টাকা প্রণামী পাঠিয়েছেন। পুরুত ঠাকুর রক্‌ফেলার হয়ে না অম্লরোগে ভোগেন।

নলিনীর খুব আনন্দ হল।

যখন প্রগতি টেলিফোন ক'রে ফিরে এসে বল্‌লে—মহাপুরুষ ষষ্ঠীচরণ আসছে, নলিনী ডানা মেল্‌লে।

প্রগতি বল্‌লে—কি হামজুল্লি। খুড়ো ভিড়ছে আপনি ফরশ্লাঙ্। হতে পারেন না।

নলিনী শুনলে না। উবে গেল।

বাহিরে গিয়ে বল্‌লে—ছিঃ! এমন কু-কাজ কেন করলে নলিনী। চিরদিনের জন্য একটা মহাপুরুষের বন্ধুত্ব হতে বঞ্চিত হ'লে।

নয়

গঙ্গার ধারে না হলেও ডায়মণ্ড হারবারের নিমন্ত্রণে ষষ্ঠীচরণের প্রাণে লোভ উদ্রেক করলে। সুতরাং যখন সেখানকার পল্লী-মঙ্গল সমিতি তাকে সাদরে আহ্বান করলে এক সপ্তাহকাল ডায়মণ্ড হারবারকে কেন্দ্র ক'রে আশ-পাশের গ্রামে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, বিধবা-বিবাহ, মাদক বর্জ্জন প্রভৃতি বিষয়ে প্রচার কর্ব্বার জন্য, ষষ্ঠীচরণ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। পল্লী বায়ু, স্বজাতির শ্রীমুখ দর্শন, আর কে জানে মাযের ইচ্ছা, যদি কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারে জন-হিতকর কাজ।

যেদিন ষষ্ঠী ডায়মণ্ড হারবার পৌঁছিল, তার কয়েকদিন পূর্ব্বে সেখানে এক অতি ভীষণ কাণ্ড ঘটেছিল। একখানি নয়, দুখানি নয়, পাঁচ পাঁচ-খানি ছাপানো কাগজ, পাঁচটি ভিন্ন পল্লীতে পাওয়া গিয়েছিল—যার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা জাহান্নামের পথে ধাবমান হবার ঘোরতর আশঙ্কার কারণ সমুদ্ভূত হয়েছিল।

ডায়মণ্ড হারবারের শান্তি ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এক প্রকার বিশ্ব-শান্তি জড়িত। কারণ বিশ্বে যারা ভারতের সমাচার নিয়ে যাতায়াত করে, এবং ভারতের বাহিরের জগত হতে যারা পণ্য-দ্রব্য আনে এ দেশে—সেই সব জাহাজকে এই পথে চলাফেরা করতে হয়। সকল বর্ণের, সকল শ্রেণীর লোক, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে, এই ক্ষুদ্র সহরের মলয়ানিল উপভোগ কর্ত্তে আসে। এ হেন স্থানে দুষ্ট প্যামফ্লেট—উঠ, জাগো!

স্থানীয় পুলিস প্রমাদ গণলে। এত বড় দায়িত্ব কেন দারোগা নেবে? কিসের জন্য! সে আলিপুরে বিদ্যুতের মারফত সংবাদ পাঠালে দুষ্ট লেখকের দুরভিসন্ধির। এস্ বি, আই বি যৌথ পরামর্শ সভায় স্থির

করলে কার্য্য পদ্ধতি। এস্-ডি-ও হাকিম অন্য হাকিমদের মন্ত্রণা সভায় আহ্বান করলে। পুলিশের যারা হোমরা-চোমরা, তারা দুই ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রেখে বল্লে—চোপ্। কথাটি নয়। খালি জাল ফেলে যাও। ঠিক্ উঠ্‌বে মাছ।

আইন অমান্য আন্দোলনের দিনে বামাচরণ চক্রবর্ত্তী কলিকাতা পুলিসে এ-এস্-আই ছিল। কর্ম্ম-কুশলতায় পুরস্কার নাই পুলিসে—এ উক্তি নিন্দুকের। দক্ষতার পারিতোষিক রূপে বামাচরণ বাঙলা পুলিসের দারোগার পদ পেয়েছিল। লোকটা হুঁসিয়ার। কত ধানে কত চাল হয়, এ সমাচার সে রাখত। অধিক কথা বলত না বামাচরণ। কারণ বলার চেয়ে করায় তার হৃদয় সাড়া দিত।

বামাচরণ কুরূপ—এ কুৎসা রটনার মূলে ছিল পরশ্রীকাতরতা। তার অবশ্য একটা দৃষ্টিকটু মুদ্রা-দোষ ছিল।

এস-ডি-ও জিজ্ঞাসা করলে—বামাচরণ বাবু আপনার কী মত।

সে বল্লে—হুজুর ব্যাপারটা সোজা! অবশ্য ডিপার্টমেণ্টের নিয়ম মত আই-বী, এস-বিতে খবর দিতে হল। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি।

এস্-ডি-ও ভাবলে, ঐ পিট্‌পিটে চোখের এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—চোখ স্থির হলে বোধ হয় বামাচরণের চোখের রশ্মি, জগদীশচন্দ্র কিম্বা রমণের অনুশীলনের বিষয় হ'ত।

সে বল্লে—দিব্য-চক্ষে কি দেখছেন বামাচরণবাবু?

বামাচরণ অল্প কথার মানুষ। সে চোখ পিট্‌পিট্ করে বল্লে—কস্তুরী-সূতা।

—সে আবার কে?

চোখ পিট্‌পিট করে বামাচরণ বল্লে—স্বদেশী আন্দোলন—জেল। আইন অমান্য—জেল। বাপ—হেড্‌মাষ্টার ননকো-অপারেটার।

এস-ডি-ওর অসহ্য বোধ হচ্ছিল। ক্রিয়া নাই, ধাতু প্রত্যয় নাই, বিশেষণ নাই, বাক্‌-ধারা নাই। এক একবার চোখ বোজে আর একটা করে কথা বলে—যেন টেলিগ্রাফের টেরে টক্কা।

বিশেষ কিছু না বলে হাকিম বল্‌লে—কস্তুরী-সুতা। কোন দেশের লোক?

—বাঙ্গালী। পাবনা। আসল নাম—নলিনী। জেলে যাবার নাম কস্তুরীসুতা।

মন্ত্রণা সভায় ইন্‌স্‌পেক্টর নদের-চাঁদ দস্তীদার ছিল।

সে বল্‌লে—সে তো সেদিন বিধবা-বিবাহ ও অছুৎ-বর্জ্জন আন্দোলনে মোহনপুর গিয়েছিল। কি বল্‌ছ বামাচরণ্‌। সে তো উপদ্রব-বাদী নয়।

—মন মন দুষ্ট। ছলনা করে বিধবার বিয়ে দেয়।

—বেশ করে!—বল্‌লে হাকিম—যত বাজে কথা।

নদেরচাঁদ তুখোড় লোক। যখন একটা লোকের নাম হয়েছে—শেষ অবধি দেখা উচিত সমাচারের অন্তে কী আছে। বিশেষ বামাচরণের সমাচার। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে উপেক্ষা করলে, সে উপর-ওয়ালাদের নিকট এত্তেলা দেবে। আরো অনেক প্রশ্ন করে নদেরচাঁদ সার তথ্য সংগ্রহ করলে। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্ন প্রকার।

এটা ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা পল্লীমঙ্গল পক্ষ। সমিতি নানা প্রকার প্রচার-কার্য্যের দ্বারা সমাজ-সংস্কারের কার্য্য সম্পাদন করছে। বিধবা-বিবাহ, অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন, গণ শিক্ষা, কৃষি-শিল্প-প্রসার প্রভৃতি কাজে সমিতি আত্মনিয়োগ করেছে। অবশ্য পুলিসের স্পষ্ট-দৃষ্টিতে এ-সব বড় বড় কাজের নাম বোরকা মাত্র। তার অন্তরে আছে স্বাধীন বঙ্গ-জননী। বদ্‌-নামজাদা কংগ্রেস কর্ম্মী নর-নারী আমদানী ক'রে, সমিতি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। পুলিসের ছদ্মবেশী সংবাদ-দাতা নিত্য সমাচার

পাঠায়। ভাষার নিচে একটু ডুব দিলে বুঝতে বাকী থাকেন পল্লী-মঙ্গল সমিতির আসল উদ্দেশ্য অমঙ্গল দেশ-দ্রোহিতা।

নফরকুণ্ডুর পোড়ো বাড়ি হ'য়েছে প্রচারকদের বাসা। এখানে নানা আকৃতির খদ্দর-পরিহিত নর-নারী আসে। আর সমিতি ভোরের আলোয় তাদের বিভিন্ন গ্রামে পাচাড় করে।

হাকিম ধৈর্য্য হারাচ্ছিল। এরা নিছক এক চক্ষু হরিণ। জীবনের মাত্র এক দিক দেখে—চোখ ঘোলা হ'য়েছে। কর্ত্তৃপক্ষ কেন এসব কথা বরদাস্ত করে?

বামাচরণ বল্‌লে—ঠিক চারদিন পূর্ব্বে কস্তুরীসূতা এসেছিল ঐ বাড়িতে।

হাকিমের কণ্ঠস্বর একটু ভারী হল। সে বল্‌লে—তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হল। বাঙ্গালা জানেন?

সত্য বিনয়কে অভিভূত কর্‌লে। বামাচরণকে বলতে হল—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।

—বেশ। তা হ'লে বোঝা উচিত এ কাগজের ফলে ইংরাজের রাজত্ব যাবেনা—আর আপনার আমার চাকুরী বা পেনসন যাবেনা।

চোখ পিট-পিটুনী একটু কমল। কারণ ভিতরে ভিতরে বামাচরণ একটু উত্তেজিত হ'য়েছিল।

সে বল্‌লে—ওঠ—জাগো।

হাকিম বল্‌লো—মনে মনে ভাবলে—মাথা মুণ্ডু। প্রকাশ্যে বল্‌লে—ওঠ, জাগো কি দোষের?

বামাচরণ ভাবলে—নবীন হাকিম, দেশের সঙ্গীন অবস্থাটা ঠিক বোঝেনা। কিন্তু শান্তি ও শৃঙ্খলার পোষক বামাচরণ, হাকিমের মুখের উপর কথা কহে বিশৃঙ্খলতা প্রকাশ করতে পারেনা। অথচ উপরওয়ালার

কাজে কোনো কথা গোপন করা অবিধেয়। সে বল্‌লে—স্যার শোণিত তর্পণ ?

হাকিম খুব হাসলে। সে বল্‌লে—শোণিত-তর্পণ কর্ব্বে কে ? কর্ম্মীরা। তারা যদি দেশের হিত কর্ত্তে না পারে, নিজেদের রক্ত-পাত ক'রে দেশের লোককে বোঝাবে, জাগতে হবে।

দস্তীদার রক্তারক্তির বিরোধী।

সে বল্‌লে—রক্ত জিনিসটাই স্যার খারাপ। খুনে খুন চাপে। বামাচরণবাবু যখন বলছেন স্যার।

এ-সব বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ কাঠ-গোঁয়ারের কাজ। তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে মিঃ মুখার্জ্জি, মহকুমা হাকিম।

সে বল্‌লে—তা হলেও এযে আতঙ্কবাদীর ইস্তাহার। কস্তুরীসুতা গান্ধী বাদী।

দস্তীদার বল্‌লে—ও স্যার কার মনে কি আছে কে জানে। এই বামাচরণই পূর্ব্বে নকী-পুরে কংগ্রেসের নিশান ঘাড়ে ক'রে ঘুরতো।

বামাচরণের চোখ এক সেকেণ্ডে সাত বার বেগে পিট্‌ পিট্‌ করলে।

এবার মুখার্জ্জি সাহেব হার মানলেন। মানুষের মন না মতি। পুলিস যখন এত বড় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে একটা কিছু করা চাই।

কস্তুরীসুতা চারদিনের মধ্যে নফর কুণ্ডুর পোড়ো বাড়িতে এসেছিল কিনা সে বিষয়ে কোনো সমাচার ছিলনা। অন্যান্য রাজ-নৈতিক আন্দোলনকারীও তো সে বাসায় গমনাগমন করছে। নফর কুণ্ডুর খালি বাড়ি তল্লাস করলে, এ রহস্য সম্বন্ধে কোন সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। অন্ততঃ দুষ্ট চিঠিপত্র বা ইস্তাহারও পাওয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত হল, ভোরে নফর কুণ্ডুর বাড়ি খানা-তল্লাস হবে।

দশ

ভোরে উঠে ব্যায়াম করা ষষ্ঠীচরণের :বহুদিনের অভ্যাস। বেলা আটটায় লোক এসে তাকে কে জানে কোন পল্লীতে প্রচার করতে নিয়ে যাবে। সারা রাত সুখে নিদ্রা গেল ষষ্ঠী জানালা খুলে। গঙ্গার হাওয়া তাকে সুস্থ করছিল। তাড়াতাড়ি কলিকাতা ফেরবার কোনো প্রয়োজন ছিলনা। কারণ ডাঃ কমলাপতি সেন বিভীষিকাপুরের রাজার বিস্ফোটক কাটতে কলিকাতার বাহিরে গিয়েছিল।

তখনও উষার আলো ছড়ায়নি গগনে গগনে। ষষ্ঠী জানালা দরজা বন্ধ করে একটা পিছনের ঘরে কসরত করতে গেল। মাত্র একটা কৌপীন-পরা নগ্ন দেহ। যদি কেহ আসে—কাজ কি।

বিশেষ সে শুনেছিল—থাক শোনা কথা। সে কথার আলোচনা অনাবশ্যক। দেহ-চর্চ্চার অব্যবহিত পূর্ব্বে, কিন্তু পরচর্চ্চা আবার তার মনের আকাশে, ভেসে এলো। কি হামজুল্লি! নলিনী দেবী এই বাসায় তিন দিন ধরে আসে আর প্রচারে যায়। যাকনা যেখানে ইচ্ছা। সে তার কাজ করে, দশের কাজ করে। যদি এসে পড়ে? তাতেই বা কি? হেসে জিজ্ঞাসা করবে কেমন আছেন। কি হয়েছে? সে এবার নিজেই একদিন তার বাড়িতে যাবে। এখানে দেখা হয়, ক্ষতি কি? তবে এ পোষাকটা ভীষণ। এ পোষাকে কেহ না দেখে। সে বাড়ির সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করলে। তার পর সে ডন্ বৈঠকে মন দিলে।

বামাচরণ যে কর্ম্ম করে বেশ উত্তমরূপে করে। রাত্রে সে অনেক কনষ্টেবল, চৌকীদার, দফাদার, জমাদার সংগ্রহ করলে। তাদের দিয়ে

নফয়-আলয় ঘেরাও করলে। তার পর মাদার গাছের তলায় বসে ভোরের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

যারা পিছনে ছিল তাদের মধ্যে ভগলু মিশির বুদ্ধিমান। তার উপর হুকুম ছিল—কেহ কোনো কাগজপত্র ফেললে বা পিছনের দরজা দিয়ে বাহির হলে, বামাচরণকে সংবাদ দেবার। কিন্তু এত বড় এক কাণ্ডে মাত্র চুপ করে বসে থাকা সে সিপাহীর আসল কাজ ব'লে ভাবতে পারলেনা। একটা কিছু করতে পারলে, আর কিছু না হক্, উর্দ্দীতে একটা বেল্লা পরবার অধিকার পাবে।

সে একটু ঘুরে ফিরে এদিক ওদিক দেখলে। পিছনের একটা কক্ষ হতে দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ আসছিল। ফস্ ফস্ শব্দ আতঙ্কবাদীর কেল্লা হতে আসছে—গতিক মোটে ভাল নয়। সে একটু উঁকিঝুঁকি মারবার চেষ্টা করলে। চারিদিকে অন্ধকার। সে নর্দ্দামার নলের ভিতর দিয়ে ফস্-ফসে ঘরের শব্দ-রহস্য সমাধান কর্ব্বার চেষ্টা করলে। সকল দিকে অন্ধকার। সে নর্দ্দামায় কান দিলে। ফস্ফসের সঙ্গে দুপ্ দুপ্ শব্দ।

এ ক্ষেত্রে সাবধানের বিনাশ নাই।

ভগ্লু ডাক্লে জুড়িদারকে। তাকে চুপিচুপি বল্লে—দুধ্নাথোয়া! হো! দুধ-নাথোয়া। কা ফসর ফসর করত হায় হো?

দুধনাথ ওঝা বালিয়া জেলা আখাউয়া গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিল। লোকটা একেবারে নিরেট নয়। তার মাথায় বুদ্ধির লহর খেল্তো। যখন সিদ্ধান্তের হেতুর মধ্যে মাত্র একটা পেলে—অর্থাৎ শব্দ, অন্য তথ্য সংগ্রহের জন্য সে জানালায় একটা টোকা মারলে।

টোকার ফলে বন্ধ হল—ফসর ফসর আর ধপ্ ধপ। কিন্তু সে ক্ষণিক! শব্দের গতি অচিরে আবার অপ্রতিহত হল।

টোকা মারলে শব্দ যখন নিমিত্তের জন্যও থামে তখন টোকা ফলপ্রদ।

এবার সিদ্ধি বোঁটা, খোয়ানি-টেপা মোটা আঙ্গুলে দুধনাথ আর একটু জোরে একটা টোকা মারলে ষষ্ঠী সেনের ব্যায়ামাগারে।

ষষ্ঠী ভাবলে পোড়ো বাড়িতে লোক এসেছে—বিশেষ সহরের ভূত, পাড়ার ছোকরারা হামজুল্লি করছে। এমন হামজুল্লি করেছে সে বহুবার তার নিজের শৈশবে। সে ওঠাবসার তালে তালে একটা ডাকাতি হৈঃ মারলে।

ডাকাতি হৈঃ! আর বেশ বাজ-খাঁই গলার শব্দ। ব্রাহ্মণদ্বয় একটু ত্রস্ত হল। নিজেদের মৌলিক বুদ্ধিতে পুনরায় ঠোকা-টুকি মারলে—ফাট্‌তেও পারে বোমা। আর কে বল্‌তে পারে যে হৈঃ—দল ডাকবার সঙ্কেত নয়।

অতঃপর এরা বক্স মিঞার মারফত বামাচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট সংবাদ পাঠালে।

একটা নীরব গৃহ-ভেঙ্গে খানা-তল্লাস, আর্টের দিক থেকে, বীরত্বের দিক থেকে, সৌজন্যের দিক থেকে অ-শোভন। কিন্তু ঘরের ভিতর হ'তে যদি একটা পিলে-চম্‌কানো হৈঃ নির্গত হয়, অক্লেশে ঘর ভেঙ্গে দ্বার-ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করা যায়।

কিন্তু সহজাত বিপদের আশঙ্কা বামাচরণের চিত্তের অজ্ঞাত অতিথি নয়। সে প্রদক্ষিণ করলে পিছনের মহল। ভোরের আলো একটা ফাটা জানালার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করছিল কক্ষের অভ্যন্তরে। পশ্চিমের জানালার ফাঁকে দেখলে বামাচরণ। এক উলঙ্গ পুরুষ রুদ্ধ কক্ষে ওঠ্‌ বোস্‌ করছে। সে হাসলে। হাকিমের কথা মনে হ'ল। এরা গান্ধী-বাদী। তাই বিরাট বপূ—আর তার ওপর ওঠ্‌-বোস্‌। এরা যদি ওঠ—জাগো ইস্তাহার বিলি না করে তো করবে কারা?

এ-ক্ষেত্রে দরজা ভাঙ্গাই সু-ব্যবস্থা! লাগো জোয়ানের দল।

ষষ্ঠী ভাবলে—কাজ না থাক্‌লে লোকে খই ভাজে। এদেশের লোক দেখ্‌ছি দরজা ভাজে! কিন্তু দিগম্বর বেশে কৌপীনধারী ষষ্ঠী তাদের সম্মুখীন হ'তে চাহিল না। সে এদিক ওদিক তাকালে। একটা দড়ির আন্‌লায় একখানা খদ্দরের কাপড় না চাদর ঝুলছিল। লজ্জা নিবারণের জন্ত সেটাকে টেনে বৈরাগীর ফাঁস দিয়ে নিজের ঘর্ম্মাক্ত-দেহে জড়ালে।

নফর-আলয় মান্ধাতার আমল না হ'লেও কোম্পানীর আমলের অট্টালিকা। পুলিস-বাহিনীর অভিযান তার জীর্ণ দরজা বহুক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারলে না। দরজা ভেঙ্গে গেল।

বামাচরণ সকল কাজ করে মাথা ঘামিয়ে। সে নিজে একটু পিছনে ছিল। সিপাহীদের নিরাপত্তা তার নিশ্চয় লক্ষ্য ছিল। সে তাদের শিখিয়ে দিয়েছিল—দরজা ভাঙ্গলেই গিয়ে জাপটে ধরবে দুষ্টকে। যদি কোনো বিস্ফোটক পদার্থ থাকে—সে ফেল্‌তে পারবে না।

ধরে আনতে বল্‌লে চিরদিন সিপাহীর দল বেঁধে আনে। তারা বেগে গৃহে প্রবেশ করলে। ষষ্ঠীকে জাপটে ধরলে। তাদের সমবেত চেষ্টায় এক প্রকার তাদেরই মাংস পেশীর শক্তিতে ষষ্ঠীচরণ প্রাঙ্গণে এলো।

কি হামজুল্লি! যারা তাকে ধরেছে তারা পুলিস। ভোরের বেলায় ঠাকুর দেবতার নাম নাই, কসরত নাই, দল বেঁধে তারা আখ্‌ড়া থেকে পাঁজা-কোলা ক'রে তাকে টেনে উঠানে বার করলে কেন। সে একবার চারিদিকে দেখ্‌লে। পুলিস-মারা অপরাধ। আর এ রসিকতার জন্ত সে তাদের মারবেই বা কেন? এত ভঙ্গ বঙ্গ-দেশ তবু রঙ্গে ভরা।

বিস্মিত পুলিস কর্ম্মচারীরা তাকে পর্য্যবেক্ষণ করলে। বেশ দিব্য-কান্তি পুরুষ, সবল দেহ। কিন্তু একখানা খদ্দরের সাড়ি জড়ানো—মঠের সাধুরা যেমন গেরুয়া-বস্ত্র জড়ায় সেই ফ্যাসানে জড়ানো।

দূর থেকে বামাচরণ ব্যাপারটা বুঝলে। কি দুরভিসন্ধি! যথা-সময়ে

তাকে না ধরলে কে জানে কি দুর্ঘটনা ঘটতো। খদ্দরের সাড়ি! এ আবার নূতন ঢঙ্।

তাকে গঙ্গার ধারে বারোজন সেপাই, কুড়ি জন চৌকীদার, দুজন হেড্ কনষ্টেবল ও দুজন দফাদারের জেম্মায় রেখে বামাচরণ নফর-আলয় খানা তল্লাস করতে গেল।

এর উপর যদি কিছু একটা পায়, বামাচরণের রাত-জাগা সফল হ'বে।

এপার

মিঃ কল্যাণ মুখার্জ্জি কৃতবিদ্য এবং সামাজিকতার পোষক। সুবিধা পেলেই কালেক্টর সাহেবকে ব'লে সে কলিকাতায় যায়—অবশ্য সন্ধ্যার সময়। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সভা-সমিতি ঘুরে মিষ্টার মুখার্জ্জি ডায়মণ্ড হারবারে ফেরে। কিন্তু এ সৌভাগ্য মাসে একবার দুবারের অধিক ঘটে না। সুতরাং কল্যাণ মুখার্জ্জি যখন কলিকাতায় আসে, তার বন্ধু-বান্ধব তার সহর ভ্রমণে আনন্দিত হয়।

কল্যাণ ফ্রী—মেশন। চক্রধর তরফদারও ঐ ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত। বৃহস্পতিবার ব্রাদার মুখার্জ্জি ফ্রী—মেশন হলে ব্রাদার তরফদার প্রমুখ বহু ব্রাদারের দর্শন পেলে। তারা সকলে মিলে যখন মন খুলে ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গার হাওয়ার সুখ্যাতি করলে—ব্রাদার কল্যাণ তাদের অভিমানের সুরে বল্লে—একঘণ্টার তো রাস্তা। না হয় পাঁচ কোয়াটারের। কেউ তো ব্রাদার যাও না আমার কুটীরে।

তখন পথের আলোচনা হ'ল।

মহকুমা-হাকিম মুখার্জ্জী সহ্য করলে না তার এলাকাধীন পথের নিন্দা।

সে বল্‌লে—পথ ঠিক বিলিয়ার্ড টেবিলের মত মসৃণ।

তখন বহু ভ্রাতা দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা করলে, সুবিধা পেলেই তারা কল্যাণ ভ্রাতার আতিথ্য গ্রহণ করবে। কিন্তু কেহ সময় নির্দ্ধারণ করতে পারলে না।

কল্যাণ বল্‌লে—ঐ তো ব্রাদার। অলরাইট্। তরফদার তুমি সময়ের বাঘ। বল ব্রাদার চক্রধর তুমি কবে ডায়মণ্ডহারবার আসছ।

দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চক্রধর বল্‌লে—অলরাইট্ ব্রাদার। রবিবার বেলা ৭টা তিন মিনিট প্রাতঃকাল।

সকলে করতালি দিল। চুক্তি সম্পাদনকারী দু'জন ব্রাদার বল্‌লে—রাইট্ হোঃ!

ব্যারিষ্টার তরফদারের বুইক যখন ম্যাজিষ্ট্রেট মুখার্জ্জির ফটকে এসে দাঁড়ালো তখন সাতটা বাজতে দু'মিনিট। সুতরাং বাঁধের উপর সাড়ে চার মিনিট জাহ্নবীর শোভা দেখে—ত্রিশ সেকেণ্ডে চক্রধর, ব্রাদার কল্যাণ মুখার্জির অফিস কামরায় হাজির হ'ল।

—হ্যালো।

—হ্যালো।

কল্যাণ জানত চক্রধর ঠিক্ সাতটা তিন মিনিটে আসবে। তার গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এলো চা, ডিম্, রুটী, মাখম, মারমালেড।

প্রাতরাশের পর দুই বন্ধু বারান্দায় এসে বস্‌লো। ডায়মণ্ডহারবারের সৌন্দর্য্যের গল্পকে দমন করে বাহিরে একটা গণ্ডগোল উঠ্‌লো। কুকুরের শব্দ, ছেলেদের চীৎকার, পুলিসের শান্তিরক্ষার হুকুম একজোটে মেশানো।

—কি ব্যাপার?

—আমার কর্ম্মজীবনের একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। পুলিস কাকেও ধরেছে—স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

তার পর তার মনে :পড়লো—ওঠ-জাগোর কথা। বন্ধুকে কিছু না বলে প্রতীক্ষা করলে শোভা যাত্রার।

শোভা যাত্রার সর্ব্বাগ্রে সবইনিস্পেক্টর বামাচরণ চক্রবর্ত্তী। তার পর জন কতক পুলিস। তার পর সাড়ি শোভিত ষষ্ঠী সেন। অভিমন্যুর শেষ দিন যেমন সপ্তরথী ঘেরা তেমনি সপ্ত-ভোজপুরী সিপাহী ঘেরা। তার পিছনে চৌকীদার প্রভৃতি। গ্রামের ছেলে, কুকুর, গাভী এবং নৌকার মাঝিরা ফটকের বাহিরে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ব্যাপারের স্বরূপ বোঝবার চেষ্টা করছিল।

হাকিম দেখেই বুঝলে ব্যাপারটা কি। সাড়ি পরিহিত হাসি-মুখ সু-পুরুষ কস্তুরীস্মৃতা নয়! নিশ্চয় পুলিসের মন্ত্রণা বুঝতে পেরে এই রসিক পুরুষটি তাদের উপর এই চাল চেলেছে। এখন এর শেষ রক্ষা করতে তাকে দুশো পাতা লেখালেখি করতে হবে, আর জাতীয়তাবাদী কাগজ তাকে হাস্যাস্পদ কর্ব্বে।

বামাচরণকে জিজ্ঞাসা করলে হাকিম—এ-কি শোভা যাত্রা? ইস্তাহার পেয়েছেন?

বামাচরণ এক নিশ্বাসে বল্‌লে—কস্তুরীস্মৃতা ফেরার।

ষষ্ঠীচরণ এবার রহস্যের মধ্যে পড়লো। সে বল্‌লে—কস্তুরীস্মৃতা ফেরার?

হাকিম তার দিকে তাকালো। বুঝলে দারোগা নিরাপদ নয়। এ লোক সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। এতগুলা লোকের সামনে বামাচরণ অপদস্ত হ'লে—ডিসিপ্লিন্ নষ্ট হবে।

সে বল্‌লে—সব্ ইনস্‌পেকটার বাবু। আপনার লোকজনকে বাঙ্‌লার ফটকের কাছে পাঠিয়ে দিলে কী হয়? আসামীকে আপনি তো গেরেপ্তার করেননি।

বামাচরণ কুল-কিনারা পেলে। গেরেপ্তার করেছি বল্‌লে—মহা ফ্যাঁসাদ। কারণ লোকটা যে রকম কথাবার্ত্তা বলছে, যেন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর। অথচ সেখানেও তাকে রেখে আসতে পারে না।

সে বল্‌লে—গেরেপ্তার না স্যার।

—না সার্‌! বাবা খই-ভাজা! আমায় কি হুজুরের বাড়ি ভোজ খাবার জন্যে ডেকেছ?

হাকিম পুলিসদের বল্লে—বাঁধের ওপর থাক। ডাকলে আসবে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—ইনস্‌পেক্টর বাবু আপনি যে রকম চোখ ঝটাপট্‌ করছেন চশমা নিন।

হাকিম বল্‌লে—আপনার কি বলবার আছে আমায় বলবেন। দারোগা বাবুকে কিছু বলবার দরকার নাই। জানেন!

—কি হামজুল্লি! তা আর জানিনা হুজুর। জেনে জেনে জানোয়ার হ'য়ে গেছি।

চক্রধর এবার ষষ্ঠীকে চিনে ফেল্লে। কিন্তু পরের কথায় কথা বলা অভদ্রতা বলে সে কিছু বল্‌লে না।

বামাচরণ বল্‌লে—কস্তুরীসূতা ফেরার। কোনো ছাপার কাগজ পাওয়া যায়নি। বৈধব্য-দমন সমিতির এই কাগজ পেয়েছি।

—এ ভদ্রলোককে ডেকে আন্‌লে কেন?

—ইনি একটা অন্ধকার ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে হুস্‌ হুস্‌ করছিলেন। মাঝে একটা ভীষণ হৈ দিয়েছিলেন।

কলিকাতা থেকে বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে এনে কল্যাণ ভাবছিল—তরফদার ভাববে আমি হাকিম নই, পাগলা গারদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট।

সে একটু দৃঢ় স্বরে বল্‌লে—বামাচরণবাবু একে আনলেন কেন?

সে বল্‌লে—হুজুর শব্দ পেয়ে দরজা ভেঙ্গে দেখি ইনি সাড়ি পরে হাসছেন। ভাবলাম নিয়ে যাই হুজুরের কাছে।

ষষ্ঠী বল্‌লে—আমি নালিস কর্ব্বনা বাবা চোক্‌-ঝট্‌পট্‌। মিথ্যে ব'লনা। দল বেঁধে ধরে এনেছ! বেশ করেছ।

হাকিম তা বিলক্ষণ বুঝেছিল। একটা কিছু বাহানা না করে লোকটাকে ছাড়তে পারে না। এখন একান্ত প্রয়োজন তার পরিচয়।

সে বল্‌লে—দেখি বিধবা—কি বল্‌লেন—তার কাগজ।

কাগজ পড়ে হাকিম পথ দেখ্‌তে পেলে।

সে বল্‌লে—হ্যালো ব্রাদার তরফদার। তুমি এর সভ্য। ব্রাদার কমলাপতি সেন আরও সব নাম। কি ব্যাপার?

ষষ্ঠী চক্রধরকে বল্‌লে—বাপ্‌জান নট্‌ নড়ন চড়ন। নট্‌ কিচ্ছু। স্পিকটিনট।

তরফদার বল্‌লে—বন্ধুর সরকারী কথা আড়ি পেতে শোনা অশিষ্টতা বলে—আমি ষ্টেটস্‌ম্যান পড়ছিলাম। কি ব্যাপার খুড়ো?

খুড়ো! তরফদারের বন্ধু! হাকিম ঐ রকম একটা কিছু ভেবেছিল। সে বামাচরণের দিকে রুক্ষ ভাবে তাকালে। তখন তার চোখ পিট্‌পিট্‌ তাকে উত্তেজিত করলে।

কল্যাণ রেগে বল্‌লে—আপনি চশমা নেননা কেন?

বামাচরণ দমেনা। সে বল্‌লে—হুজুর চশমা নিয়েছিলাম কিন্তু একবার ঘাটে রেখে নাইতে গিয়েছিলাম—একটা নেড়ি কুকুর তার ডালটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিল।

—বহুৎ আচ্ছা!—বল্‌লে খুড়ো।

তখন সে যা জানতো বল্‌লে। যখন সমস্ত ব্যাপারটা একটা প্রহসন হবার উপক্রম হল, একটা নূতন ঘটনা ঘটলো।

নলিনী মউড়ি-ভাঙ্গা গ্রাম থেকে প্রচার করে নফর-আলয়ে এসে পুলিসের ভীষণ অত্যাচার ও ষষ্ঠীচরণের গ্রেপ্তারের সংবাদ পেলে। সে পুলিসের শত নিষেধ উপেক্ষা করে, মণিহারা ফণীর মত হাকিমের সম্মুখে এসে হাজির হল।

সে বল্‌লে—এস্ ডি ও, কে ?

মুখার্জ্জিকে স্বীকার কর্ত্তে হ'ল যে ঐ পদের অধিকারী সে।

শ্রীমতী নলিনী বল্‌লে—আমি কৈফিয়ত চাই। বিচার চাই। আশা করি আপনি পুলিসের পক্ষ-পাতিত্ব করবেন না।

কল্যাণ বল্‌লে—বলুন আপনার কি বক্তব্য।

—আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাসা বাড়ি ভেঙ্গে আমার সাড়ি সহ এঁকে কেন এখানে আনা হয়েছে !

কল্যাণকে নীরব দেখে সে এদিক ওদিক তাকালে। তার চাহনী সহ্য কর্ত্তে না পেরে, বামাচরণ মুখ নিচু করলে। তরফদারকে দেখে নলিনী বল্‌লে—এ কি ? ব্যারিষ্টার সাহেব এখানে কেন ?

চক্রধর তরফদারের আইন-ভরা মাথায় একটা চাতুরীর প্রেরণা এলো। সে বিনীত ভাবে নলিনীকে অন্তরালে নিয়ে গিয়ে বল্‌লে—আপনাকে পাছে গেরেপ্তার করে, সেই ভয়ে আপনার ইজ্জত বাঁচাতে, ষষ্ঠীবাবু আপনার সাড়ি পরে ধরা দিয়েছেন। ওঃ! মহানুভব ষষ্ঠী খুড়ো। আপনার সহকর্ম্মী অতি উচ্চ—

—নিশ্চয়।—বল্‌লে নলিনী।

ভুল আইন বল্‌লে জজেরা যেমন ক'রে তরফদারের দিকে তাকায় হুবহু সেই চাহনী।

চক্রধর বল্‌লে—এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে সরল। ষষ্ঠী কিছু বলবেনা। ওর পরিচয় পাওয়া চাই। কেন ও আপনার বাসা বাড়িতে

লুকিয়ে ছিল, কেন আপনার সাড়ি পড়লে, এ সব পরিচয় না পেলে, হাকিমকে বাধ্য হয়ে ওকে জেলে দিতে হবে।

নলিনী নীরব হ'ল।

চক্রধর বল্‌লে—আমি কত বোঝালাম। খুড়োর এক কথা—জেলে যাব। পরিচয় দেবে না। সে বলে, আপনার পরিচিত, অথচ আপনার ঘরে আপনার সাড়ি পড়ে বসেছিল, একথা বল্‌লে—রাগ করবেন না। মানে—

—মানে আমার ইজ্জত যাবে। নিজেকে অপরিচিত সাড়ি চোর—

তরফদার বাধা দিয়ে বল্‌লে—ঠিক ধরেছেন। সাড়ি চুরির অপরাধে সে জেলে যেতে প্রস্তুত, পাছে আপনার সম্ভ্রান্ততায় আঁচড় লাগে এই আশঙ্কায়।

নির্দ্দিষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট ভালবাসার কথা বিজলীর মত নলিনীর মাথায় চমকে গেল। মোহনপুরের গঙ্গা তার দম্ভের সাক্ষী। ডায়মণ্ডহারবারের গঙ্গা তাকে ধিক্কার দিলে।

সে ষষ্ঠীর দিকে তাকালে। প্রেম-ভরা বুক—নির্ব্বাক্ মুখ! আহাঃ! বেচারা! তারই খদ্দরের সাড়ির ভিতর হতে অনেকখানি ষষ্ঠীচরণ দেখা যাচ্ছিল—বিশেষ তার বুকের ছাতি। দেশের জন্য নয়, দশের জন্য নয়। মাত্র একজন—যে তার ইজ্জত রাখেনি—সেই দাম্ভিক একজনের ইজ্জতের জন্য চোরের মত তাকে জেলে যেতে দেওয়া হবে নিষ্ঠুরতা।

পৃথিবীর সকল যুগান্তর ঘটেছে, মুহূর্ত্তের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে।

নলিনী হাকিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—ব্যারিষ্টার সাহেব বলছেন, আপনি এঁর পরিচয় না পেলে এঁকে শাস্তি দেবেন। এঁর পরিচয়ের জন্য আপনারা ব্যাকুল। তবে শুনুন—ইনি আমার ভাবী-স্বামী।

সভাগৃহে যেন বিস্ফোটক বিদীর্ণ হ'ল।

হাকিম মনে মনে বল্‌লে—বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!

তরফদার বল্‌লে—ব্রাদার তোমার আতিথ্য আজ এই অবধি। আমি এঁদের দুজনকে নিয়ে এখনি কলিকাতা চল্লাম।

ষষ্ঠী বল্‌লে—কী হামজুল্লি!